ছোটদের মহানবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

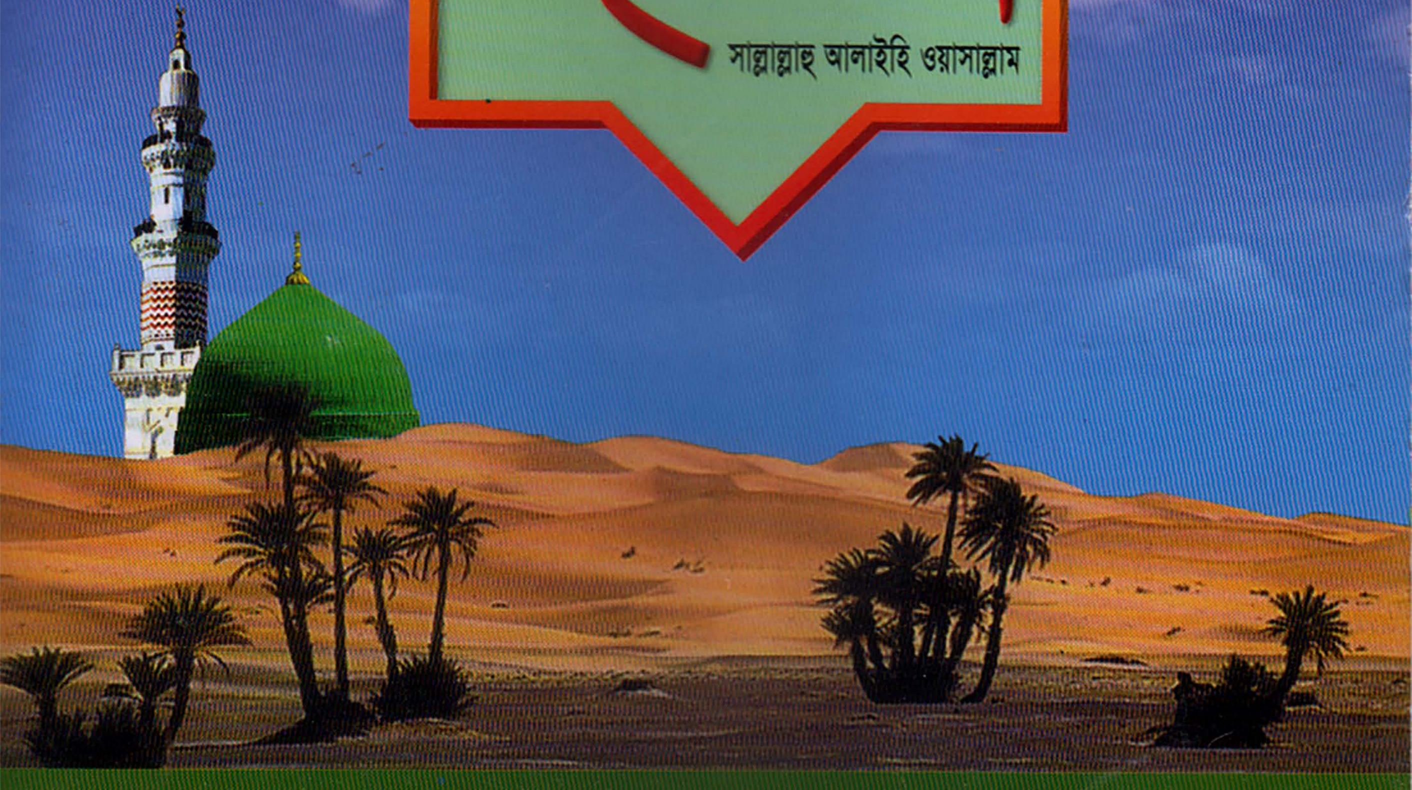

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

ছোটদের মহানবী (সাঃ)

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

ছোটদের মহানবী (সাঃ)

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয়

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড়, চট্টগ্রাম-৪০০০
ফোন -৬৩৭৫২৩ মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২

মতিঝিল কার্যালয়

১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪
মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ১৯৯৯
১১তম সংস্করণ ঃ এপ্রিল ২০১৬

মুদ্রণে

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ

আরিফুর রহমান

কম্পোজ/ মেকাপ

মোঃ আব্দুল লতিফ

মূল্য

১২০.০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০
ফোন- ৬৩৭৫২৩, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স- ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১
১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ ফোন-৯৬৬৩৮৬৩
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-ফোন -৯৫৭৪৫৯০

Chotoder Mohanabi (Childrern's Prophet) Written by A.Z.M. Shamsul Alam; Published by S.M. Raisuddin, Director (Publication), Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. Chittagong-Dhaka. Bangladesh.
Price Tk. 120.00/- US$ 5/- **ISBN-984-493-049-9**

www.nagorikpathagar.org

লেখকের কথা

মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে মহানবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) -এর আদর্শ ও শিক্ষার প্রভাব গভীর ও ব্যাপক। সকল ধর্ম প্রচারক এবং নবী তাঁদের অনুসারীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন স্রষ্টার ইবাদত, প্রার্থনা-আরাধনা ও পূজা-অর্চনা করতে ; আর সকল ধর্মের অনুসারীরাই তা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সাথে পালন করে থাকে। কিন্তু মুসলমানেরা পবিত্র কুরআনের আদেশ নিষেধ এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদর্শ ও বাণী অনুসরণ করে সবচেয়ে বেশী। প্রতিদিন সকালে 'সূর্য উঠার আগে কোটি কোটি মুসলমান ফজরের নামাজ আদায় করেন। সূর্যাস্তের পর আরও অনেক বেশি লোক মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। এমনিভাবে প্রতিদিন আল্লাহ্‌র ইবাদত করে থাকে, শুধু দু'বার নয়, দিনে পাঁচবার।

সকাল সন্ধ্যায় দুনিয়ার যত কোটি মুসলমান নামাজে দাঁড়ান, অন্য কোন ধর্মে এতো অধিক সংখ্যক লোক প্রতিদিন এমন সুশৃংখল ও নিয়মিতভাবে জামাতের সাথে প্রার্থনা, আরাধনা করেননা। দুনিয়ার যে কোন মন্দির, কিয়াং বা গির্জার সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলে আর মসজিদের সামনে গিয়ে অপেক্ষা করলে পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়।

শবে-কদর, শবে-বরাত বা শবে-মেরাজের রাতে নামাজীদের যে ভীড় মসজিদে দেখা যায়, অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কি তা কেউ কখনো দেখেছেন ?

প্রতি শুক্রবার মুসলিম জাহানে কোটি কোটি মুসলমান নামাজের জন্যে জমায়েত হয়। কোন সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অন্য কোন উপাসনালয়ে এমনিভাবে কোটি কোটি মানুষ হাজির হওয়ার নজির নেই।

দুই ঈদের দিনে মুসলিম বিশ্বে কোটি কোটি মুসলমান ঈদের ময়দানে জমায়েত হন। এতে যে নান্দনিক ও পবিত্র দৃশ্যের অবতারণা হয় অন্য কোন জাতির মধ্যে কি তা দেখা যায় ?

নামাজে হাজিরার ক্ষেত্রে যা বলা হয়, রোজা ও হজ্জের বেলাও তা প্রযোজ্য। প্রত্যেক ধর্মেই রোজা বা উপবাসের বিধান আছে। দুনিয়ার কোটি কোটি মুসলমান সারাটি রমযান মাস দিনের বেলা না খেয়ে থাকেন। মরুভূমির প্রচন্ড গরমেও মুসলমানগণ রোজা রাখেন। না খেয়ে রোজা রাখা নামাজ পড়ার চেয়ে আরও বেশী কষ্টকর। কোন ধর্ম প্রচারকের অনুসারীগণ কি এরূপ নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা এবং আন্তরিকতার সাথে কষ্ট করে রোজা রেখে থাকে ?

প্রতি বছর হজ্জ উপলক্ষে বিভিন্ন মহাদেশ হতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান মক্কায় জমায়েত হন। মানব ইতিহাসে অন্য কোন ধর্ম প্রচারকের জন্মস্থানে কি প্রতি বছর নিয়মিতভাবে এরূপ লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয় ?

তবে কেউ যদি মনে করেন যে রাসূল (সাঃ) এর জন্মস্থান বলেই মুসলমানগণ মক্কায় হজ্জের উদ্দেশ্যে একত্রিত হন তা হবে ভুল। রাসূলের জন্মের পূর্ব হতেই মক্কা, মিনায় ও আরাফাতে হজ্জের বিধান ছিল।

মহানবীর প্রতি তাঁর উম্মতের গভীর আস্থা এবং ভালবাসার ফলেই আমরা আল্লাহর নির্দেশ এবং তাঁর সুন্নাহের অনুসরণ করে থাকি। প্রতিদিন সকাল বেলা দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মুসলমান কুরআন

www.nagorikpathagar.org

তিলাওয়াত করেন। দুনিয়ার অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ এত বেশি নিয়মিতভাবে পঠিত হয়না। আল্লাহর নির্দেশ মনে করে আমরা নামাজ পড়ি, ইবাদত-বন্দেগী করি, রোজা রাখি, হজ্জ আদায়ের জন্য কষ্ট ক'রে মক্কায় যাই।

আমরা কি কেউ আল্লাহ্‌র এই সব ইবাদতের নির্দেশ নিজ কানে শুনেছি ? আল্লাহ্‌ কি আমাদের কারও সাথে কথা বলেছেন ? আল্লাহ আছেন, তা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। কেন বিশ্বাস করি ? এর কারণ হলো, আল্লাহ্‌র প্রেরিত বাণী সম্বলিত পবিত্র কুরআন এবং নবীর উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস, অবিচল আস্থা।

নবী বলেছেন নামাজ পড়তে, রোজা রাখতে, ধর্ম-কর্ম করতে। তাই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে ও নির্দেশিত পদ্ধতিতে আস্থা ও বিশ্বাস রেখে আমরা সকল ধর্মীয় নির্দেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও একাগ্রচিত্তে পালন করি।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি আল্লাহ্‌র নবী এবং রাসূল হিসেবে। নবী হিসাবে তাঁর প্রভাব আমাদের জীবনে এত বেশী যে অনেক সময় তাঁর অন্য পরিচয় যেন আমাদের কাছে গৌন।

নবী না হলেও তিনি আল্লাহ্‌র এক অতি মহোত্তম সৃষ্টিরূপে পরিচিত হতেন। শিশু-কিশোরদের কাছে আমরা তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেই শুধু নবী হিসেবে। নবী এবং রাসূলই যেন তাঁর বড় পরিচয়।

কিন্তু মানুষ হিসেবেও তাঁর একটি আলাদা পরিচয় রয়েছে। মানুষ হিসেবে তিনি যে কতো মহান, কতো মহৎ ও উদার ছিলেন, বনি আদমের জন্য যে তিনি কী মহোত্তম আদর্শ ছিলেন, সে কথা আমরা আমাদের শিশু-কিশোরদের সামনে কমই তুলে ধরি।

এ পুস্তকটিকে আমরা নবী চরিত্রের মানবীয় দিকটাই তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি, যাতে শিশু-কিশোরেরা বুঝতে পারে মানুষ হিসেবে আমাদের নবী কত মহান ছিলেন। কত মহৎ ছিলেন।

এ পুস্তক পাঠে শিশু-কিশোরদের কচি মনে আমাদের নবীর প্রতি কিছুটা ভালবাসা সৃষ্টি হলে আমাদের শ্রম সার্থক এবং আখিরাতে অধিকতর কল্যাণময় প্রতিদান নসীব হবে।

এ পুস্তকের প্রায় সবগুলো লেখাই মাসিক সবুজ পাতায় ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। সবুজ পাতার সম্পাদক অধ্যাপক শাহেদ আলী ও সহকারী সম্পাদক অনুজপ্রতিম মসউদ-উশ-শহীদ লেখাগুলো সংশোধন ও সম্পাদনা করে উন্নততর সহজ এবং শিশু-কিশোরদের উপযোগী সুখপাঠ্য করেছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

যে সব শিশু-কিশোর আল্লাহ্‌র নবী সম্বন্ধে লেখা এই পুস্তক পাঠ করবে, আল্লাহ্‌ তাদের নেক আমল কবুল করুন। আমাদের শিশু-কিশোরদের মহৎ হবার, ভালো হবার, নেক বখ্‌ত হওয়ার এবং নবীর জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হবার তৌফিক দিন। আমি !

আল্লাহ্‌ হাফেজ।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের নিবেদন

কোমলমতি ছোট্ট ভাইবোনেরা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যাঁর জন্ম না হলে কিছুই সৃষ্টি হতো না। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ফিরিয়ে আনার জন্যে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি (হযরত মুহাম্মাদ সাঃ) অস্ত্র ও হানাহানি দ্বারা নয় বরং সত্যের বাণী প্রচার করে শান্তির পতাকাতলে সমবেত করতে পেরেছিলেন সকল শ্রেণীর সকল যুগের মানুষকে।

"ছোটদের মহানবী" (সাঃ) বইটি শিশু কিশোরদের জন্য লেখা। তত্ত্ব দর্শন শিশুরা বোঝে না। বোঝার মত স্তরের না হলে ধর্ম ও নীতি কথায়ও তারা আকর্ষিত হয়না। গল্প শুনতে শিশুরা দারুন ভালবাসে।

সুতরাং মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর জীবনের যে বিষয়গুলো কিশোরদের কাছে আকর্ষণীয় হবে এবং যে ঘটনাগুলোর গল্প বড়দের মুখে শিশুরা শুনতে ভালবাসবে- এ ধরণের উনিশটি ঘটনার গাল্পিকরূপ হলো "ছোটদের মহানবী" (সাঃ)।

এই মহামানব কেমন ছিলেন তোমাদের এ বয়সে অবশ্যই জানাবার ইচ্ছে জাগে, তাই না? এ কথা মনে রেখে লেখক শ্রদ্ধাভাজন জনাব এ.জেড. এম. শামসুল আলম লিখেছেন এই বই। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক জনাব আলম এ পুস্তকটিতে নবী চরিত্রের মানবীয় দিকগুলোই তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। এ লেখাগুলো শিশুদের কচি মনে অবশ্যই দাগ কাটবে ইন্‌শাআল্লাহ্‌।

এই বইয়ে সন্নিবেশিত ১৯টি সত্য ঘটনা পড়লে তোমরা অভিভূত হবে এবং এ মহান নবীর জীবনের ছোট্ট ছোট্ট ঘটনাগুলো তোমাদের কচি মনে পরিবর্তনও এনে দেবে, এ আশা আমরা করি। তোমরা নবীর শিক্ষা এবং আদর্শ অনুকরণ ও অনুসরণ করে বড় হয়ে, হবে সত্যবাদী, দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক আর ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। তোমাদের কাছে এই বইটি প্রশ্নমালাসহ ব্যাপক চাহিদা আসায় এবং ১০তম সংস্করণ শেষ হওয়ায় ১১তম সংস্করণ করা হলো। আল্লাহ্‌ তোমাদের সকলের কল্যাণ করুন। আমিন।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

১. নবী ও বিড়াল ০৭
২. নবী ও পাখির ছানা ১১
৩. নবী ও বৃক্ষলতা ১৪
৪. নবী ও ইহুদীর লাশ ১৭
৫. নবী ও মানুষের মুখ ২০
৬. নবী ও কাঁটা বুড়ি ২৩
৭. নবী ও সাদা বকরী ২৬
৮. নবী ও আরব বেদুঈন ৩১
৯. নবী ও দুষ্ট মেহমান ৩৫
১০. নবী ও খাদেমের ইজ্জত ৩৯
১১. নবী ও বাড়ির কাজের লোক ৪৪
১২. নবী ও মিষ্টি পাগল ছেলে ৪৯
১৩. নবী ও ভিখারী ৫৩
১৪. রাসূলের রসিকতা ৫৬
১৫. নবী ও শিশু ৫৯
১৬. নবী ও এতিম ছেলে ৬৩
১৭. নবী ও নারী ৬৬
১৮. নবী ও সাহাবী ৭২
১৯. নবী ও কুরআন ৮০

www.nagorikpathagar.org

নবী ও বিড়াল

বিড়াল বড় আদরের প্রাণী। খাওয়ার সময় সে আশেপাশে ঘুরে। কিছু না পেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। ম্যাও ম্যাও করে ডাকে। কিছু পেলে তৃপ্তির সাথে খায় আর লেজ নাড়ে।

বিড়াল মানুষের কাছে কাছে থাকতে চায়। পোষা বিড়াল কোলে উঠে বসে। বিড়াল রাতে মানুষের সাথে ঘুমাতে খুব ভালবাসে। প্রায় দেখা যায় পায়ের কাছে শুয়ে আছে। লাথি খেয়েও সরেনা; মিউ মিউ করে কেঁদে কেঁদে আবার কাছে ভিড়ে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বিডালকে খুব আদর করে। অনেকে পোষা বিড়ালকে মিনি, মিঠু, মিসু বলে ডাকে।

আমাদের নবীজীও বিড়াল খুব ভালবাসতেন। বিড়ালকে তিনি গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতেন, সামনে বসিয়ে খাওয়াতেন। তাঁকে দেখা মাত্র বিড়ালও ম্যাও ম্যাও করে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতো।

কেবল নবীজী নন, তাঁর অনেক সাহাবীও বিড়াল ভালবাসতেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন রাসূলের (সাঃ) এক প্রিয় সাহাবী। তিনি কিছু শুনলে তা কখনো ভুলতেন না। রাসূলের কথা শোনামাত্র তিনি মুখস্ত করতেন। তিনি সবচেয়ে বেশী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবু হুরায়রার বাড়ি মদীনা থেকে অনেক দূরে। সত্যের ডাক সেখানে পৌঁছলো। তিনি কবিলা ছেড়ে মদীনায় এলেন। আসার সময় বাড়ির জিনিস-পত্র প্রায় সব কিছুই ফেলে এলেন। সাথে নিয়ে এলেন একটি পোষা বিড়াল।

এ আবার কি রকম কান্ড ! কিন্তু অন্তরে যাদের দরদ থাকে তাঁরাই এমন কাজ করেন। ঘরের দামী দামী আসবাব তো প্রাণহীন; জড় পদার্থ। ওগুলো ফেলে এলে ওরা ব্যথা পাবে না। কিন্তু বিড়াল তো জড় পদার্থ নয়, প্রাণ আছে ; আর তাই ব্যথাও আছে। ফেলে এলে দুঃখ পাবে, কাঁদবে। তাই আবু হুরায়রা (রাঃ বিড়ালটিকে সাথে নিয়ে এলেন। বিড়ালের প্রতি তাঁর দরদ দেখে অনেকে হাসি-ঠাট্টা করলো।

নবীজী একটি মূক প্রাণীর প্রতি আবু হুরায়রার দরদ দেখে খুশী হলেন। বিড়ালটি সব সময় সন্তানের মত তাঁর কাছে কাছে থাকে। রাসুল (সাঃ) তাঁকে একদিন কৌতুক করে ডাকলেন আবু হুরায়রা বলে। হুরায়রা মানে ছোট বিড়াল। আবু হুরায়রা মানে বিড়ালের বাপ।

আবু হুরায়রা কিন্তু তাঁর আসল নাম ছিলো না। মুসলমান হওয়ার আগে তাঁর নাম ছিলো আবদুস শামস ইবন সাখ্‌র। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর নাম হল আবদুর রহমান।

রাসূলকে আবু হুরায়রা খুব বেশী ভালবাসতেন আর রাসূলের কৌতুকও তাঁর কাছে অতি ভালো লাগতো।

আব্বা-আম্মার দেয়া নামের চেয়ে নবীজীর দেয়া 'আবু হুরায়রা' নামই তাঁর কাছে বেশী প্রিয় মনে হতো। পরবর্তীতে এই নামেই তিনি পরিচিত হলেন। আস্তে আস্তে লোকজন তাঁর আসল নাম ভুলে গেলো।

www.nagorikpathagar.org

তিনি আবু হুরায়রা বা বিড়ালের বাপ নামেই মুসলমান জাহানে পরিচিত হয়ে রইলেন।

আমাদের প্রিয় নবীর একটি মাত্র চাদর ছিলো। রাতে তিনি চাদরটি গায়ে দিয়ে ঘুমাতেন। দিনের বেলা তা গায়ে দিয়ে বের হতেন।

আরব দেশে দিনের বেলা প্রচন্ড গরম। রাতে ভীষণ শীত। একেবারে হাড় কাঁপানো শীত।

আমাদের নবী (সাঃ) শেষ রাত জেগে কাটাতেন। নবী হওয়ার আগেও শেষ রাতে তিনি জেগে থাকতেন। তারার মেলা দেখতেন। গাছপালা আকাশ-বাতাস কি করে হলো তা নিয়ে ভাবতেন।

খুব ভোরেই নবী (সাঃ) মসজিদে আসতেন। তাহাজ্জুদ পড়তেন। সুবেহ সাদিকের সময় মসজিদে যাওয়া ছিলো তাঁর সারা জীবনের নিয়মিত অভ্যাস। একা নবী নন, তাঁর সাহাবীগণও প্রায় সকলে সুবেহ সাদিকের সময় মসজিদে উপস্থিত হতেন। কারণ, এটা ছিলো ইবাদত কবুলের সময়।

কাফিররা কাজ করতো নবীর উল্টো। তারা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকতো, অনেক হৈ চৈ ও আনন্দ-উল্লাস করতো, আর সকাল বেলা ঘুমাতো।

আমাদের নবী প্রতিদিনের ন্যায় শেষ রাতে মসজিদে যাওয়ার জন্য তৈরী হলেন। গায়ে দেয়ার জন্যে চাদরটি নিতে গিয়ে দেখেন চাদরের এক কোণে শুয়ে আছে একটি বিড়াল।

চাদরটি তিনি অতি সহজে টেনে নিতে পারেন। কিন্তু তাতে হয়তো বিড়ালটির ঘুম ভেজে যাবে। বেচারার ঘুম ভাঙাতে তাঁর ইচ্ছে হলোনা। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। এদিকে সুবেহ সাদিক শেষ হয়ে ফজরের নামাজের সময় হয়ে এলো। তখনও বিড়ালটির ঘুম ভাঙেনি। ফজরের নামাজের জন্য সাহাবীগণ তাঁর অপেক্ষা করছেন। তিনি মসজিদে গেলে এক সাথে জামাত হয়। তাই না গেলেও নয়।

কিন্তু বিড়ালটা তো অঘোরে ঘুমাচ্ছে। উঠবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না।

রাসূল (সাঃ) কোনদিন কাউকে কষ্ট দেন না। ঘুম ভাঙাবার মত কষ্টও না। বিড়ালটার ঘুম নষ্ট করতেও তাঁর মন চাইলো না।

বড় চিন্তায় পড়লেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তিনি কি করলেন? এমন কাজ করলেন, যা শুনলে অবাক হতে হয়। তাঁর জীবনে বহু কাজই তো অভাবনীয় ও বিস্ময়কর।

তিনি একটি ছুরি হাতে নিলেন। চাদরের যে কোণায় বিড়ালটা ঘুমিয়েছিলো, ঐ কোণটাই কেটে ফেললেন। তারপর কোণা কাটা চাদরটা গায়ে দিয়ে মসজিদে গেলেন, কিন্তু বিড়ালটার ঘুম আঙালেন না।

অনুশিলনী

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের বা পার্শে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. বিড়াল ডাকে-

ক. ঘেউ ঘেউ করে খ. ম্যা ম্যা করে

গ. ম্যাও ম্যাও করে ঘ. কিচির মিচির করে।

www.nagorikpathagar.org

২. ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বিড়ালকে কী করে-

ক. আদর করে	খ. তাড়া করে
গ. কষ্ট দেয়	ঘ. মারধর করে।

৩. সবচেয়ে বেশী হাদিস বর্ণনা করেন কে ?

ক. আবুবকর (রাঃ)	খ. ওসমান (রাঃ)
গ. ওমর (রাঃ)	ঘ. আবু হুরায়রা (রাঃ)

৪. আবু হুরায়রা (রাঃ) মদীনা ছেড়ে আসার সময় সাথে কী নিয়ে এলেন ?

ক. টাকা পয়সা	খ. সোনাদানা
গ. একটি পোষা বিড়াল	ঘ. আসবাবপত্র।

৫. হুরায়রা মানে কী ?

ক. পাহাড়	খ. কবুতর
গ. বিড়াল	ঘ. ছোট বিড়াল।

৬. আবু হুরায়রা মানে কী ?

ক. মানুষের বাপ	খ. পাখিদের বাপ
গ. বিড়ালের বাপ	ঘ. সবার বাপ।

৭. আমাদের প্রিয় নবীর কয়টি চাদর ছিল ?

ক. একটি	খ. দুইটি
গ. তিনটি	ঘ. চারটি।

৮. ইবাদত কবুলের সময় -

ক. ফজরের সময়	খ. সুবেহ সাদিকের সময়
গ. ঈশার সময়	ঘ. বেলা ওঠার সময়।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১. বিড়াল বড়------- প্রাণী। -------- করে ডাকে। রাসূলের কথা শোনামাত্র তিনি ------- করতেন। রাসূল (সাঃ) তাঁকে একদিন কৌতুক করে ডাকলেন ------ বলে। আরব দেশে দিনের বেলা -----------। রাতে ----------। একেবারে হাড় ---------------- শীত।

www.nagorikpathagar.org

গ. ডান পাশের অংশের সাথে বামপাশের অংশের মিল করন।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা	তাঁরাই এমন কাজ করেন।
অন্তরে যাদের দরদ থাকে	প্রাণহীন, জড় পদার্থ।
ঘরের দামী দামী আসবাব তো	মাত্র চাদর ছিল।
আমাদের প্রিয় নবীর একটি	বিড়ালকে খুব আদর করে
প্রতিদিনের ন্যায় শেষরাতে	মসজিদে যাওয়ার জন্য তৈরী হলেন।
চাদরের এক কোনে শুয়ে	আছে একটি বিড়াল

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখ ঃ

১. বিড়াল কী করতে ভালোবাসে ?
২. বিড়াল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় কেন ?
৩. নবীজি বিড়ালকে কীভাবে আদর করতেন ?
৪. নবীজি কী দেখে খুশি হনেল ?
৫. আবু হুরায়রা (রাঃ) আসল নাম কী ?
৬. তারা মেলা দেখতে গিয়ে নবীজি কি ভাবতেন?
৭. ইবাদত কবুলের সময় কোনটি?
৮. নবীজি চাদর টেনে নিলেন না কেন?

ঙ. রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখ ঃ-

১. বিড়ালের স্বভাব কেমন লেখ।
২. বিড়াল নবীজিকে দেখামাত্র কীভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করত এবং কেন?
৩. আবু হুরায়রা (রাঃ) তাকে সাথে করে নিয়ে এলেন কেন?
৪. প্রিয় নবীর কয়টি চাদর ছিল? কীভাবে ব্যবহার করতেন তা লেখ?
৫. নবী (সাঃ) কখন মসজিদে আসতেন ? কেন আসতেন?
৬. বিড়ালটি কোথায় শুয়ে ছিল ? নবী (সাঃ) কেন চাদরটি টেনে নিলেন না লেখ
৭. নবী (সাঃ) কি চিন্তায় পড়লেন ? কী করলেন লেখ ?
৮. নবী (সাঃ) এর ফজরের নামাজে যেতে দেরীর কারণ কী তা লেখ।

www.nagorikpathagar.org

নবী ও পাখির ছানা

সফরে বের হয়েছেন আমাদের নবী (সাঃ)। সঙ্গী মাত্র একজন। মরুভূমিতে বালু আর বালু। পায়ের নিচে গরম বালু। ওপরে সূর্যের ভীষণ তাপ। প্রচন্ড গরমে পানির পিপাসায় গলা শুকিয়ে যায়। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নবী পৌঁছলেন এক ছোট্ট মরুদ্যানে। মরুদ্যানে ছিল কিছু গাছ-পালা, পানির কূপ। পথচারীরা মরুদ্যানে আশ্রয় নেয়। বিশ্রাম করে। আবার চলা শুরু করে। নবীও বিশ্রামের জন্য বসলেন একটি বড় খেঁজুর গাছের ছায়ায়। তাঁর সঙ্গী গেলেন গাছ্-পালার ঝোপের কাছে।

মরুদ্যান দেখে সঙ্গীটি ফিরে আসার কিছুক্ষণ পর নবী শুনলেন একটা পাখির আর্ত-চিৎকার। ভীষণ কান্না। তারপর দেখলেন পাখিটিকে। ডানে বাঁয়ে ছট্‌ফট্ করে উড়ছে। কখনও মাটিতে নামছে, কখনও ডালে বসছে। মনে হয় কি যেন খুঁজছে।

নবী বললেনঃ পাখিটি এ রকম ছট্‌ফট্ করছে কেন ? নিশ্চয় সে তার বাচ্চা হারিয়ে ফেলেছে। হয়তো কোন কিছু তার বাচ্চা খেয়ে ফেলেছে।

ঝোপ-ছাড়ে কাঠবিড়ালী, বেজী, বড় বড় পাখি খাবার খুঁজে বেড়ায়। পাখির বাচ্চা পেলেও মজা করে খায়। পাখিটার অস্থিরতা দেখে দয়াল নবীর মনে করুণার উদ্রেক হয় এবং চেহারায় তা প্রকাশ পায়।

নবীর কথা শুনে এবং তাঁর বেদনার্ত চেহারা দেখে সঙ্গীটির মুখ কালো হয়ে যায়। চোর ধরা পড়লে যে অবস্থা হয়- ঠিক সে অবস্থা।

নবী তাঁর চোখের দিকে তাকালেন। ভাবলেন, সেই হয়তো পাখির বাচ্চাটি চুরি করেছে।

নবী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার চাদরের নিচে কিছু আছে কি ? তুমি কি পাখির ছানা চুরি করেছো?

সঙ্গীটি স্বীকার করলেন। বললেন ঃ পাখির বাচ্চাটি আমি পালবো। ভালো করে খাওয়াবো।

নবীর চেহারা এবার আরো করুণ হয়ে উঠলো। তিনি খুব দুঃখ পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন - এ বাচ্চাটা হারালে তুমি কি পাখির মায়ের মত ছট্‌ফট্ করবে ? তুমি কি তাকে পাখির মায়ের মত আদর দিয়ে লালন-পালন করবে।

সঙ্গীটি কোন জবাব দিলেন না।

নবী বিরক্ত হয়ে তাকে বললেন ঃ বাচ্চাটি ফেরত দিয়ে এসো।

সঙ্গীটি বাচ্চাটিকে ঝোপের কাছে মাটিতে রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাখিটি জীবনের মায়া ছেড়ে দিয়ে বাচ্চাটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ইচ্ছা করলে সাহাবী পাখিটিকে ধরে ফেলতে পারতেন। হয়তো ধরতেন। কিন্তু নবী যে দুঃখ পাবেন।

www.nagorikpathagar.org

নবী (সাঃ) এবার খুশী হলেন। বললেন ঃ বাচ্চাটিকে পাখির বাসায় তুলে দাও। সঙ্গীটি পাখির ছানা পাখির বাসায় রেখে ফিরে এলেন।

বাচ্চা চুরি করে মায়ের বুক খালি করতে নেই, সে মানুষ হোক কি পাখি হোক।

অনুশিলনী

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের বা পার্শে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. নবী (সাঃ) -এর সফর সঙ্গী কয়জন ?

ক. এক জন		খ. দুই জন
গ. তিনজন		ঘ. চার জন

২. প্রচণ্ড গরমে পানির পিপাসায় কি শুকিয়ে যায় ?

ক. গা শুকিয়ে যায়		খ. মাথা শুকিয়ে যায়-
গ. গলা শুকিয়ে যায়		ঘ. পা শুকিয়ে যায়।

৩. পথচারীরা কোথায় আশ্রয় নেয় ?

ক. বনাঞ্চলে		খ. পাহাড়ের ঢালে
গ. মরূদ্যানে		ঘ. কূপের ধারে।

৪. পাখিটির ছট্‌ফট্ দেখে নবীর মনে কী হল ?

ক. রাগ হল		খ. দুঃখ হল
গ. করুণা হল		ঘ. গোস্বা হল।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

মরুভূমিতে বালু আর -----। ------ গরম বালু। ওপরে সূর্যের ------। -------- গরমে------- পিপাসায় -------- শুকিয়ে যায়। নবীও-------- জন্য বসলেন একটি বড় --------- ছায়ায়। নবী শুনলেন একটা পাখির------। ----- কান্না। ডানে বাঁয়ে ------ করে উড়ছে। ------ নামছে, কখনও ------- বসছে। মনে হয় কি যেন -------।

www.nagorikpathagar.org

গ. **ডান পাশের অংশের সাথে বামপাশের অংশের মিল করন।**

প্রচন্ড গরমে পানির পিপাসায়	ভালো করে খাওয়াবো।
মরুদ্যান থেকে সঙ্গীটি ফিরে আসার কিছুক্ষণ	ঠিক সে অবস্থা।
ঝোপ-ঝাড়ে কাঠ বিড়ালী, বেশী	মায়ের মত ছট্ফট্ করবে ?
চোরধরা পড়লে যে অবস্থা হয়-	পরনবী শুনলেন একটা পাখির আর্ত-চিৎকার।
পাখির বাচ্চাটি আমি পালবো।	বড় বড় পাখি খাবার খুঁজে বেড়ায়।
এ বাচ্চাটা হারালে তুমি কি পাখির	গলা শুকিয়ে যায়।
বাচ্চা চুরি করে মায়ের বুকখালি করতে নেই,	সে মানুষ হোক কি পাখি হোক।

ঘ. **সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখ ?**

১. গলা শুকিয়ে যায় কেন ?
২. মরূদ্যানে যেমন ?
৩. কারা মরূদ্যানে আশ্রয় নেয় ?
৪. নবী (সাঃ) কী শুনলেন ?
৫. দয়াল নবীর মনে করুনার উদ্রেক হল কেন ?
৬. নবী (সাঃ) কেন খুশি হলেন ?

ঙ. **রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখ ?**

১. মরু ভূমির অবস্থা কেমন তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ
২. বাচ্চা চুরির পর পাখির অবস্থা কেমন তার বর্ণনা দাও।
৩. পাখির অবস্থা দেখে নবীজি কী ভাবলেন ?
৪. চোর ধরা পড়লে কী অবস্থা হয় ?
৫. উদ্ধৃত নীতি বাক্যটি কী তা লেখ?

www.nagorikpathagar.org

৩

নবী ও বৃক্ষলতা

গাছের কি প্রাণ আছে ? গাছ কি কথা বলতে পারে ?

গাছের অবশ্যই প্রাণ আছে। প্রাণ না থাকলে গাছ মরে কিভাবে ?

গাছ কেটে টেবিল-চেয়ার বানানো হয়। যে আকারের চেয়ার বা টেবিল বানানো হয়, সব সময় তা'ই থাকে। চেয়ার কি কখনও আস্তে আস্তে বড় হয়। হয়না। কারণ এগুলোর প্রাণ নেই।

কিন্তু গাছ বড় হয়। গাছের পাতা শুকিয়ে যায়। নতুন পাতা গজায়।

গাছ কি কথা বলতে পারে ? গাছ তাও পারে। গাছের পাতা আল্লাহর জিকির করে। গাছ আল্লাহর ইবাদত করে। আল্লাহ্ গাছের জন্যে যে হুকুম করেছেন, গাছ সে হুকুম মানে।

আল্লাহ্তায়ালা গাছ বানিয়েছেন মানুষের উপকারের জন্যে। শুধু গাছ কেন, আল্লাহ্ সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারের জন্যে। মানুষের জন্যে আল্লাহতায়ালা দুনিয়ায় সব কিছু সৃষ্টি করলেও কোনো কিছুই নিজের ইচ্ছে মতো মানুষ ব্যবহার করতে পারে না।

আল্লাহর সৃষ্টি বস্তু ব্যবহার করতে হলে আল্লাহর হুকুম বা বিধি বিধান অনুযায়ী ব্যবহার করতে হয়। বিনা দরকারে একটা পোকা মারতেও আল্লাহর নিষেধ আছে।

শুধু পোকা কেন ? আমাদের নবী (সাঃ) বিনা দরকারে এক ফোঁটা পানিও অপব্যয় বা নষ্ট করতে মানা করেছেন।

আমাদের দরকারে গাছের ডাল কাটা যায়। দরকার হলে গাছও কাটতে হয়। কিন্তু অকারণে গাছের পাতা ছেঁড়াও আমাদের নবী (সাঃ) পছন্দ করতেন না। এ সম্পর্কে একটি সুন্দর কাহিনী আছে।

নবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে এক সফরে যান। এক জায়গায় গিয়ে তাঁরা তাঁবু গাড়েন। নবী দেখলেন, কিছু লোক একটি গাছের নিচে বসে আছে। আর একটি লোক মনের আনন্দে গাছের পাতা ছিঁড়ছে। এটা দেখে নবী দুঃখ পেলেন।

তিনি লোকটির কাছে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ কেন তুমি অযথা গাছের পাতা ছিঁড়ছো ?

লোকটি বললো ঃ এমনি। গাছের পাতা ছিঁড়লে দোষ কি ?

রাসূল (সাঃ) লোকটির আরো কাছে গেলেন। তার চুল ধরে একটু টান দিলেন।

জিজ্ঞেস করলেন ঃ কেমন লাগলো ?

লোকটি বললো ঃ একটু ব্যথা পেলাম।

রাসূল (সাঃ) বললেনঃ যদি তোমার চুল ছিড়ে যেতো কেমন ব্যথা পেতে ?

লোকটি বললো ঃ আরও বেশী ব্যথা পেতাম।

রাসূল (সাঃ) বললেনঃ গাছের পাতা ছিঁড়লে গাছও এমনি ব্যথা পায়।

www.nagorikpathagar.org

লোকটি বললো ঃ কেন ? গাছ ব্যথা পাবে কেন? গাছের কি প্রাণ আছে ?

রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ কেন থাকবে না ? তুমি কি গাছ মরতে দেখনি ?

লোকটি বললোঃ দেখেছি।

রাসূল (সাঃ) বললেনঃ তাহ'লে তুমিই বল, গাছের জীবন নেই কি ? যার জীবন থাকে, সেই তো মরে। নয় কি ? লোকটি এবার শরম পেলো।

রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ অকারণে গাছের পাতা ছেঁড়া উচিত নয়। অবশ্য প্রয়োজনে তুমি গাছের পাতা ছিঁড়তে পারো। এমনকি গোটা গাছটাই কাটতে পারো।

ভাল কাজের জন্যে একজন মুসলমান গাছের পাতা ছেঁড়া কেন, নিজের জানটাও দিয়ে দিতে পারে, জালিমের সঙ্গে জিহাদ ক'রে শহীদ হতে পারে। জালিমকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু বিনা দরকারে কোন মুমিন গাছের একটি পাতাও ছিঁড়তে পারে না।

অনুশিলনী

ক. **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ**

সঠিক উত্তরের বা পার্শে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. **গাছের প্রাণ আছে বলে-**

ক. গাছ করে না — খ. গাছ মরে

গ. গাছ চলাফেরা করে — ঘ. গাছ চলাফেরা করে না

২. **আল্লাহ তাআলা গাছ বানিয়েছেন কার উপকারের জন্য ?**

ক. মানুষের জন্য — খ. আকাশের জন্য

গ. ফেরেশতার জন্য — ঘ. চাঁদ-সুরুজের জন্য

৩. **আমাদের নবী (সাঃ) অকারণে কী পছন্দ করতেন না ?**

ক. গাছের পাতা ছেঁড়া — খ. গাছ -লাগানো-

গ. গাছের যত্ন নেওয়া — ঘ. গাছ-কাটা

৪. **রাসূল (সাঃ) লোকটির কী ধরে টান দিলেন ?**

ক. কান ধরে — খ. মাথা ধরে

গ. চুল ধরে — ঘ. হাত ধরে।

www.nagorikpathagar.org

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

গাছ কি------- বলতে পারে ? গাছ----- পারে। গাছের পাতা------ করে। গাছ আল্লাহর ----- করে। আল্লাহ গাছের জন্য যে ------- করেছেন------ সে ------- মানে।

গ. ডান পাশের অংশের সাথে বামপাশের অংশের মিল করন।

যে আকারের চেয়ার বা টেবিল বানানো হয়	আমাদের নবী (সাঃ) পছন্দ করতেন না।
বিনা দরকারে একটা পোকা	সেই তো মরে।
আমাদের নবী (সাঃ) বিনা দরকারে এক ফোঁটা	সব সময় তাই থাকে।
একারণে গাছের পাতা ছেঁড়াও	পানিও অপব্যয় বা নষ্ট করতে মানা করেছে ?
যার জীবন থাকে	মারতেও আল্লাহর নিষেধ আছে।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. গাছের কি প্রাণ আছে?
২. গাছে কি কথা বলতে পারে?
৩. রাসূল (সাঃ) লোকটির চুল ধরে টান দিলেন কেন?
৪. লোকটি সরম পেল কেন?
৫. গাছের পাতা ছিঁড়লে দোষ কী, কে বলেছিল?

ঙ. রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. গাছের যে প্রাণ আছে তার বর্ণনা দাও ?
২. গাছ কি করে বর্ণনা দাও ?
৩. আল্লাহ তাআলা মানুষের উপকারের জন্য কী সৃষ্টি করেছেন এবং কিভাবে ব্যবহার করতে হবে ?
৪. আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) বিনা দরকারে কী করতে নিষেধ করেছেন, লেখ।
৫. গাছের পাতা ছেঁড়ার কাহিনীটির বর্ণনা দাও ?
৬. প্রয়োজনে/দরকারে একজন মুমিন কি করতে পারে তার বর্ণনা কর।

www.nagorikpathagar.org

নবী ও ইহুদীর লাশ

আমরা মনে করি, মুসলমান এক জাত। খ্রীস্টানরা অন্য জাত, হিন্দুরা আরেক জাত। কেউ কেউ মনে করি, ভারতীয়রা এক জাত, আমেরিকানরা আরেক জাত, জাপানীরা ভিন্ন জাত। এমন অনেক ধারণা আমাদের আছে।

কুরআন এই জাত সম্পর্কে কি বলে ? কুরআন বলে সব মানুষ একজাত। মুসলমানেরা হলো ভাই ভাই।

কুরআন কেন বলে দুনিয়ার সকল মানুষ এক জাত ? কারণ, সকল মানুষই তো হযরত আদম ও হাওয়ার সন্তান। আরব ও ইহুদিরা হযরত ইব্রাহীমের আওলাদ। হযরত ইব্রাহীমের বড় ছেলের নাম ইসমাইল এবং ছোট ছেলের নাম ইসহাক। আরবরা হলো হযরত ইসমাইলের বংশধর। আর ইহুদিরা হযরত ইসহাকের বংশধর। কিন্তু ইহুদিরা লাখ লাখ আরবকে একান্ত অন্যায়ভাবে ঘরছাড়া করেছে। তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে।

কেউ জমি বিক্রি করে দিলে সে জমিতে স্বত্ত্ব থাকেনা। বহুকাল পরে এসে সে জমি দখল করতে পারে না। দুনিয়ার সকল জমি আল্লাহর। ইহুদিরা হাজার হাজার বছর আগে জেরুজালেম ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যায়। আরবরা সে জমিতে বাস করে সেগুলো আবাদ করতে থাকে। এখন ইহুদিরা এসে সে জমি গায়ের জোরে দখল করতে চায়। তারা আমেরিকার দেয়া টাকা ও অস্ত্রে আরবদেরকে ভিটে-মাটি ছাড়া করছে।

ইহুদিরা যে এখন কেবল মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা করছে, তা নয়। আমাদের নবীর সময়ও তারা মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করতো। জার্মানীর একজন ইহুদি দার্শনিক কার্ল মার্কস তো আল্লাহকেই অবিশ্বাস করে। বহু দেশে তাঁর ভক্ত আছে। আমাদের দেশেও আছে। বহু ইহুদি ছিলো মুনাফিক। মুনাফিকরা কাফিরদের চেয়েও খারাপ। তারা নবীর যোগাযোগ রাখতো এবং বিপদের সময় ইসলামের দুশমনদের সাথে যোগ দিয়ে মুসলমানদের ক্ষতি করতো।

আমাদের রাসূল (সাঃ) সব সময়ই ইহুদিদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছেন। তাদেরকে সম্মান দেখিয়েছেন।

একদিন এক ইহুদির লাশ নিয়ে লোকজন মদীনার মসজিদের সামনে দিয়ে কবরস্থানে যাচ্ছিলো। আমাদের নবী (সাঃ) তা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লাশের প্রতি সম্মান দেখালেন।

একজন সাহাবী বললেন ঃ হে রাসূলুল্লাহ্ ! এ তো ইহুদির লাশ। তারা তো সব সময় আমাদের সঙ্গে দুশমনি করে।

আমাদের নবী (সাঃ) বললেন ঃ ইহুদি হলে কি হবে ; মানুষ তো। মরার সাথে সাথেই মানুষের সাথে অন্য মানুষের দুশমনি শেষ হয়ে যায়। তখন এক মানুষ অন্য মানুষের প্রতি সম্মান দেখাতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

অনুশিলনী

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের বা পার্শে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. কুরআন বলে সব মানুষ কয় জাত ?

ক. বহুজাত খ. এক জাত

গ. দুইজাত ঘ. চারজাত

২. আরব ও ইহুদিরা কার আওলাদ ?

ক. হযরত ইসমাইলের আওলাদ খ. হযরত ইসহাকের আওলাদ

গ. হযরত ইব্রাহীমের আওলাদ ঘ. হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আওলাদ।

৩. দুনিয়ার সকল জমি কার ?

ক. আদম ও হাওয়ার খ. নূহ (আঃ) -এর

গ. আল্লাহর ঘ. ইব্রাহীম (আঃ) -এর

৪. হযরত ইসহাকের বংশধর কারা ?

ক. মুসলমানরা খ. খৃস্টানরা

গ. ইহুদিরা ঘ. আরবরা

৫. মুনাফিকরা কাফিরদের চেয়েও কি ?

ক. ভালো খ. মন্দ

গ. খারাপ ঘ. অসভ্য

৬. ইহুদিদের সাথে কে ভালো ব্যবহার করেছেন?

ক. ইসমাইল (আঃ) খ. ইসহাক (আঃ)

গ. ইব্রাহীম (আঃ) ঘ. মুহাম্মদ (সাঃ)

৭. কখন মানুষের সাথে মানুষের দুশমনি শেষ হয়ে যায় ?

ক. মরার সাথে সাথেই খ. জীবন শুরুর সাথে সাথেই

গ. ব্যবসার সাথে সাথেই ঘ. বেঁচে থাকবার সাথে সাথেই

৮. মরার সাথে সাথেই মানুষের সাথে অন্য মানুষের দুশমনি শেষ হয়ে যায়- উক্তিটি কার?

ক. কার্ল মার্কস-এর খ. ইব্রাহীম (আঃ) -এর

গ. মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ঘ. শেখ মুজিবুর রহমানের

www.nagorikpathagar.org

৯. **কখন এক মানুষ অন্য মানুষের প্রতি সম্মান দেখাতে হয় ?**

ক. জীবদ্দশায় খ. মরার পরে

গ. চাকরিকালে ঘ. মরণকালে

খ. **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

আমাদের রাসূল (সাঃ) সব সময়ই ----- সঙ্গে ভালো ---- করেছেন। তাদেরকে ----- দেখিয়েছেন। একদিন ------- লাশ নিয়ে লোকজন ------ সামনে দিয়ে ------ যাচ্ছিলো। আমাদের নবী (সাঃ) তা দেখে---- গেলেন এবং ----- প্রতি ------ দেখালেন।

গ. **ডান পাশের অংশের সাথে বামপাশের অংশের মিল করণ।**

সকল মানুষই তো	সে জমিতে স্বত্ত্ব থাকে না।
হযরত ইব্রাহীমের বড় ছেলের নাম ইসমাইল	আরবদেরকে ভিটে-মাটি ছাড়া করছে।
কেউ জমি বিক্রি করে দিলে	হযরত আদম ও হাওয়ার সন্তান।
তারা আমেরিকার দেয়া টাকা ও অস্ত্রে	এবং ছোট ছেলের নাম ইসহাক।

ঘ. **সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখ ?**

১. জাত সম্পর্কে আমাদের ধারণা কী ?
২. ইহুদিরা অন্যায়ভাবে কী করছে ?
৩. আমাদের দেশে কার ভাব আছে ?
৪. ইয়াহুদিরা কী করত ?

ঙ. **রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখ ?**

১. মানুষের জাত কতটি এবং কেন ?
২. আরব ও ইয়াহুদিরা কার আওলাদ ? বর্ণনা দাও।
৩. জমি কার ? ইহুদিরা কবে, কোথাও গিয়েছিল ?
৪. ইহুদিরা কী করছে তার বর্ণনা দাও।
৫. মুনাফিকরা কী ? তাদের আচরণ সম্পর্কে লেখ।
৬. ইহুদি সম্পর্কে নবী (সাঃ) এর উক্তির বর্ণনা দাও।

www.nagorikpathagar.org

৫

নবী ও মানুষের মুখ

ইসলাম শান্তির ধর্ম। আমাদের নবী (সাঃ) সব সময় মানুষের ভাল চাইতেন। শুধু মুসলিমের নয়; সকল মানুষের ভাল।

তাঁর সাথে দুশমনেরা কত জুলুম করেছে। তাঁকে দৈহিক নির্যাতন করেছে। পাথর মেরেছে। দাঁত ভেঙে দিয়েছে। তিনি কিন্তু কাউকে কোনদিন এ জন্যে অভিশাপ দেননি। এতটুকু কটু কথাও বলেননি।

তিনি মুনাজাতে হাত তুলতেন। দীর্ঘ সময় তিনি মুনাজাত করতেন। খারাপ লোকেরা টিটকারি দিতো।

বলতোঃ আল্লাহ্‌র কাছে চাইলে আল্লাহ্ তোমার হাতে কিছুই দেবেনা। আমরা দেবো।

এ বলে মুনাজাতে তোলা হাতে উটের শুক্‌না পায়খানা, ময়লা-আবর্জনা ভরে দিতো। তিনি কোনো প্রতিবাদ পর্যন্ত করতেন না। দু'হাত একত্র করে মুনাজাত করলে তারা নোংরা জিনিস দিয়ে তাঁর হাত ভরে দিতো। তাই রাসূল (সাঃ) মুনাজাতের সময় দু'হাতের মাঝখানে ফাঁক রেখে মুনাজাত শুরু করতেন।

রাসূল (সাঃ) এতো অত্যাচার-বিদ্রুপ সহ্য করেছেন। কিন্তু এ সব সহ্য করলেই কি খারাপ লোকেরা খারাপ কাজ বন্ধ রাখে ? না, তা করে না।

জালিমের জুলুম-বিদ্রুপ সহ্য করলে জুলুম বন্ধ হয়না। রাসূল (সাঃ) অনেক সহ্য যেমন করেছেন ঠিক তেমনি প্রতিবাদ প্রতিরোধ করে আমাদের জন্যে অনুসরণীয় আদর্শ শিক্ষাও রেখে গেছেন। জালিমকে যেমন ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে হয় তেমনি আবার বাধাও দিতে হয়। জালিমের বিরুদ্ধে জিহাদও করতে হয়।

মুযাহিদ না হলে সত্যিকার মুসলমান হওয়া যায় না। আত্মরক্ষার জন্যে সাথে অস্ত্র রাখা সুন্নত। রাসূল সাথে অস্ত্র রাখতেন। অন্যকে আঘাত করার জন্যে নয়; কেউ আঘাত করতে এলে তাকে বাঁধা দেয়া বা আত্মরক্ষার জন্যে।

পুলিশেরা রিভলভার রাখে। এ রিভলভার দিয়ে কি তারা যাকে-তাকে গুলী করে? পুলিশের হাতে রিভলভার-রাইফেল থাকে বলেই সমাজে বা রাষ্ট্রে শান্তি থাকে। যদি পুলিশ না থাকতো বা তাদের হাতে অস্ত্র না থাকতো, খারাপ লোকের উৎপাত খুব বেড়ে যেতো। ভালো লোক রাস্তায় বের হতে পারতো না। এমনকি ঘরেও শান্তিতে থাকতে পারতো না।

আজকাল নামাজী মুসল্লিরা মুযাহিদ হয়না। তারা জালিমকে ভয় করে। মজলুমের পক্ষ হয়ে এগিয়ে আসে না। ভাবে, ঝামেলায় গিয়ে কি লাভ। এটা কিন্তু নবীর শিক্ষা বা ইসলামের নীতি নয়।

রাসূল (সাঃ) শিক্ষা দিয়েছেন, বিনা কারণে একটি ছোট্ট পিঁপড়াও মারা গুনাহ। শুধু কীটপতঙ্গ কেন, বিনা কারণে এক ফোঁটা পানি নষ্ট করাও অন্যায়।

প্রয়োজনে ভালো কাজে জান দিতে হয়। কিন্তু জান দেয়ার সময় বাড়াবাড়ি করতে ইসলামে নিষেধ রয়েছে। বে-রহম লোককে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

আরবরা রাসূলের সময় বড় নিষ্ঠুর ছিলো। মানুষ মরে গেলেও তারা মরা মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করতো। মরা লাশের উপর অত্যাচার করতো।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের রাসূলের চাচা হযরত হামযা (রাঃ) অহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। সে যুদ্ধে কোরেশদের নেতা ছিলো আবু সুফিয়ান। তার স্ত্রীর নাম ছিলো হিন্দা। হিন্দা হযরত হামযার লাশের বুক চিরে তাঁর কলিজা বের করে নেয়। তারপর সে কাঁচা কলিজা চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। এত নিষ্ঠুর ছিলো তখনকার আরব দেশের কাফিরগণ।

আরবদের মধ্যে আর একটা নিয়ম ছিলো। যুদ্ধের পর মরা লাশগুলোর চেহারা তারা নষ্ট করে দিতো। কোন মুসলমান যুদ্ধে শহীদ হলে কাফিররা মরা লাশের নাক কেটে দিতো। কান কেটে দিতো। এগুলো দিয়ে মালা বানিয়ে গলায় পরতো। তারা লাশের চোখ তুলে নিতো। ঠোঁট কেটে চেহারাটা বিশ্রী করে ফেলতো।

মুসলমানদের কেউ কেউ বললো ঃ "তারা যখন আমাদের কেউ শহীদ হলে তাদের লাশের অপমান করে, আমরাও তাই করবো।"

এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ) খুব দুঃখ পেলেন। তিনি তাদেরকে বোঝালেন, মানুষের মুখ হলো পবিত্র। সে মানুষ মুসলমান হোক বা কাফির হোক। কোন মানুষের মুখ বিকৃত করা গুনাহ্। মরা লাশের উপর নিষ্ঠুরতা মস্ত বড় পাপ।

অনুশিলনী

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের বা পার্শে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. ইসলাম কীসের ধর্ম ?-

ক. সরকারী ধর্ম খ. বেসরকারী ধর্ম
গ. অশান্তির ধর্ম ঘ. শান্তির ধর্ম।

২. মুনাজাতের সময় রাসূল (সাঃ) দু'হাতের মাঝখানে কি রাখতেন ?

ক. ফাঁকা রাখতেন খ. বন্ধ রাখতেন
গ. অল্প ফাঁকা রাখতেন ঘ. কিছুই রাখতেন না।

৩. আত্ম রক্ষার জন্য সাথে অস্ত্র রাখা কি ?

ক. সুন্নত খ. ফরজ
গ. নফল ঘ. ওয়াজিব

৪. কারা জালিমকে ভয় করে ?

ক. কাফেররা খ. মুশরিকরা
গ. মুনাফিকরা ঘ. মুসল্লিরা।

৫. সত্যিকার মুসলমান হওয়া যায় না কি না হলে ?

ক. ইমানদার না হলে খ. নামাজী না হলে
গ. মুযাহিদ না হলে ঘ. হাজি না হলে।

৬. কোন ধরনের লোককে আল্লাহ পছন্দ করেন না ?

ক. জালিম লোককে খ. অত্যাচারী লোককে।
গ. বে-রহম লোককে ঘ. রোজাদার লোককে।

www.nagorikpathagar.org

৭. হামযা (রাঃ) কোন যুদ্ধে শহীদ হোন ?

ক. বদর যুদ্ধে   খ. হুনায়েনের যুদ্ধে

গ. ওহুদ যুদ্ধে   ঘ. সিফ্ফিনের যুদ্ধে।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

দু'হাত একত্র ----- করলে তারা ---- --- দিয়ে তাঁর ---- দিতো। তাই রাসূল (সাঃ) ----- সময় দু'হাতের ----- মুনাজাত শুরু করতেন। জালিমের ----- সহ্য করলে ---- বন্ধ হয় না। রাসূল (সাঃ) অনেক সহ্য যেমন ---- ঠিক তেমনি ------- করে আমাদের জন্যে অনুকরণীয় ----রেখে গেছেন। ----যেমন ----- দৃষ্টিতে দেখতে হয়----- আবার ------হয়। জালিমের বিরুদ্ধে ---- করতে হয়।

গ. ডান পাশের অংশের সাথে বামপাশের অংশের মিল করণ।

জালিমের জুলুম বিদ্রুপ সহ্য করলে	বলেই সমাজে বা রাষ্ট্রেশান্তি থাকে।
কোন মুসলমান যুদ্ধে শহীদ হলে কাফিররা	ঠোঁট কেটে চেহারাটা বিশ্রী করে ফেলতো।
কেউ আঘাত করতে এলে তাকে	একটি ছোট্ট পিঁপড়া ও মারা গুনাহ।
পুলিশের হাতে রিভলভার-রাইফেল থাকে	জুলুম বন্ধ হয় না।
রাসূল (সাঃ) শিক্ষা দিয়েছেন বিনা কারণে	বাধা দেয়া বা আত্মরক্ষার জন্যে।
তারা লাশের চোখ তুলে নিতো	মরা লাশের নাক কেটে দিতো।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখ।

১. ইসলাম কীসের ধর্ম ? রাসূল (সাঃ) কী চাইতেন?
২. সমাজে বা রাষ্ট্রে শান্তি থাকে কেন?
৩. নামাযী মুসল্লিরা কেন মুজাহিদ নয়?
৪. নবীর শিক্ষা কী নয়?
৫. রাসূল (সাঃ) কী শিক্ষা দিয়েছেন?
৬. কীসের জন্য বাড়াবাড়ি করা ইসলামে নিষেধ রয়েছে?
৭. হিন্দা কী করেছিল?

ঙ. রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখ।

১. রাসুল (সাঃ)-এর সাথে দুশমনেরা কী করত বর্ণনা কর।
২. মুনা জাতে রাসূল (সাঃ) কেন দু'হাতের মাঝে ফাক রাখতেন বর্ণনা কর।
৩. রাসূল (সাঃ) কী সহ্য করেছেন ? তাঁর প্রতিবাদ প্রতিরোধ সম্পর্কে যা জান লিখ।
৪. সত্যিকার মুসলমান হওয়া যায় না কেন ? আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র রাখা সুন্নত কেন বর্ণনা কর।
৫. আজকাল নামাযী মুসল্লিদের মুজাহিদ না হওয়ার কারণ কী এবং কেন লেখ।
৬. আরবরা যেমন ছিল ? তারা কী করত বর্ণনা দাও।

www.nagorikpathagar.org

নবী ও কাঁটাবুড়ী

সবার আগে ঘুম থেকে ওঠেন নবী মুহাম্মদ (সাঃ)। তখনও অন্ধকার। মোরগ ডাকে না, কাক-পক্ষীও ডাকে না। শেষ রাতেই তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারার মেলা দেখেন। যিনি এ সব বানিয়েছেন তাঁর কথা ভাবেন।

হাত-মুখ ধুয়ে তিনি বের হয়ে পড়েন। কা'বা ঘরের দিকে অগ্রসর হন। সবার আগে তিনি পবিত্র কা'বা তওয়াফ করেন। তাঁর জীবন যেন ভালো কাজের চারদিকে ঘোরে, এই ওয়াদা করেন।

ঘর থেকে বের হয়ে কিছু দূর যেতেই তিনি পায়ে ব্যথা পান। মক্কার বিষাক্ত কাঁটা। পায়ে কাঁটা ফোটার ব্যথা। যেদিন পথে কাঁটা বেশী ছড়ান থাকে, সেদিন কা'বায় যেতে বেশ দেরী হয়ে যায়। কারণ, পথের কাঁটাগুলো না সরালে সকালবেলা যে সব বাচ্চারা পথে দৌড়াদোড়ি করে, তারা ব্যথা পাবে।

তিনি আবছা আলোতে আস্তে আস্তে পথ চলেন। এক পথে কয়েকবার চলেন। পায়ের আন্দাজে কাঁটা খোঁজেন। কখনো কখনো সুবেহ সাদেকের আবছা আলোতে বসে বসে হাত দিয়ে কাঁটা খোঁজেন। রাস্তার সকল কাঁটা দূর করতে পেরেছেন, এরূপ নিশ্চিত হলে তারপর তিনি কা'বায় যান। তাঁর ইচ্ছে তিনি ব্যথা পান, কিন্তু অন্য কেউ যেন তাঁর জন্যে ছড়ানো কাঁটায় ব্যথা না পায়।

রাসূল (সাঃ) ছিলেন এমন ভাল লোক। কিন্তু এমন ভাল লোকের পথে কে কাঁটা ছড়ায় ? কে তাঁকে এমন কষ্ট দিতে চায় ? দুনিয়াতে এমন বহু লোক আছে, যারা অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়।

তোমরাও যেমন কেউ হঠাৎ আছাড় খেলে সেসে ওঠো। অবশ্য পড়ে গেলে এবং ব্যথা পেলে তখন আবার তাকে উঠাতে যাও। তাকে সান্ত্বনা দাও। তার কাপড় ঝেড়ে দাও। হাত থেকে পড়ে যাওয়া বইগুলো তুলে দাও। তোমরা যে সোনার টুকরো ছেলে-মেয়ে।

দুষ্ট লোকেরা ভালো লোকের ক্ষতি করে খুশি হয়। তাদের নিজেদের স্বার্থ হাসিল না হলেও। মানুষ সব জীব-জানোয়ার হতে শ্রেষ্ঠ। আবার কতগুলো মানুষ এমন হয়ে যায় যে, তারা কুকুর, বিড়াল, শুয়োর, সাপ হতেও খারাপ এবং নীচ হয়ে পড়ে। অন্যের ক্ষতি করতে তাদের ভালো লাগে। এদের উদ্দেশ্যেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেছেন "পৃথিবীতে এমন কতক মানুষ আছে এরা পশুর মতো, না না এর চেয়ে অধম।

মক্কায় এমন এক বদ লোক ছিল। এক দুষ্ট কুটনি বুড়ি। সে বিকাল বেলা বিষাক্ত কাঁটা তুলতো। তার ঘুম হতো কম। সব লোক ঘুমিয়ে পড়লে সে কাঁটা গুলো কোচায় ভরে বের হতো। যে পথে মুহাম্মাদ (সাঃ) কা'বায় যান, সে পথে কাঁটাগুলো ছড়িয়ে দিতো।

কে যে তাঁর পথে কাঁটা ছড়ায় নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) তা জানতেন। কিন্তু কোনদিন বুড়িকে একটা কথাও বলতেন না ঃ কেন তুমি আমার পথে কাঁটা ছড়াও। আমাকে কষ্ট দিয়ে তোমার কি আনন্দ- একথা তিনি জিজ্ঞেসও করতেন না।

একদিন নবী (সাঃ) দেখলেন পথ পরিষ্কার একটি কাঁটাও তাঁর পায়ে লাগছে না। তিনি কোন ব্যথাই পাচ্ছেন না। সারাটি পথে একটিও কাঁটা নেই। কি আশ্চর্য ! এটা কি করে সম্ভব !

www.nagorikpathagar.org

কুটনি বুড়ির আজ কি হলো। কেন সে আজ কাঁটা ছড়াতে আসতে পারলো না? নবী ভাবছেন আর হাঁটছেন। বুড়ি কি অসুস্থ ? তাকে তো দেখার কেউ নেই। না জানি সে কতো কষ্ট পাচ্ছে। এসব ভাবতে ভাবতে নবী গিয়ে পৌঁছলেন তার বাড়িতে।

সত্যি সত্যিই বুড়ি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাই দিনের বেলা বিষাক্ত কাঁটা সংগ্রহ করতে পারেনি, পারেনি নবীর পথে ছড়াতে।

বুড়ির কষ্ট দেখে নবীর দরদী মন কেঁদে উঠলো। দুঃখী জনের দুঃখ দূর করাই তো তাঁর জীবনের সাধনা। বুড়ির দুঃখ দেখে তিনি তার খেদমতে লেগে গেলেন। তিনি ভুলে গেলেন পায়ে বিষাক্ত কাঁটার ব্যথা। নবীর সেবায় বুড়ি সুস্থ হয়ে উঠলো।

কুটনি বুড়ির নাম ছিল উম্মু জামিল। আবু সুফিয়ানের আপন বোন। তার স্বামীর নাম আবু লাহাব। আবু লাহাবের আসল নাম আবদুল উযযা ইবনে মুতালিব।

অনুশিলনী

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের বা পার্শে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. সবার আগে ঘুম থেকে কে ওঠেন ?

ক. ইব্রাহিম (আঃ)　　খ. মুসা (আঃ)
গ. মুহাম্মাদ (সাঃ)　　ঘ. ঈসা (আঃ)।

২. সবার আগে কে ঘর তওয়াফ করেন ?

ক. আবু জাহেল　　খ. আবু লাহাব
গ. মুহাম্মাদ (সাঃ)　　ঘ. ইব্রাহিম (আঃ)।

৩. পথে কাঁটা দিত কেন ?

ক. ব্যথা দেওয়ার জন্য　　খ. কাবা ঘরে যেতে না দেওয়ার জন্য
গ. শত্রুতা করার জন্য　　ঘ. মারার জন্য।

৪. রাসূল (সাঃ) পথের কাঁটা সরাতেন কেন?

ক. পথ পরিষ্কার করার জন্য　　খ. তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য
গ. বাচ্চাদের ব্যথা না পাওয়ার জন্য　　ঘ. কোনটাই না।

৫. ভালো লোকের ক্ষতি করে কারা ?

ক. ভালো লোকেরা　　খ. দুষ্ট লোকেরা
গ. আপন লোকেরা　　ঘ. মন্দ লোকেরা।

৬. পৃথিবীতে এমন কতক মানুষ আছে এরা পশুর মতো, না এর চেয়ে অধম ? কার কথা ?

ক. মানুষের কথা　　খ. কুরআনের কথা
গ. হাদিসের কথা-　　ঘ. নবীদের কথা।

www.nagorikpathagar.org

৭. **কার সেবায় কুড়ি সুস্থ হয়ে উঠলো ?**

ক. নবীর সেবায় | খ. কবির সেবায়

গ. মায়ের সেবায় | ঘ. বাবার সেবায়

৮. **কাঁটা বুড়ির নাম কি?**

ক. উম্মু জামিল | খ. উম্মু কামিল

গ. উম্মু শামিম | ঘ. উম্মু হামিম।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ঘর থেকে---- কিছু দূর যেতেই তিনি ----- ব্যথা পান। মক্কার ---- কাঁটা। ---- কাটা ফোটার----- । সেদিন পথে ---- বেশী ---- থাকে, সেদিন--- যেতে বেশ------ হয়ে যায়। কারণ----- কাঁটাগুলো---- সকাল বেলা যেসব ------ পথে----- করে তারা ------ পাবে।

গ. ডান পাশের অংশের সাথে বামপাশের অংশের মিল করন।

তখনও অন্ধকার। মোরগ ডাকে না,	কাঁটায় ব্যথা না পায়।
যেদিন পথে কাঁটা বেশী ছড়ান থাকে	কাঁটা খোঁজেন।
পায়ের আন্দাজে	কাক-পক্ষীও ডাকে না।
অন্য কেউ যেন তাঁর জন্যে ছড়ানো	ক্ষতি করে খুশি হয়।
দুষ্ট লোকেরা ভালো লোকের	সে দিন কা-বায় যেতে বেশ দেরী হয়ে যায়।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. মুহাম্মাদ (সাঃ) ঘুম থেকে কখন ওঠেন ?
২. হাত-মুখ ধুয়ে তিনি বের হয়ে পড়েন কেন ?
৩. কা'বায় যেতে দেরী হয় কেন ?
৪. রাসূল (সাঃ) -এর পথে কে কাঁটা ছড়াতো ?
৫. অন্যের ক্ষতি করতে কাদের ভালো লাগে ?
৬. কুটনি বুড়ি কখন পথে কাঁটা ছড়াতেন ?
৭. পথ পরিষ্কার দেখে রাসূল (সাঃ) কি ভাবলেন ?
৮. কুটনি বুড়ি কেন কাঁটা ছড়াতে পারলো না ?
৯. বুড়ি সুস্থ হয়ে উঠলো কীভাবে ?

ঙ. রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. মুহাম্মাদ (সাঃ) কেন সবার আগে ঘুম থেকে উঠতেন, বর্ণনা কর।
২. আবছা আলোতে আস্তে আস্তে পথ চলেন কে এবং কেন, লেখ।
৩. কুরআনে কতক মানুষকে পশুর মত বা তার চেয়েও অধম বলা হয়েছে কেন বর্ণনা দাও।
৪. কুটনি বুড়ি কি করত ? কেন করত বর্ণনা দাও।
৫. নবী (সাঃ) বুড়ির বাড়ী কেন গেলেন লেখ।
৬. নবীর দরদী মন কেঁদে উঠলো কেন এবং তিনি কী করলেন লেখ।
৭. বুড়ির পরিচয় কি বর্ণনা দাও।

www.nagorikpathagar.org

৭

নবী ও সাদা বকরী

ইহুদিরা আগেও মুসলমানদের দুশমনি করতো, আজও করে। তারা মুসলমানদের ভালো দেখতে পারে না। মুসলমানদের জেরুজালেম ও বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের ঘর-বাড়ি তারা দখল করে নিয়েছে, তাদেরকে দেশছাড়া করেছে।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগের নবীদের ইহুদিরা স্বীকার করে। কিন্তু স্বীকার করলে কি হবে, তারা নবীদের মানেনা। আল্লাহর নবীদের বহু ইহুদি বড় কষ্ট দিয়েছে। তাই আল্লাহও তাদের প্রতি বেজার।

মুসলমানরা আল্লাহ্‌কে মানে, আল্লাহর ইবাদত করে। তাই আল্লাহর দেয়া শাস্তি পেয়ে ইহুদিরা মুসলমানদের প্রতি রেগে যায়। বেহুদা মুসলমানদের সাথে দুশমনি করতে থাকে। আর ইহুদি খ্রীষ্টানেরা যে মুসলমানদের চিরকালেরশত্রু পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌পাক সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ঈসাকে ইহুদিরা অনেক কষ্ট দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে দুশমনদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে এবং শূলে চড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র করেছে। আল্লাহ্‌ তাঁর নবীর বিপদ দেখে তাঁকে আসমানে তুলে নেন। ভুল করে দুশমনেরা অবিকল হযরত ঈসার মতো দেখতে একজন লোককে শূলে চড়ায়। তার হাতে-পায়ে পেরেক ঠুকে মেরে ফেলে। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) -এর সাথেও ইহুদিরা অনেক দুশমনি করেছে।

আবু জেহেল আর আবু লাহাব ছিলো আমাদের নবীর জানের দুশমন। তারা প্রকাশ্যে নবীর দুশমনি করতো। সুযোগ পেলে খুন করার হুমকি দিতো। বহু চেষ্টাও তারা করেছে। এরা অবশ্যই ইহুদি ছিল না। তারা ছিল কুরাইশ।

রাসূল (সাঃ) জানতেন, ইহুদিরা সুযোগ পেলে তাঁকে বিপদে ফেলবে। তাই তিনি সাবধান থাকতেন।

ইহুদিরা ভারি বজ্জাত। তারা রসূলের কাছে এসে মিঠা কথা বলতো। বলতো ঃ আমরা আপনার দলে আছি। আপনাকে সব সময় আমরা সাহায্য করবো, আপনি আমাদের বন্ধু। আমরাও তো আল্লাহকে মানি। কাফিররা আল্লাহকে মানে না।

আসলে তারা কাফিরদের কাছে গিয়ে পরামর্শ করতো, কিভাবে নবীকে কষ্ট দেয়া যায়। যারা নবীকে মারতে চাইতো, কষ্ট দিতে চাইতো, তাদেরকে ইহুদিরা বুদ্ধি দিতো। আর দিতো টাকা-পয়সা। টাকা দিয়ে তারা নবীকে মারার জন্যে উৎসাহ যোগাতো।

ইহুদিরা মুখে বলতো ভাল কথা, আর তাদের দিলে ছিলো শয়তানী। তারা সামনে এক রকম কথা বলতো, আর পেছনে গেলে বলতো অন্য রকম কথা। যারা মানুষের সামনে এক রকম, আর পেছনে আরেক রকম কথা বলে তাদেরকে বলা হয় মুনাফিক।

মুনাফিক কিন্তু কাফির থেকেও খারাপ। আবু জাহেল-আবু লাহাবের চেয়েও খারাপ। আল্লাহ্‌ এসব লোকদের একুটও পছন্দ করেন না।

www.nagorikpathagar.org

বহু ইহুদি মুনাফেকি করে বিভিন্ন সময় আমাদের নবীকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করেছে। নবী মানুষকে বেশী বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তিনি ইহুদিদের শয়তানি ধরে ফেলেছিলেন।

ইহুদিরা দেখলো যে তাদের সব শয়তানি ধরা পড়ে গেছে। এখন আর তলে তলে শয়তানি করা যাবেনা। তাই তারা খায়বারে একত্রিত হলো। খায়বার একটা জায়গার নাম। সরাসরি মদীনা আক্রমণ করে তারা আমাদের নবীকে শেষ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করলো। অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করলো। লড়াইয়ের জন্যে তৈরী হলো।

প্রথমে তারা মদীনার কাছে জুল-কারাদ নামক স্থানে লোক পাঠালো। ওরা একজন সাহাবীকে খুন করলো। মুসলমানদের গরু-বাছুর, উট-বক্রী লুট করলো। মুসলমানদের অনেক ক্ষতি করলো।

সরাসরি আক্রমণ তারাই আগে শুরু করলো। নবী তখন ষোলো শ' লোক নিয়ে খায়বারে গেলেন। ইচ্ছা করলে তিনি আরো বেশী লোক নিতে পারতেন। কিন্তু দরকারের বেশী লোক নিয়ে লড়াই করা, কারও ক্ষতি করা তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি তাদেরকে সন্ধি করতে বললেন, তারা রাজী হলো না।

লড়াই হলো তিন দিন। তৃতীয় দিনে সেনাপতি ছিলেন হযরত আলী। তিনি ছিলেন মস্ত বড় বীর। ইহুদিরা পরাজিত হলো।

পরাজিত হলে কি হবে- তারা আগে থেকেই অনেক ষড়যন্ত্র করে রেখেছিলো। লড়াইয়ের জন্যে তৈরী হওয়ার আগেই ইহুদিরা ঠিক করেছিলো, যুদ্ধে জিতলে তারা নবীকে মেরে ফেলবে। আর যদি তারা হেরে যায় তবে বিষ খাইয়ে তাঁকে মারবে।

এজন্যে বজ্জাত ইহুদিরা সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলো।

জয়নাব নামে একজন ইহুদী মেয়েলোক ছিলো। সে ছিলো বড় গরীব। গরীব ও বিধবাদেরকে রাসূল সব সময় খুশী রাখতে চেষ্টা করতেন। এই জয়নাবকে দিয়ে ইহুদিরা রাসূলকে বিষ খাওয়াবে, ঠিক করলো।

জয়নাব লড়াইয়ের অনেক অগেই একটা সাদা বকরী কিনেছিল। এই বকরীকে রোজ খাবারের সাথে অল্প অল্প করে বিষ খাওয়ানো হতো। এত অল্প বিষ যে তাতে বকরী মরতো না। কিন্তু বিষক্রিয়ার ফলে বকরীর গায়ের কিছু কিছু সাদা লোম কালো হয়ে যায়।

অল্প অল্প করে খাওয়াতো বলে বিষটা বকরীর শরীরে সয়ে গেলো। তবে বকরীর সারা গা'টাই আস্তে আস্তে বিষের মতো হয়ে যেতে লাগলো।

বিষ খেয়ে যারা মরে, খেতে সুন্দর হলেও তাদের চেহারা কালো হয়ে যায়।

এ বকরীর গোশত যে খাবে সেই মারা যাবে। কারণ বকরীর সারা গায়েই তো বিষ।

ইহুদিরা ঠিক করে রাখলো এই বকরীর গোশ্তই তারা রাসূলকে খাওয়াবে। রাসূল যুদ্ধ করতে না গেলেও তারা তাঁকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যেতো এবং তাদের ষড়যন্ত্র পুরা করতো।

খায়বারের ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রাসূল (সাঃ) তাদের সাথে আপোষ করলেন। ঠিক হলো, তারা আর মুসলমানদের সাথে দুশমনি করবে না।

সুযোগ বুঝে বিধবা জয়নাব রাসূলকে খাওয়ার দাওয়াত দিলো। গরীব মহিলার দাওয়াত গ্রহণ না করলে তার মনে কষ্ট হবে। সে মনে করবে, গরীব এবং বিধবা বলে রাসূল তার দাওয়াত কবুল করেননি।

www.nagorikpathagar.org

তাই রাসূল কয়েকজন সাহাবী নিয়ে দাওয়াত খেতে গেলেন। তাঁকে রানের গোশতের কাবাব খেতে দেয়া হলো। তিনি বিসমিলাহ্‌ বলে এক টুকরো খেলেন। খেয়েই বুঝতে পারলেন, এ তো বিষ মেশানো গোশ্‌ত।

সাথে সাথে তিনি সাথীদেরকে গোশ্‌ত মুখে নিতে নিষেধ করলেন। বিশর নামক এক সাহাবী এক টুকরো গোশ্‌ত খেয়ে ফেলেছিলেন। তিনি সাথে সাথে মারা গেলেন।

সাহাবীগণ জয়নাবকে ধরে তাঁর সামনে হাজির করলো। জয়নাব দোষ স্বীকার করলো। রাসূল (সাঃ) তাকে কোন শাস্তি না দিয়ে মাফ করে দিলেন। তিনি কাউকেই কোন শাস্তি দিলেন না। জয়নাব তো মৃত্যুদন্ডের জন্যে তৈরি ছিলো। তবু তাকে কোন শাস্তি দেয়া হলো না। সে রাসূলের এই অতুলনীয় মহানুভবতা দেখে মুগ্ধ হলো। পরে জয়নাব মুসলমান হয়ে যায়।

অনুশিলনী

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের বা পার্শে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. মুসলমানদের দুশমনি করতো কে ?

ক. বৌদ্ধরা — খ. জৈনরা
গ. খ্রীষ্টানরা — ঘ. ইহুদিরা।

২. বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে ?

ক. খ্রীস্টানদের — খ. ইহুদিদের
গ. রোমানদের — ঘ. মুসলমানদের।

৩. দুশমনদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে কাকে ?

ক. নূহ (আঃ) কে — খ. ইসা (আঃ) কে
গ. মুসা (আঃ) কে — ঘ. হারুন (আঃ) কে

৪. কাকে শূলে চড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে ?

ক. হারুন (আঃ) কে — খ. আবু জেহেলকে
গ. ইসা (আঃ) কে — ঘ. কার্ল মার্ক্সকে।

৫. আমাদের নবীর জানের দুশমন কে ছিল ?

ক. আবু লাহাব -আবু জেহেল — খ. আবু জাহল-আবু সুফিয়ান
গ. আবু সুফিয়ান- আবু রুশদ — ঘ. আবু লাহাব শেরায়ের

www.nagorikpathagar.org

৬. যারা মানুষের সামনে এক রকম বলে, পিছনে আর এক রকম বলে তাদেরকে কি বলে ?
ক. কাফির বলে
খ. মুনাফিক বলে
গ. মুশরেক বলে
ঘ. সব বলে ?

৭. কারা কাফির থেকেও খারাপ ?
ক. ইহুদি
খ. খ্রিস্টান
গ. মুশরিক
ঘ. মুনাফিক

৮. কিসের জন্য ইহুদিরা খায়বারে একত্রিত হলো ?
ক. রাসুলকে হত্যার জন্য
খ. কাফেরদেরকে হত্যার জন্য
গ. মুসলমানদেরকে হত্যার জন্য
ঘ. খৃস্টানদেরকে হত্যার জন্য।

৯. জুল কারাদ কিসের নাম ?
ক) স্থানের নাম
খ) মানুষের নাম
গ) ফেরেস্তার নাম
ঘ) জিনের নাম।

১০. খায়বারের যুদ্ধে কারা জয়লাভ করে ?
ক) মুসলমানরা
খ) কাফেররা
গ) মুনাফিকরা
ঘ) ইহুদিরা।

১১. খায়বার যুদ্ধে তৃতীয় দিনের সেনাপতি কে ছিলেন ?
ক) আলী (রাঃ)
খ) খালিদ-বিন-ওয়ালিদ (রাঃ)
গ) ওমর (রাঃ)
ঘ) উসামা (রাঃ)

১২. বকরীকে কীভাবে বিষ খাওয়ানো হতো ?
ক) খাবারের সাথে অল্প অল্প করে
খ) পানির সাথে অল্প অল্প করে
গ) সরাসরি ওষুধের মত করে
ঘ) একবারে।

১৩. রাসূল (সাঃ) কে দাওয়াত কে দিল ?
ক) আলী (রাঃ)
খ) ওমর (রাঃ)
গ) ওসমান (রাঃ)
ঘ) জয়নাব।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

মুসলমানরা ----- মানে, আল্লাহর------ করে। আল্লাহ তাঁর নবীর ------ দেখে তাঁকে ----- তুলে নেন। দুশমনেরা অবিকল হযরত ----- মত একজন লোককে ------ চড়ায়। তার ----- পেরেক----- মেরে

www.nagorikpathagar.org

ফেলে। টাকা দিয়ে তারা ----- মারার জন্য ----- যোগাতো। ---- নামে একজন ইহুদী ---- লোক ছিল। সে ছিলো বড়----- । ---- ও ------- রাসূল সব সময়------ রাখতে ---- করতেন। বিষ খেয়ে যারা -----, দেখতে সুন্দর হলেও ----- চেহারা ------ হয়ে যায়।

গ. ডান পাশের অংশের সাথে বামপাশের অংশের মিল করন।

আবু জেহেল আর আবু লাহাব ছিলো	সাদা লোম কালো হয়ে যায়।
কাফিরদের কাছে গিয়ে পরামর্শ করতো	যুদ্ধে জিতলে তারা নবীকে মেরে ফেলবে।
সরাসরি মদীনা আক্রমন করে তারা আমাদের	আমাদের নবীর জানের দুশমন।
আগেই ইহুদীরা ঠিক করেছিলো	তার মনে কষ্ট হবে।
বিষক্রিয়ার ফলে বকরীর গায়ের কিছু কিছু	কিভাবে নবীকে কষ্ট দেয়া যায়।
গরীব মহিলার দাওয়াত গ্রহণ না করলে	নবীকে শেষ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করলো।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. আল্লাহ ইহুদীদের প্রতি বেজার কেন ?
২. মুসলমানদের কোথা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে ?
৩. আমাদের নবীর জানের দুশমন কারা ছিল ?
৪. রাসূলের (সাঃ) কাছে এসে ইহুদীরা কি বলত ?
৫. কাদেরকে মুনাফিক বলা হয় ?
৬. ইহুদীরা কী ষড়যন্ত্র করলো ?
৭. বকরীকে খাবারের সাথে বিষ খাওয়ানো হতো কেন ?
৮. ইহুদীরা কি ঠিক করে রেখেছিলো ?

ঙ. রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. ইহুদীদের প্রতি আল্লাহর বেজার হওয়ার কারণ কি বর্ণনা দাও।
২. কাকে শূলে চড়ানো হয় ? কেন বর্ণনা কর ?
৩. ইহুদী খৃস্টানদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কী বলা হয়েছে ? কেন বলা হয়েছে বর্ণনা কর।
৪. ইহুদীরা কাফিরদের সাথে কী পরামর্শ করত তার বর্ণনা দাও।
৫. ইহুদীরা খায়বারে একত্রিত হলো কেন ? ফলাফল বর্ণনা কর।
৬. জয়নাব কে ? তার ঘটনা বর্ণনা কর।
৭. রাসূল (সাঃ) জয়নাবের দাওয়াত কেন গ্রহণ করলেন আলোচনা কর।
৮. জয়নাবের মুসলমান হওয়ার ঘটনার বর্ণনা দাও।

www.nagorikpathagar.org

নবী ও আরব বেদুঈন

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কাউকে এমন কোনো উপদেশ দিতেন না, যা তিনি নিজে পালন করতেন না। আমার জন্যে এক নিয়ম, অপরের জন্যে অন্য নিয়ম, এটা ইসলামী নীতি নয়।

কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা এমন কথা কেন বলো যা তোমরা পালন করো না। একবার এক ব্যক্তি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়শা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলের চরিত্র কেমন ছিলো।

উম্মুল মু'মিনীন অর্থ মুমিনদের মা। রাসূলের স্ত্রীকে মুসলমানেরা মায়ের মতো ভক্তি করে। হযরত আয়েশা (রাঃ) লোকটিকে প্রশ্ন করেন ঃ 'আপনি আল-কুরআন পড়েন নি ?'

অর্থাৎ আল-কুরআনে যা করতে বলা হয়েছে রাসূল (সাঃ) তা করেছেন। যা করতে নিষেধ করা হয়েছে রাসূল তা করেন নি। কুরআন হলো নীতিতত্ত্ব। আর রাসূলের জীবন হচ্ছে বাস্তব কুরআন।

ইসলাম কবুল করার আগে আরবরা ছিলো খুবই খারাপ। দেখতেও ছিলো দুর্দান্ত। সামান্য কথায় তর্ক-বিতর্ক করতো। আর সাথে সাথেই শুরু হতো মাথা ফাটাফাটি। তাদের সবর-শোকর-সহ্যগুণ বলতে মোটেই ছিলো না।

সামান্য কারণে একজন আর-একজনকে খুন করে ফেলতো। কখনো বা বিনা কারণে। তারা এতো খারাপ ছিল যে, নিজের মেয়েকে পর্যন্ত জিন্দা মাটিতে পুঁতে ফেলতো।

রাসূল মুসলমানদের শিক্ষা দিলেন মেজাজ ঠান্ডা রাখতে- অকারণে রাগ না করতে, ভদ্র-নম্র হতে। মুসলমানদের শান্ত নরম স্বভাব দেখে অনেক কাফির ভুল বুঝলো। তারা ভাবলো, মুসলমানরা বোধ হয় কাফিরদের ভয়ে চুপচাপ থাকে। কোনো মারামারি করে না। মুসলমানদের শান্ত নম্র স্বভাব তাদের দুর্বলতা ছিলো না। ওটা ছিলো তাদের ধর্মীয় অনুশাসন ও ভদ্রতা।

ভয় তারা কাফিরকে করবে কেন? ভয় করবে, তো একমাত্র আল্লাহকে। অন্য মানুষের ভয় করলে সালাতে বারবার 'আল্লাহু আকবর' বলে লাভ কি। 'আল্লাহ আকবর' অর্থ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। মুখে 'আল্লাহ আকবর' বললাম, মনে মনে অন্য মানুষকে ভয় করলাম, এতে তো আল্লাহ্কে অপমান করা হয়।

রাসূলের সাহাবীরা শুধু শুধু কাউকে মারতেন না। তবে শক্তি থাকলে অন্যায়ভাবে মারও খেতেন না। কারণ জুলুম করা যেমন গুনাহ্, জুলুম সহ্য করাও তেমনি গুনাহ্। অন্যায়ভাবে মারাও খারাপ; মার খাওয়াও খারাপ- কারণ তাতে খারাপ লোকটির সাহস বেড়ে যায়।

রাসূলের সাহাবীগণ চলাফেরার সময় তরবারি সাথে রাখতেন। মসজিদে আসার সময় অনেকে তরবারি সাথে নিয়ে আসতেন।

একদিন এক বেদুঈন কাফির বদ মতলব নিয়ে মসজিদে এলো। লোকটা ছিলো খুবই খারাপ ও বদমেজাজী। তার ইচ্ছে হলো মুসলমানদের মসজিদে পেশাব করে যাবে। আর সবার কাছে তা বলে বাহাদুরি দেখাবে। সে ভেবেছিলো, মুসলমানেরা ভয়ে কিছু বলবে না।

www.nagorikpathagar.org

বেদুঈন কাফিরটি মসজিদে ঢুকে সবার সামনে পেশাব করা শুরু করলো। কি বেহায়া বে-শরম! গরু-ছাগল প্রভৃতি জীব-জানোয়ার সবার সামনে পেশাব করতে লজ্জা করে না। তারও তেমনি একটুও লজ্জা হলো না।

মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর। পাক জায়গা। মসজিদ নোংরা করতে দেখে সাহাবীদের মনে আঘাত লাগলো। তাঁরা একসঙ্গে তরবারি নিয়ে তার সামনে দাঁড়ালেন।

অনেকগুলো ঝলসানো ধারালো তরবারি তার দিকে আসতে দেখে কাফিরটির কি অবস্থা হতে পারে একবার ভেবে দেখো। একটার আঘাতেই তো তার মাথাটা গর্দান থেকে খসে যেতে পারে। তার জিহ্‌বা শুকিয়ে গেলো। ভয়ে তার পেশাব বন্ধ হয়ে গেলো।

তরবারীর আঘাতে তার পেশাব শুরু হলে পেশাব আটকিয়ে রাখা কি সোজা ? বেদুঈনটি পেশাব করতে পারলো না দেখে রাসূলের দয়া হলো। তাঁর মতো এতো দয়া কোনো মানুষের হয় না।

রাসূল (সাঃ) সাহাবীদের হাতের ইশারায় শান্ত হতে বললেন। মুখে বললেন, তার প্রয়োজন পুরা করতে দাও।

সাহাবীগণ তলোয়ার নামালেন। লোকটির ভয় কমলো এবং পেশাব করা শেষ করলো।

রাসূল (সাঃ) তাকে ডাকলেন। সে ভয়ে ভয়ে এলো। ভাবলো, এখনই তার জীবন লীলা শেষ হয়ে যাবে। সে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। সে আর কোনদিন ছেলে-মেয়ের মুখ দেখতে পাবে না। রাসূল তাকে কি শাস্তি দিলেন জানো ? এরকম মহৎ শাস্তি একমাত্র রাসুলই দিতে পারেন।

রাসূল কাফির বেদুঈনটিকে বোঝালেন। পেশাব করতে হয় বালুতে। মসজিদের মেঝে পাথর বসান আছে। শক্ত পাথরের উপর পেশাব পড়লে তার ছিটকা এসে পড়ে নিজের গায়ে। তিনি দেখালেন তার পায়ে, জামায় পেশাবের ছিটা পড়ে আছে। পেশাব কি ভালো জিনিস যে, গায়ের জামায় লাগানো যায়।

এরপর তিনি তাকে আর কোন শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিলেন। আর নিজেই মসজিদ ধোয়ার জন্যে পানি আনতে গেলেন।

রাসূলের (সাঃ) এ ব্যবহার বেদুঈনটির মন স্পর্শ করলো। সে ভাবতে লাগলো, এ মানুষটি কতো উদার। অন্য সব মানুষের চেয়ে কতো আলাদা। এমন উদারতা, এমন দয়া, এমন ক্ষমা সে জীবনে কখনো দেখেনি। ভাবতে ভাবতে তার মন নরম হয়ে এলো। সে তাঁর কাছে ইসলাম গ্রহণ করলো।

অনুশিলনী

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের বা পার্শে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কাউকে এমন কোন উপদেশ দিতেন যা তিনি পালন করতেন না -

ক. নিজে পালন করতেন   খ. নিজে পালন করতেন না-

গ. অন্যে পালন করতেন   ঘ. কেউই পালন করতেন না।

www.nagorikpathagar.org

২. অপরের জন্যে অন্য নিয়ম-
ক. ইসলামী নীতি
খ. ইসলামী নীতি নয়-
গ. দেশীয় নীতি
ঘ. বিদেশী নীতি।

৩. "তোমরা এমন কথা কেন বলো যা তোমরা পালন করো না" কে বলেছেন ?
ক. সক্রেটিস
খ. আল্লাহ
গ. ফেরেশতা
ঘ. মানুষ।

৪. উম্মুল মু'মিনীন অর্থ-
ক. মুমিনদের মা
খ. রাসূলদের মা
গ. রাসুলদের স্ত্রী
ঘ. সব গুলোই।

৫. কুরআনে যা নিষেধ করা হয়েছে রাসুল তা কি করেছেন-
ক. নিজে করেছেন
খ. করেন নি
গ. অন্যকে করতে বলেছেন
ঘ. কোনটিই না।

৬. আল্লাহু আকবার অর্থ-
ক. আল্লাহ শ্রেষ্ঠ
খ. আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ
গ. আল্লাহ সব জানেন
ঘ. আল্লাহ মহান

৭. জুলুম সহ্য করা কি ?
ক. ভালো
খ. মন্দ
গ. সওয়াব
ঘ. গুনাহ

৮. বেদুঈন কাফির লোকটির বদ মতলব কি ছিলো ?
ক. মসজিদ নাপাক করা
খ. মসজিদে গোলমাল করা
গ. মসজিদে পেশাব করা
ঘ. মসজিদ নোংরা করা।

৯. লোকটির পেশাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ কী ?
ক) ভয়
খ) দুঃখ
গ) লজ্জা
ঘ) আনন্দ।

১০. রাসূল (সাঃ) পানি আনতে গেলেন কেন ?
ক) লোকটির শরীর ধোয়ার জন্য
খ) মসজিদ ধোয়ার জন্য
গ) কাপড় ধোয়ার জন্য
ঘ) কোনটিই না।

www.nagorikpathagar.org

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

আমার জন্যে এক -----, অপরের জন্যে------- এটা------ নাতি নয়। উম্মুল মু'মিনীন হযরত ------- জিজ্ঞেস করেন-------- কেমন ছিলো। কুরআন হলো------। আর ----- জীবন হচ্ছে ----- কুরআন। অন্য মানুষের ---- করলে ----- বারবার------ বলে লাভ কি। অন্যায়ভাবে ----- খারাপ ---- খাওয়াও -----।

গ. ডান পাশের অংশের সাথে বামপাশের অংশের মিল করন।

রাসূলের স্ত্রীকে মুসলমানেরা	আরবরা ছিলো খুবই খারাপ
ইসলাম কবুল করার আগে	মায়ের মত ভক্তি করে।
বেদুঈন কাফিরটি মসজিদে ঢুকে সবার	তার ছিটকা এসে পড়ে। নিজের গায়ে।
তার জিহ্বা শুকিয়ে গেলো। ভয়ে	সামনে পেশাব করা শুরু করলো।
শক্ত পাথরের ওপর পেশাব পড়লে	তার পেশাব বন্ধ হয়ে গেলো।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. ইসলামী নীতি নয় কোনটি ?
২. আয়শা (রাঃ) কে ছিলেন ?
৩. রাসুল (সাঃ) মুসলমানদেরকে কী শিক্ষা দিলেন ?
৪. বেদুঈন কাফিরের মদমতলব কী ছিলো ?
৫. সাহাবীদের মনে আঘাত লাগার কারণ কী ?
৬. রাসূলের (সাঃ) দয়া হলো কেন ?

ঙ. রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কাউকে কেমন উপদেশ দিতেন না? কেন, বর্ণনা কর।
২. কোনটি ইসলামী নীতি নয় ? কেন, বর্ণনা কর।
৩. কুরআন নীতিতত্ত্ব, রাসূলের জীবন বাস্তব কুরআন-আলোচনা কর।
৪. ইসলাম কবুলের আগে আরবরা কেমন ছিলো? বর্ণনা দাও।
৫. ধর্মীয় অনুশাসন ও ভদ্রতা বলতে কি বুঝ ? লেখ।
৬. আল্লাহকে অপমান করা হয়- কীভাবে ? বর্ননা কর।
৭. বেদুঈন কাফিরের জিহ্বা শুকিয়ে যাওয়ার কারণ কী লেখ।
৮. রাসূল (সাঃ) কাফিরকে কি বোঝালেন ? লেখ।
৯. বেদুঈন কাফিরের ইসলাম গ্রহনের কারণ কী লেখ।

চ. ব্যাখ্যা কর ঃ

ক) "জুলম করা যেমন গুনাহ, জুলুম সহ্য করাও তেমনি গুনাহ্"।

www.nagorikpathagar.org

নবী ও দুষ্ট মেহমান

মানুষ নিজের দোষ কম দেখে। অন্যের দোষ যতটুকু চোখে পড়ে নিজের দোষ ততটুকু পড়ে না। নিজের কষ্ট মানুষ যতটুকু বোঝে, অন্যের কষ্ট তার অর্ধেকও বোঝে না। বোঝার চেষ্টাও করে না।

কামাল শাহেদকে একটা কিল দিলো। কামালের কিলের ব্যথা শাহেদ ঠিকই বুঝবে। শাহেদ কামালকে এরপর একটা ঘুষি লাগালো। কামাল কতটুকু ব্যথা পেলো, শাহেদ তা ঠিক বুঝবে না। এটাই বোধ হয় নিয়ম।

আমাদের রাসূল (সাঃ) ছিলেন আমাদের থেকে আলাদা। নিজের কষ্টের দিকে খেয়াল করতেন না। তাঁর মন থাকতো অন্যের দুঃখ-কষ্টের চিন্তায় বিভোর।

একদিন আমাদের রাসূলের বাড়িতে এলো এক মেহমান। অপরিচিত লোক। রাসূল তাকে চেনেন না। রাসূল বললেন না, আমি আপনাকে চিনি না, কি করে আপনাকে আমার বাড়িতে থাকতে দেই। বরং তিনি মেহমান দেখে খুব খুশী হলেন। তাকে আদর-যত্ন করে খাওয়ালেন। কষ্ট করে ভাল খাবারের ব্যবস্থা করলেন। কারণ, তিনি যে গরীব। গরীব থাকা তিনি পছন্দ করতেন। গরীবদেরকে তিনি ভালোবাসতেন খুব বেশী। যেমন ভালবাসতেন এর উদাহরণ হিসাবে বলা যায়।

তাঁর স্ত্রী বিবি খাদিজা (রাঃ) ছিলেন আরবের সবচেয়ে ধনী মহিলা। রাসূলের সাথে বিয়ে হওয়ার পর তাঁর সব সম্পত্তি তিনি বিলিয়ে দিলেন গরীবদের মধ্যে। এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের প্রিয় নবীজীর জীবনে রয়েছে যা মোটা মোটা বই লিখেও শেষ করা যাবে না। যাক প্রাসঙ্গিক কথা ফিরে যাই।

এই পরোপকারী আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) আগত মেহমানকে আদর যত্নের সাথে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুমাবার ভালো বিছানা করে দিলেন। পরিষ্কার কম্বল, চাদর ও বালিশ দিলেন।

আসলে লোকটি ছিল অত্যন্ত বদ। সে রাসূলকে কষ্ট দেওয়ার জন্য মেহমান সেজে এসেছিল। সকলে ঘুমিয়ে পড়ার পর লোকটি উঠলো। বিছানাপত্রে পায়খানা করলো। কম্বল-বালিশ সব কিছুতে পায়খানা-পেশাব করলো। ইচ্ছা করে দেখে দেখে সব কিছু নষ্ট করলো। তারপর পালালো।

রাসূল সকলের আগে ঘুম থেকে ওঠেন। উঠে দেখলেন, মেহমান নেই। মল-মূত্রে বিছানাপত্র নষ্ট হয়ে আছে। তা দেখে তিনি আফসোস করতে লাগলেন মেহমানের জন্যে। তিনি ভাবলেন যে, তাঁর দেয়া খাবারে মেহমানের পেটে অসুখ করেছে। তার কষ্ট হয়েছে সারারাত। এ জন্যে তিনি অনুশোচনা করেন।

অন্যেরা কিন্তু ঠিকই বুঝেছিলো। পেটে অসুখ হলে হয়তো হঠাৎ করে পায়খানা হয়ে যেতে পারে। তাতে কম্বল, চাদর ময়লা হতে পারে ; কিন্তু বালিশে পায়খানা লাগে কিভাবে ? মুখ দিয়ে বমি হলে হয়তো বালিশে পড়তে পারে। কিন্তু পায়খানা তো বালিশে লাগতে পারে না।

সবাই ভাবলো, লোকটা ছিল বড় বজ্জাত। কিন্তু আমাদের রাসূল (সাঃ) তো তার জন্যে চিন্তা করেই অস্থির। সকাল বেলা তিনি নিজেই বালিশ, বিছানাপত্র হতে পায়খানা ধুয়ে ফেলার উদ্যোগ নিলেন।

www.nagorikpathagar.org

অন্যের পায়খানা হাত দিয়ে ধুয়ে নিতে কি কারও ভালো লাগে কি বিশ্রী গন্ধ। কিন্তু রাসূলের সে দিকে খেয়াল নেই। তিনি শুধু লোকটির কষ্টের কথাই ভাবছেন।

লোকটি কিন্তু তাড়াতাড়ি করে পালাবার সময় তার বর্মটি ফেলে গিয়েছিলো। এটি ছিলো খুবই দামী। বর্ম যুদ্ধের সময় কাজে লাগে। বুকে লাগিয়ে যুদ্ধ করলে গায়ে তীর ঢোকে না, তলোয়ারের আঘাতও লাগে না। বর্মটির লোভ সে ছাড়তে পারলো না। সে খুব ভয়ে ভয়ে আবার রাসূলের বাড়িতে এলো। ভাবলো, লুকিয়ে এসে বর্মটি নিয়ে যাবে।

রাসূল (সাঃ) তখন তার ময়লা নিজ হাতে সাফ করছিলেন। তিনি লোকটিকে দেখে ফেললেন। দৌড়ে কাছে এলেন। তার শরীর কেমন আছে জিজ্ঞেস করলেন। গত রাতে যে খারাপ খাবার খেয়ে তার অসুখ করেছিলো, এ জন্যে দুঃখ করলেন। সে কেন রাসূলকে ডেকে তোলেনি, সে জন্যে অনুযোগ করলেন।

নানাভাবে তিনি তাকে আদর যত্ন করতে লাগলেন। যারা দেখলো, তারা মনে করলো লোকটি বুঝি সত্যিই অসুস্থ। তার কষ্টের জন্যে নবীর অস্থিরতা দেখে বজ্জাত লোকটিও অবাক হলো।

সে ভাবলো, কত ভালো এ মানুষটি। যিনি সব সময় অন্যের দুঃখের কথাই চিন্তা করেন। নিজের কষ্টের কথা একটুও ভাবেন না। এমন মানুষকে কি কষ্ট দিতে হয় ? রাসূল (সাঃ) অন্যদের মত হলে তো তাকে ধরেই মারধর শুরু করতেন। বিছানা-বালিশে পায়খানা-পেশাব করার মজা দেখিয়ে দিতেন।

বর্মটি ভুলে ফেলে গেছে রাসূল (সাঃ) তা মনে করিয়ে দিলেন এবং সেটি এনে তাকে দিলেন।

রাসূলের ব্যবহারে লোকটির মন খুব নরম হয়ে গেলো। তার দোষের কথা ভেবে সে শরম পেলো।

তার দুঃখ হলো, এমন ভালো লোককে সে কষ্ট দিয়েছে। অনুতপ্ত হয়ে সে রাসূলের কাছে দোষ স্বীকার করলো। মাফ চাইলো। রাসূলের মহানুভবতা ও উদারতায় লোকটি মুগ্ধ হলো। তারপর কালেমা পড়ে সে মুসলমান হয়ে গেলো।

অনুশিলনী

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের বা পার্শে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. মানুষ নিজের দোষ কেমন দেখে ?

ক. দেখে — খ. দেখে না

গ. কম দেখে — ঘ. বেশি দেখে।

২. নিজের কষ্টের দিকে খেয়াল করতেন না- ?

ক. আদম (আঃ) — খ. মুসা (আঃ)

গ. কার্ল মার্কাস — ঘ. মুহাম্মাদ (সাঃ)।

www.nagorikpathagar.org

৩. **কে গরীব থাকা পছন্দ করতেন-**
ক. কার্ল হুপার খ. মুসোলিনী
গ. মুহাম্মাদ (সাঃ) ঘ. ইসা (আঃ)

৪. **আরবের সবচেয়ে ধনী মহিলা কে ছিলেন ?**
ক. উম্মে জামিল খ. জুবায়দা
গ. খাদিজা (রাঃ) ঘ. আয়েশা (রাঃ)।

৫. **লোকটি কী ফেলে গিয়েছিলো ?**
ক. কাপড়-চোপড় খ. তরবারি
গ. বর্ম ঘ. ঢাল

৬. **রাসূলের ব্যবহারে লোকটির অবস্থা কী হলো ?**
ক. মন খুব নরম হলো খ. মন খুব শক্ত হলো
গ. মন খুব গরম হলো ঘ. কোনটিই না।

৭. **কলেমা পড়ে লোকটি কী হলো ?**
ক. মুশরিক হলো - খ. কাফির হলো
গ. মুসলমান হলো- ঘ. বন্ধু হলো।

খ. **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**
ক) অন্যের --------যতটুকু ----- পড়ে নিজের ------ ততটুকু পড়ে না।
খ) নিজের ----- দিকে ------- করতেন না। তাঁর মন থাকতো অন্যের ------ চিন্তায়।
গ) তাঁর স্ত্রী ------- ছিলেন ------- সবচেয়ে -------- মহিলা।
ঘ) আসলে লোকটি ছিল --------।
ঙ) বুকে লাগিয়ে -------- করলে গায়ে ------ না ------ আঘাতও লাগে না।
চ) ----- হয়ে যে রাসূলের কাছে--------- করলো। ----- চাইলো।
ছ) রাসূলের ------- ও --------- লোকটি --------- হলো।

গ. **ডান পাশের অংশের সাথে বামপাশের অংশের মিল করন।**

নিজের কষ্ট মানুষ যতটুকু বোঝে	তাকে আদর-যত্ন করে খাওয়ালেন।
একদিন আমাদের রাসূলের	কিন্তু বালিশে পায়খানা লাগে কিভাবে ?
বরং তিনি মেহমান দেখে খুশি হলেন।	অন্যের কষ্ট তার অর্ধেক ও বোঝে না।
রাসূলের সাথে বিয়ে হওয়ার পর তাঁর সব সম্পত্তি	বাড়িতে এলো এক মেহমান।

www.nagorikpathagar.org

কম্বল, চাদর ময়লা হতে পারে ;	মনে করিয়ে দিলেন।
লোকটি কিন্তু তাড়াতাড়ী করে পালাবার	তিনি বিলিয়ে দিলেন গরীবদের মধ্যে
খারাপ খাবার খেয়ে তার অসুখ করেছিলো,	সময় তার বর্মটি ফেলে গিয়েছিলো
বর্মটি ভুলে ফেলে গেছে রাসূল (সাঃ) তা	এ জন্যে দুঃখ করলেন।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. মানুষ কী কম দেখে ?
২. মানুষ কী বোঝার চেষ্টা করে না ?
৩. অন্যের দুঃখ কষ্টের চিন্তায় বিভোর কে থাকতেন ?
৪. প্রিয় নবী (সাঃ) কী ভাবে মেহমানের আদর-যত্ন করলেন ?
৫. সকলে ঘুমিয়ে পড়লে মেহমান কী করলো ?
৬. রাসূল (সাঃ) অনুশোচনা করলেন কেন ?
৭. লোকটি কী ফেলে গেল ?
৮. রাসূল (সাঃ) লোকটিকে দেখে দুঃখ প্রকাশ করলেন কেন ?
৯. লোকটি অবাক হলো কেন ?
১০. রাসূল (সাঃ) কী মনে করিয়ে দিলেন ?

ঙ. রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. রাসূল (সাঃ) মেহমানের সাথে কেমন ব্যবহার করলেন তার বর্ণনা দাও।
২. কে গরীব থাকা পছন্দ করতেন ? কেন ?
৩. খাদীজা কে ? কাদের মধ্যে ধনসম্পত্তি বিলিয়ে দিলেন ?
৪. লোকটি কেমন ছিল ? পালানোর কারণ কি বর্ণনা কর।
৫. রাসূল (সাঃ) এর অস্থিরতা লোকটির অবাক হওয়ার কারণ কী বর্ণনা কর।
৬. লোকটির মুসলমান হওয়ার কারণ কী বর্ণনা কর।

www.nagorikpathagar.org

নবী ও খাদেমের ইজ্জত

আমাদের নবী হযরত মুহম্মাদ (সাঃ)। তিনি ৫৭০ খৃস্টাব্দে আরব দেশে জন্মগ্রহণ করেন। সেকালে আরবরা ছিলো অসভ্য, বর্বর। তাদের টাকা- পয়সা, গায়ের জোর বেশী ছিলো, তারা অনেক খারাপ কাজ করতো। পশুরা যেমন- যা ইচ্ছে তা করে, তারাও তেমনি যা ইচ্ছে তা করতো। কারণ, তাদের ভালমন্দের জ্ঞান ছিলো না।

গরীব মানুষের সাথে ধনীরা খুব খারাপ ব্যবহার করতো। যাদের ধন-দৌলত ও গায়ের জোর বেশী ছিলো, তারা গরীব মানুষকে জোর করে ধরে গরু-ছাগলের মতো বিক্রি করে দিতো। তখন মানুষ বেচা-কেনা হতো। সে সময় মা-বাবাও ছেলেমেয়ের উপর জুলুম করতো। তারা টাকা-পয়সা নিয়ে নিজের ছেলেমেয়ে বিক্রি করে দিতো। অনেকে মেয়ে হলে জ্যান্ত কবর দিতো।

ভালো লোকেরাও তখনকার নিয়মে কাজের জন্যে মানুষ কিনতেন। অবশ্য ভালো লোকেরা তাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতেন। এতো ভাল ব্যবহার করতেন যে, কেনা লোকগুলোকে নিজের বাড়িতে চলে যেতে বললেও তারা যেতো না।

বিবি খাদিজার একজন কেনা চাকর ছিলো। তার নাম ছিলো যায়েদ। বিবি খাদিজার সঙ্গে রাসূলের বিয়ে হয়। বিয়ের পর বিবি খাদিজা বালক যায়েদকে রাসূলের কাজের জন্যে নিয়োগ করেন।

রাসূল নিজের কাজ নিজেই করতেন। তিনি কারও সেবা নেয়া পছন্দ করতেন না। তিনি সারা জীবন মানুষের সেবা করেই কাটিয়েছেন।

যায়েদকে তিনি করে দিলেন- মুক্ত। তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার মা-বাবার কাছে চলে যেতে পারো। যায়েদের বাবা হারিছা খবর পেয়ে তাকে নিতে এলেন। যায়েদ কিন্তু নিজের বাবার সঙ্গে গেলেন না। তিনি রাসূলের কাছে নিজের বাবার চেয়ে বেশী আদর পেয়েছিলেন। এতো আদর ছেড়ে কি কেউ যেতে চায় ?

যায়েদ রসূলের বাড়ীতেই থেকে গেলেন। রাসূল যায়েদকে কিন্তু নিজ আত্মীয়-স্বজনের ইজ্জত দিলেন। বড় হলে নিজের ফুফাত বোন জয়নাবকে বিয়ে দিলেন যায়েদের সঙ্গে। তিনি বলতেন, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই।

এ বিয়েটি কিন্তু টেকেনি। কারণ দু'জনের মেজাজের মধ্যে কোন মিল ছিলো না। বনিবনা না হওয়াতে তাঁদের তালাক হয়ে যায়।

বিবি জয়নাবের দুঃখ ছিলো যে, রাসূল (সাঃ) তার জীবনটাই বরবাদ করে দিলেন। মানুষে মানুষে সাম্য দেখাতে গিয়ে তিনি তাকে এমন লোকের সঙ্গে বিয়ে দিলেন, তাতে তিনি দাম্পত্য জীবনে শান্তি পেলেন না। সবটা দোষ গিয়ে পড়লো রাসূলের উপর।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল কারো দুঃখের কারণ হতে চাইতেন না। জয়নাবের দুঃখ মোচন করতে তাঁকে তিনি বিয়ে করলেন।

যায়েদও আবার বিয়ে করলেন তার দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম উম্মে আয়মান। এ ঘরে হলো এক ছেলে, তাঁর নাম উসামা। তিনিও হযরত যায়েদের মতোই একজন নামকরা সাহাবী ছিলেন। রাসূল উসামাকে খুব আদর করতেন। লোকে দেখতো যে, তিনি উসামাকে হাসান হোসেনের মতোই আদর করতেন। তাই তাঁকে বলা হতো রাসূলের নাতি।

হযরত উসামার বয়স তখন তেরো বছর। রাসূল (সাঃ) তাঁকে করলেন এক যুদ্ধের সেনাপতি। রোমানদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ। কারণ রোমানরা তাঁর পিতা এবং রাসূলের পুত্রসম যায়েদকে হত্যা করেছিলো। এ সৈন্যবাহিনীতে কিন্তু বহু কোরেশ দলপতিকে সাধারণ সৈন্য হিসাবে যোগ দিতে হয়েছিলো। কেউ একথা বলেনি যে, 'উসামা তো একটি চাকরের ছেলে। সে বালক। তার অধীনে থেকে কি করে আমরা যুদ্ধ করবো।'

হযরত আবু জর গিফারী (রাঃ) একটু কড়া মেজাজের সাহাবী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে একদিন হযরত বিলালের (রাঃ) ঝগড়া হলো। তিনি তাঁকে রাগ করে বললেন ঃ 'তুমি তো কালো মায়ের সন্তান।' কথাটা সত্যি। হযরত বিলাল ছিলেন হাবশী। কিন্তু যে বেহুদা সত্য কথায় নির্দোষ মানুষের মনে আঘাত লাগে, তা বলতে নেই।

এ কথায় হযরত বিলাল (রাঃ) কষ্ট পেলেন। তিনি রাসূলের কাছে নালিশ করলেন। রাসূল (সাঃ) হযরত আবু জর গিফারীকে এ কথা জিজ্ঞেস করলেন। আবু জর অপরাধ স্বীকার করলেন। শুনে রাসূল ভীষণ রাগ করলেন। তাঁর রাগ কথায় প্রকাশ হতো না। তাঁর চেহারা লাল হয়ে যেতো। তিনি শুধু হযরত আবু জরকে বললেন ঃ 'তোমার মধ্যে অজ্ঞতার যুগের স্বভাব রয়ে গেছে।'

আবু জর (রাঃ) বুঝতে পারলেন, রাসূল কত বিরক্ত হয়েছেন। আবু জরও এই অন্যায়ের কাফফারা দিয়েছেন সারা জীবন। এরপর যখনই হযরত বিলালের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, তিনি তাঁকে 'হে বিলাল' বলতেন না। তাঁকে 'ইয়া সাইয়েদী' অর্থাৎ 'আমার নেতা' বলে সম্বোধন করতেন।

আমাদের দেশে একজনের বাড়িতে আর একজন কাজ করলে কাজের লোকটি যে অবস্থায় চাকরি শুরু করে, প্রায় সে অবস্থায় থেকে যায়। তার জীবনে উন্নতি তেমন হয় না। সে কখনো বাড়ির মালিকের ছেলের সমান চাকুরি বা সম্মান পায় না। বড় জোর সাহেবের অফিসের বা অন্য অফিসের পিয়ন হতে পারে। এতটুকুই। কিন্তু আমাদের নবীর সুন্নাহ্ কি ছিলো ?

হযরত ইয়াসির, বিলাল, যায়েদ, খাববাব, শুহাইব, সালমান এরা তো তখনকার দিনের ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁরা কি কাজের লোক বা পিয়ন-চাপরাশির মর্যাদায় থেকে গিয়েছেন ? না তা নয়।

রাসূলের (সাঃ) শিক্ষায় তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এতো উন্নত হয়েছিলো যে, একজন কোরেশ আর একজন মুক্ত গোলামের মর্যাদায় কোনো তফাৎ ছিলো না।

www.nagorikpathagar.org

কোনো মুসলমান কি হাবশী আজাদ-গোলাম বলে হযরত বিলালকে খলীফা উমর (রাঃ) হতে কম ইজ্জত করেন ? হযরত আনাস বা যায়েদ কি রাসূলের আত্মীয় সাহাবী তালহা, জুবায়ের বা আবদুর রহমান বিন আউফের চেয়ে ছোট ? না, তা নয়।

দুনিয়ার ইতিহাসে বহু সংস্কারক, অনেক সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবির্ভাব হয়েছে ? কিন্তু আজাদ মানুষ এবং আজাদ গোলামকে একই পর্যায়ে তুলতে এবং তাদের পার্থক্য এমনভাবে বিলীন করে দিতে একমাত্র আমাদের রাসূল (সাঃ) ভিন্ন অন্য কেউ পেরেছেন কিনা, আমাদের জানা নেই।

অনুশিলনী

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের বা পার্শে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ?

ক. ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে — খ. ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে

গ. ৬৭১ খ্রিস্টাব্দে — ঘ. ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে

২. সে কালে আরবরা কেমন ছিলো ?

ক. নম্র-ভদ্র — খ. অসভ্য-বর্বর

গ. ভব্য-সভ্য — ঘ. সুশৃংখল।

৩. গরীব মানুষের সাথে ধনীরা কিরুপ ব্যবহার করত?

ক. খুব ভালো ব্যবহার করত — খ. খুব খারাপ ব্যবহার করত

গ. খুব সুন্দর ব্যবহার করত — ঘ. খবু জঘন্য ব্যবহার করত।

৪. যায়েদকে কে মুক্ত করে ছিলেন ?

ক. খাদিজা (রাঃ) — খ. আবু বকর (রাঃ)

গ. ওমর (রাঃ) — ঘ. রাসূল (সাঃ)

৫. যায়েদের বাবার নাম কি ?

ক. হারিছা — খ. যায়েদা

গ. হরমুজা — ঘ. যায়বা

৬. কারসাথে জয়নাবের বিয়ে হয় ?

ক. যায়েদের সাথে — খ. উসামার সাথে

গ. খালিদের সাথে — ঘ. ওয়ালিদের সাথে

www.nagorikpathagar.org

৭. **উসামার পিতার নাম কি ?**

ক. খালিদ | খ. ওলীদ
গ. সাবিত | ঘ. যায়েদ।

৮. **কত বছর বয়সে উসামা সেনাপতির দায়িত্ব পান ?**

ক. ১৪ | খ. ১৩
গ. ১৫ | ঘ. ১৬

৯. **"তোমার মধ্যে অজ্ঞতার যুগের স্বভাব রয়ে গেছে "- কাকে বললেন ?**

ক. ওমর (রাঃ) কে | খ. আনাছ (রাঃ) কে
গ. আবুজর (রাঃ) কে | ঘ. আব্বাস (রাঃ) কে।

১০. **'ইয়া সাইয়েদী' বলে আবু জর (রাঃ) কাকে সম্বোধন করতেন ?**

ক. বিলাল (রাঃ) কে | খ. রাসূল (সাঃ) কে
গ. ওমর (রাঃ) কে | ঘ. আবুবকর (রাঃ) কে।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১. সে সময়---- ছেলেমেয়ের ওপর ----- করতো। তারা ----নিয়ে--- ছেলেমেয়ে ---- করে দিতো।
২. বিবি খাদিজার ------- কেনা-----------ছিলো। ------ নাম ছিলো--------।
৩. বড় হলে নিজের ------ বোন ---- বিয়ে দিলেন ----- -। তিনি বলতেন ---- মানুষে----- নেই।
৪. তিনি ও------ মতোই একজন নামকরা ------ ছিলেন। ----- উসামাকে খুব --------- করতেন।
৫. তাঁকে ------- অর্থাৎ --------- বলে সম্বোধন করতেন।

গ. ডান পাশের অংশের সাথে বামপাশের অংশের মিল করুন।

১) গরীব মানুষের সাথে ধনীরা	১) খুব ভালো ব্যবহার করতেন।
২) অবশ্য ভালো লোকেরা তাদের সঙ্গে	২) বাবার চেয়ে বেশি আদর পেয়েছিলেন।
৩) তিনি রাসূলের কাছে নিজের	৩) খুব খারাপ ব্যবহার করতো।
৪) বিবি জয়নাবের দুঃখ ছিলো যে,	৪) তাতে তিনি দাম্পত্য জীবনে শান্তি পেলেন না।
৫) তিনি তাকে এমন লোকের সঙ্গে বিয়ে দিলেন	৫) রাসূল (সাঃ) তার জীবনটাই বরবাদ করে ছিলেন।
৬) কারণ রোমানরা তাঁর পিতা এবং রাসূলের	৬) সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবির্ভাব হয়েছে ?
৭) যে বেহুদা সত্য কথায় নির্দোষ মানুষের	৭) পুত্র সম যায়েদকে হত্যা করেছিলো।
৮) দুনিয়ার ইতিহাসে বহু সংস্কারক, অনেক	৮) মনে আঘাত লাগে, তা বলতে নেই!

www.nagorikpathagar.org

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ?
২. কখন মানুষ বেচা-কেনা হতো ?
৩. যায়েদ নিজের বাবার সাথে গেলেন না কেন ?
৪. জয়নাব কে ছিলেন ? কার সাথে তার বিয়ে হয় ?
৫. উসামা কে ছিলেন ?
৬. কত বছর বয়সে উসামা সেনাপতি হোন ?
৭. আবুজর গিফারী (রাঃ) মেজাজ কেমন ছিল ?
৮. আবুজর গিফারীর প্রতি রাসূলের রাগের কারণ কী ?
৯. আবুজর গিফারী অন্যায়ের কাফফারা কীভাবে আদায় করেন ?

ঙ. রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. সেকালে আরবরা কেমন ছিল তার বর্ণনা দাও।
২. মা-বাবা ও ছেলেমেয়ের ওপর জুলুম করতো- ব্যাখ্যা দাও।
৩. জয়নাব-যায়েদের বিয়ে না টেকার কারণ কী ? বর্ণনা কর।
৪. রাসূল (সাঃ) যায়েদ কে কীভাবে ইজ্জত দিয়েছিলেন বর্ননা দাও।
৫. রাসূল (সাঃ) কীভাবে জয়নাবের দুঃখ মোচন করেন তার বর্ণনা দাও।
৬. যায়েদ সম্পর্কে যা জান লেখ-
৭. রোমানদের বিরুদ্ধে উসামার (রাঃ) সেনাপতি করার কারণ কী ? বর্ণনা দাও।
৮. রাসূল (সাঃ)-এর নিকট কে নালিশ করেছিল ? কেন, বর্ননা দাও।
৯. আমাদের দেশে যারা অন্যের বাড়ী কাজ করে তাদের অবস্থার বর্ননা দাও।
১০. কাজের লোক, ক্রীতদাস সম্পর্কে নবীর সুন্নাহ কী বর্ণনা কর।
১১. কোরেশ ও মুক্ত গোলামের মধ্যে কোনো তফাৎ না থাকার কারণ বর্ননা কর।

১১

নবী ও বাড়ীর কাজের লোক

ধনীদের বাড়িতে গরীব লোক কাজ করে। কারো বাড়িতে থাকে কাজের মেয়ে, কাজের ছেলে। কারো বাড়িতে আয়া বা ঝি।

গরীব লোকেরা ধনীদের আগে বেহেশ্‌তে যাবে। তাই ভালো লোকেরা বাড়ির কাজের লোককে সম্মান করে। ছেলেমেয়েকে বলে দেয়, তাদেরকে সম্মান করতে। বুয়া, খালা, ভাই ইত্যাদি বলতে।

দেমাগী লোকেরা কাজের লোককে বলে কাজের বেটি, চাকর-চাকরাণী, গৃহভৃত্য, বয়, সারভেন্ট, মেইড সারভেন্ট ইত্যাদি। যারা এমন করে, তারা পরকালে কষ্ট পাবে।

অনেক বাড়িতে কাজের লোককে ভাল খেতে দেয়া হয় না। নিজেরা খায় ভাল ভাল খানা, আর কাজের লোককে দেয় বাসি পান্তা। তাদেরকে থাকতে দেয়া হয় ছোট্ট কোঠায়। ঐ কোঠাকে বলা হয় 'সারভেন্ট রুম' বা চাকরের কোঠা।

অধিকাংশ বাড়িতে আবার কাজের লোককে কর্তা-গিন্নীর আশে-পাশেও থাকতে দেয়া হয় না। আলাদা ঘরে, গ্যারেজের উপর থাকতে দেয়া হয়।

কাপড়-চোপড় তো কাজের লোকদের খারাপই থাকে। দেখেই চেনা যায়, কে চাকর ছেলে, আর কে বাড়ির মালিকের ছেলে।

এ সবগুলো খুবই খারাপ কাজ, ইসলাম বিরোধী কাজ। কারণ, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, বাড়ির লোকেরা যে যে খাবার খায়, সে-যে কাপড় পরে, কাজের লোককেও সেই সেই খাবার ও সেই সেই কাপড় দিতে হবে।

আজকাল বহু মুসলমান রাসূলের কথা মানে না। আগের দিনের মুসলমানেরা মানতেন। শুধু সাধারণ মুসলমান নয়, যারা দেশের খলীফা ও রাষ্ট্রপ্রধান হতেন তাঁরাও মানতেন।

হযরত উমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন রাষ্ট্র-প্রধান। রাষ্ট্র-প্রধানকে খলীফা বলা হতো। খলীফা হওয়ার পর হযরত আলীর ছিল দু'জন কাজের লোক। পুরুষটির নাম ছিল কাম্বার আর মেয়েটির নাম ছিল উরফা।

হযরত আলী (রাঃ) যে কাপড় পরতেন, কাম্বারকে দিতেন তার থেকে দামী কাপড়, যাতে তার মন ছোট না হয়। উরফা বলেছেন, হযরত আলী খেতেন বাড়ির সবচেয়ে খারাপ খাবার। উরফাও এতো খারাপ খাবার কোনদিন খেতেন না।

হযরত আলী (রাঃ) ইচ্ছা করেই খারাপ খাবার খেতেন। কারণ তিনি বলতেন, দেশের সবচেয়ে গরীব লোক যে খানা খেতে পায় না, তিনি রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে সে খাবার খেতে পারেন না।

খলীফা উমর (রাঃ) একজন উটচালক নিয়ে জেরুজালেম গিয়েছিলেন। সেখানকার লোকেরা প্রথমে তাঁকে চিনতে না পেরে তাঁর সাথের উটওয়ালাকে মনে করলো খলীফা এবং তাঁকে বেশী করে সম্মান

www.nagorikpathagar.org

দেখালো। কারণ, তিনি যখন জেরুজালেম পৌছান, তখন হযরত উমর উটের দড়ি ধরে হাঁটছিলেন আর উট চালকটি ছিলো উটের পিঠে।

হযরত উমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) কেন কাজের লোককে এত সম্মান করতেন ? কারণ, এটা ছিল রাসূলের সুন্নাহ্। কেবল রাসূলের জন্য মিলাদ পড়লে আর সুন্নত নামাজ পড়লে হয় না, তাঁর কথামত কাজও করতে হয়। সাহাবীরা তা করতেন, তাই তাঁদের এত সম্মান। রাসূলের সময় আরব দেশে খান্দানী ঘরের মেয়েদের বহু খান্দানী রেওয়াজ ছিলো। একটা রেওয়াজ ছিলো এই, তারা বাচ্চাকে নিজের দুধ খাওয়াতো না। তাদের অদ্ভূত নিয়ম ছিলো।

আমাদের দেশে অনেক মা নিজের বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ান না। গাভীর দুধ খাওয়ান। গাভীর দুধ খাওয়ানো অপেক্ষা অন্য মহিলার দুধ খাওয়ানা অনেক ভালো ও পুষ্টিকর।

আরবগণ এমন মেয়েলোক খুঁজে বের করতো যাদের প্রায় একই সময়ে বাচ্চা হয়েছে এবং যারা নিজের খাওয়াতো।

আমাদের নবীর জন্ম হয়েছিলো আরবরে সবচেয়ে খান্দানী পরিবারে। জন্মের পর তাঁকে দেয়া হ'লো এক দুধ-মা'র কাছে। তাঁর নাম ছিলো বিবি হালিমা। তিনি ছিলেন এক বেদুঈন গোত্রের গরীব মেয়ে।

রাসূল (সাঃ) এই গরীব মেয়েলোকটির দুধ পান করেছেন। এই গরীব দুধ-মা'কে তিনি 'মা' ডাকতেন। যখন এই গরীব দুধ-মা রাসূলের কাছে আসতেন, তিনি তাঁকে 'আমার মা', 'আমার মা' বলে উঠে দাঁড়াতনে এবং তাঁকে আগ বাড়িয়ে আনতেন। তাঁর বসার জন্যে নিজের গায়ের চাদর বা মাথার পাগড়ী খুলে বিছিয়ে দিতেন।

অথচ বাড়ির গরীব কাঁজের লোকদের সাথে আমরা কত শক্ত কথা বলি। এটা কিন্তু সুন্নাতের বরখেলাপ।

কোন কোন বাড়িতে চাকরকে মারপিট করারও অভ্যেস আছে। বারবার দোষ করলে ছেলেমেয়েকে চড়-থাপ্পর মারার বিধান ইসলামে আছে। কিন্তু, বাড়িতে রাখা অপরের ছেলে-মেয়েকে মারধর করার বিধান ইসলামে নেই।

বাপ-মা ছেড়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করাই তো তাদের জন্যে এক রকমের শাস্তি। এর উপর মার খেলে তাদের মনে দুঃখ কত বেশী হবে।

রাসূলের বাড়িতে একজন বালক সাহাবী কাজ করতেন। তাঁর নাম হযরত আনাস।

আরব দেশে পানির খুব অভাব। দূর-দূরান্ত হতে পানি আনতে হয়। এক সময়কার ঘটনা। রাসূল ও হযরত আনাস দু'জন মিলে পানি আনলেন। গোসল করতে হবে। তাই হযরত আনাস একটি চাদরের দু'কোণা ধরে চাদরটি পিঠের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং রাসূলের জন্যে পর্দা করলেন। রাসূল গোসল করলেন। এরপর রাসূল একইভাবে দাঁড়ালেন এবং হযরত আনাস গোসল করলেন।

তার সঙ্গে রাসূল কিরূপ ব্যবহার করতেন ? এর বর্ণনা পাওয়া যায় হযরত আনাসের কথা থেকে। তিনি বলেছেন, রাসূল তাঁকে কটু কথা বলা তো দূরের কথা, তাঁর সঙ্গে কোন দিন 'কেন' দিয়ে কোন বাক্য উচ্চারণও করেন নি। কখনো বলেন নি- তুমি কেন এ কাজ করলে বা কেন এ কাজ করলে না ?

www.nagorikpathagar.org

অনুশিলনী

ক. **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ**

সঠিক উত্তরের বা পার্শে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. **গরীব লোকেরা ধনীদের আগে কোথায় যাবে ?**

ক. কবরে যাবে | খ. জাহান্নামে যাবে
গ. বেহেশতে যাবে | ঘ. নরকে যাবে।

২. **কারা বাড়ীর কাজের লোককে সম্মান করে ?**

ক. বড় লোকেরা | খ. ভালো-লোকেরা
গ. আধুনিক লোকেরা | ঘ. মন্দ- লোকেরা

৩. **দেমাগের সাথে কাজের বেটি, চাকর-চাকরানী, ভৃত্য বয় বলে তারা কোন সময় কষ্ট পাবে-**

ক. দুনিয়ায় | খ. পরকালে
গ. জাহান্নামে | ঘ. বেহেশতে।

৪. **কোনটি ইসলাম বিরোধী কাজ ?**

ক. নিজে যা খাবে কাজের লোককে তাই দেবে | খ. নিজে যা পরবে কাজের লোককে তাই পরাবে
গ. নিজের যা পছন্দ কাজের লোকের জন্য তাই পছন্দ | ঘ. নিজে যা পরবে কাজের লোককে তা পরাবে না

৫. **রাষ্ট্র প্রধানকে কি বলা হতো ?**

ক. খলীফা | খ. আমীর
গ. সুলতান | ঘ. বাদশাহ

৬. **বহু মুসলমান রাসূলের কথা মানেন কি?**

ক. মানে | খ. মানে না
গ. শোনে | ঘ. শোনে না

৭. **হযরত আলী (রাঃ) খেতেন বাড়ির কোন খাবার ?**

ক. ভালো খাবার | খ. খারাপ খাবার
গ. শাহী খাবার | ঘ. মধ্যম খাবার।

৮. **হযরত আলী (রাঃ) খারাপ খাবার খেতেন কারণ-**

ক. গরীবরা ভালো খাবার খেতেন | খ. সবাই খারাপ খাবার খেতেন
গ. গরীবরা ভালো খাবার খেতে পারতেন না | ঘ. ধনীরা খারাপ খাবার খেতেন।

৯. **জেরুজালেমবাসী হযরত ওমর (রাঃ) কে কেন চিনতে পারলেন না।**

ক. উটের পিঠে ছিলেন বলে | খ. উটের দড়ি ধরে টানছিলেন বলে।
গ. খারাপ পোষাক পরেছিলেন বলে | ঘ. লম্বা পোষাক পরেছিলেন বলে।

www.nagorikpathagar.org

১০. **রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহ ?**
ক. কাজের লোককে সম্মান করা
খ. কাজের লোককে অসম্মান করা
গ. কাজের লোকের সাথে খারাপ ব্যবহার করা
ঘ. কাজের লোকের সাথে রাগারাগি করা।

১১. **বিবিধ হালিমা কোন গোত্রের ছিলেন-**
ক. হাসেমী গোত্রের
খ. কুরাইশ গোত্রের
গ. বেদুঈন গোত্রের
ঘ. খাজরাজ গোত্রের

১২. **রাসূল (সাঃ) কার দুধ পান করেন-**
ক. বিবি হালিমার
খ. বিবি আছিয়ার
গ. বিবি মারিয়মের
ঘ. বিবি সাহারার।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। রাসূল (সাঃ) বলেছেন --- যে যে---, যে যে ---- কাজের -- - খাবার ও সেই সেই -- দিতে হবে।
২। হযরত আলী (রাঃ)---- পরতেন ---- দিতেন তার থেকে -------, যাতে তার -----ছোট না হয়।
৩। তিনি যখন ----- পৌছান, তখন --- উটের ----- হাঁটছিলেন, আর ------ উটের --------।
৪। আমাদের দেশে ------- নিজের বাচ্চাকে ---- খাওয়ান না। গাভীর------ খাওয়ান।
৫। দুধ-মাকে তিনি --- ডাকতেন। যখন এই -- রাসূলের কাছে আসতেন তিনি তাঁকে -- বলে উঠে--।

গ. ডান পাশের অংশের সাথে বামপাশের অংশের মিল করন।

১) নিজেরা খায় ভাল ভাল খানা	১) তাঁর কথা মত কাজও করতে হয়।
২) মিলাদ পড়লে আর সুন্নাত নামাজ পড়লে হয় না।	২) আর কাজের লোককে দেয় বাসি পান্তা
৩) আরবগণ এমন মেয়ে লোক খুঁজে বের করতো	৩) মারধর করার বিধান ইসলামে নেই।
৪) বাড়িতে রাখা অপরের ছেলে-মেয়েকে	৪) যাদের প্রায় একই সময়ে বাচ্চা হয়েছে।
৫) আরবদেশে পানির খুব অভাব।	৫। তাঁর সঙ্গে সে কোন দিন 'কেন' দিয়ে কোন বাক্য উচ্চারণও করেন নি।
৬) তিনি বলেছেন, রাসূল তাঁকে কটু কথা বলা তো দূরের কথা	৬। দূর-দূরান্ত হতে পানি আনতে হয়।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. বাড়ির কাজের লোককে কারা সম্মান করে ?
২. দেমাগী লোকেরা কাজের লোককে কী বলে ?
৩. সারভেন্ট রুম বা চাকরের কোঠা বলতে কী বুঝ ?
৪. কাজের লোককে কোথায় থাকতে দেয় ?
৫. কাপড়-চোপড় দেখে কী চেনা যায় ?
৬. খলীফা ও রাষ্ট্র প্রধানরা কী মানতেন ?
৭. রাষ্ট্র প্রধানকে কী বলা হত ?
৮. হযরত আলী (রাঃ) কাজের লোকদের নাম কি।
৯. হযরত আলী (রাঃ) সবচেয়ে খারাপ খাবার খেতেন কেন ?
১০. জেরজালেমে উট ওয়ালাকে সম্মান দেখানোর কারণ কী ?
১১. হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কেন কাজের লোকদের এত সম্মান করতেন,

www.nagorikpathagar.org

১২. আরবদেশের অদ্ভূদ নিয়ম কী ?
১৩. বেদুঈন গোত্রের গরীব মেয়ে কে ছিল ?
১৪. সুন্নাতের বরখেলাপ কোনটি ?
১৫. রাসূলের বাড়ীতে কে কাজ করতেন ?

ঙ. রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. পরকালে কারা কষ্ট পাবে ? কেন, বর্ণনা দাও।
২. কাজের লোককে কারা সম্মান দেখায়? ছেলে মেয়েদের কী শিক্ষা দেয়?
৩. কাজের লোকদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করা হয় বর্ণনা দাও।
৪. কাজের লোকদের সাথে রাসূল (সাঃ) কীরূপ ব্যবহার করার কথা বলেছেন বর্ণনা কর।
৫. কাজের লোকদের সাথে আমীর (রাঃ) ব্যমহার সম্পর্কে যা জান লিখ।
৬. জেরুজালেমের ঘটনা, বর্ণনা দাও।
৭. রাসূলের সূন্নাহ কী বর্ণনা কর।
৮. আরবগণ কেমন মেয়ে লোককে খুজত ? কারণ কী বর্ণনা কর।
৯. বিবি হালিমাকে রাসূল (সাঃ) কী ভাবে সম্মান দেখাতেন বর্ণনা দাও।
১০. কাজের ছেলেমেয়েদের মারধর করার বিধান ইসলামে নেই- কারণ কী বর্ণনা কর।
১১. আনাস (রাঃ) ও রাসূল (সাঃ) এর গোসলের ঘটনাটির বর্ণনা দাও।
১২. আনাস (রাঃ)'র সাথে রাসূল কীরূপ ব্যবহার করতেন বর্ণনা দাও।

চ. ব্যাখ্যা করঃ

১) মিলাদ পড়লে আর সুন্নত নামাজ পড়লে হয় না।
২) এটা কিন্তু সুন্নাততের বরখেলাপ।
৩) মারধর করার বিধান ইসলামে নেই।

www.nagorikpathagar.org

১২

নবী ও মিষ্টি পাগল ছেলে

একদিন মহানবীর কাছে এলেন এক মহিলা। সাথে তার ছোট এক ছেলে। ছেলেটি বড়ই সুন্দর। বড়ই মিষ্টি। ছেলেটির মিষ্টির উপর বড় লোভ। সে মিষ্টি খুবই পছন্দ করে। সারাদিন তার একটা না একটা মিষ্টি চা-ই।

মিষ্টি না পেলে সে চিৎকার করবে। কাঁদবে। মায়ের আঁচল ধরে টানবে। এমনি আরো কত কি করে।

কিন্তু এই আদুরে ছেলের জন্যে মা সব সময় মিষ্টি কিনে দিতে পারে না। কারণ, তাঁরা যে গরীব। তার উপর ছেলেটির বাবা মারা গেছেন। রোজ রোজ মিষ্টি খাওয়ানোর টাকা আসবে কোথা থেকে ?

বেশী মিষ্টি খাওয়া কিন্তু ভাল নয়। যারা ছোটবেলা বেশী মিষ্টি খায়, বড় হলে তাদের এক রকম অসুখ হয়। এ অসুখকে বলা হয় বহুমুত্র বা ডায়াবেটিস।

বহুমূত্র রোগী বারবার পেশাব করে। পেশাব এলে তারা ধরে রাখতে পারে না। পরনের কাপড়ও বিছানা ভিজিয়েই ফেলে। বাচ্চাদের মতো আর কি। কী লজ্জা ! অন্যেরা দেখলে মুখ লুকিয়ে হাসে। আসলে বহুমূত্র কিন্তু একটি মারাত্মক রোগ। বড় হলে তোমরা অনেক জানতে পারবে।

সকল মায়ের মন চায় নিজের ছেলেকে মিষ্টি খাওয়াতে। সন্তানকে খাওয়াতে পারলেই মা'র আনন্দ। কিন্তু মন যা চায়, সব কি করা যায় ?

ছেলেকে মিষ্টি না দিতে পারায় মায়ের মনে কত দুঃখ। কিন্তু কি করবেন, তাঁরা যে গরীব।

মিষ্টি কম খাওয়ার জন্যে ছেলেটিকে কত বোঝালেন তার মা। কিন্তু তার জেদ, মিষ্টি তাকে প্রত্যেক দিন কিনে দিতেই হবে। না হলে সে অন্য কোন কিছু খাবে না। উপায় না দেখে মা ছেলেকে নিয়ে হাজির হলেন মহানবী (সাঃ) এর কাছে।

মহানবীর কাছে তিনি সব ঘটনা খুলে বললেন। অনুরোধ করলেন, ছেলেটির জন্যে দোয়া করতে। যেন ছেলের মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছা কমে যায়।

মহানবীর কাছে তিনি সব ঘটনা খুলে বললেন। অনুরোধ করলেন, ছেলেটির জন্যে দোয়া করতে। যেন ছেলের মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছা কমে যায়।

মহানবী (সাঃ) শুনলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। তিনি তাকে অন্য কথা জিজ্ঞেস করলেন। তাদের ঘরের অন্যান্য খবরাখবর নিলেন। অন্যদের সাথে কথা বললেন।

কিছুক্ষণ পর মেয়েলোকটি আবার তার ছেলের অধিক মিষ্টি খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিলেন। অনুরোধ জানালেন মহানবীকে, ছেলেকে বুঝিয়ে বলতে, সে যেন মিষ্টি খাওয়ার জন্যে মাকে জ্বালাতন না করে। এবারও মহানবী শুনলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ ভাবলেন, অন্য কথা বললেন। ছেলেটিকে আদর করলেন। সবশেষে মেয়ে লোকটিকে বললেন, তার ছেলেকে নিয়ে কয়েকদিন পরে আসতে।

মিষ্টিপাগল ছেলেটির মনে মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছা কমিয়ে দেয়ার জন্যে আল্লাহর কাছে মহানবী কোন দোয়া করলেন না ? এর কারণ ছিলো।

www.nagorikpathagar.org

কারণ, মহানবী নিজেও খাওয়ার পর মিষ্টি খেতেন। তিনি মধু খুবই পছন্দ করতেন। খাওয়ার পর মিষ্টি খাওয়া এবং মধু খাওয়া সুন্নাত।

মহানবী (সাঃ) ভাবলেন, নিজে মিষ্টি খেয়ে ছেলেটির মিষ্টি খাওয়ার অভ্যাস কমাবার জন্যে নিষেধ ও দোয়া করা ঠিক হবে না। আর ছেলেটিকে উপদেশ দিলেও এতে কাজ হবে না।

ঐ ছেলেটিকে নিয়ে তার মা চলে যাওয়ার পর মহানবী মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দেয়া কষ্টকর নয়।

কিছুদিন পর ঐ মহিলা আবার তাঁর ছেলেকে নিয়ে এলেন। এবার মহানবী (সাঃ) ছেলেটিকে তার মায়ের কষ্টের কথা বললেন। তিনি মিষ্টি খাওয়ার জেদ না ধরার জন্যে ছেলেটিকে উপদেশ দিলেন। তার জন্যে দোয়া করলেন।

মহানবীর উপদেশের ভালো ফল হলো। মিষ্টিপাগল ছেলেটি আর মিষ্টি খাওয়ার জন্যে জেদ ধরেনি। কান্নাকাটি করে তার মাকে বিরক্ত করেনি।

তোমরা এমন কোনো কাজ করবে না যাতে মা-বাবা মনে কষ্ট পান, বিব্রত হন। মা-বাবার মনে কষ্ট দিলে আল্লাহ অসুন্তুষ্ট হন, কঠিন গুনাহ্ হয়।

অনুশিলনী

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের বা পার্শে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. ছেলেটির কিসের ওপর লোভ ছিল ?

ক. মিষ্টির ওপর — খ. গোস্তের উপর
গ. নতুন পোশাকের ওপর — ঘ. ভালো-মন্দ খাওয়ার ওপর।

২. ছেলেটি কি পছন্দ করত ?

ক. ফল — খ. জামা-কাপড়
গ. মিষ্টি — ঘ. ভালো খাবার।

৩. বেশি মিষ্টি খাওয়া কি ?

ক. ভালো — খ. ভালো না-
গ. স্বাস্থ্য সম্মত — ঘ. কোনটাই না।

৪. বেশি মিষ্টি খাওয়ার ফলে বড় হলে যে অসুখ হয় তার নাম কি ?

ক. স্বাসকষ্ট — খ. বহুমূত্র
গ. হাঁপানি — ঘ. কাশি।

www.nagorikpathagar.org

৫. বহুমূত্র রোগীর বারবার কি হয় ?
ক. পায়খানা হয়- খ. পেসাব হয়
গ. বমি হয় ঘ. রক্ত পড়ে।

৬. কিসে মা'র আনন্দ ?
ক. সন্তানকে মিষ্টি খাওয়াতে পারলে খ. সন্তানকে ভাত খাওয়াতে পারলে
গ. সন্তানকে ফল খাওয়াতে পারলে ঘ. সন্তানকে ভালোমন্দ খাওয়াতে পারলে।

৭. মা ছেলেকে কার কাছে নিয়ে এলেন ?
ক. বাদশার কাছে খ. কোরেশ সর্দারের কাছে
গ. মহানবীর (সাঃ) কাছে ঘ. আবু জাহেলের কাছে।

৮. মা কিসের জন্য ছেলেকে মহানবী (সাঃ) এর নিকট নিয়ে এলেন ?
ক. লেখাপড়ার জন্য খ. মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করার জন্য
গ. দোআ-কালাম লেখার জন্য ঘ. সদুপদেশ দেয়ার জন্য।

৯. মহানবী (সাঃ) ছেলেটিকে মিষ্টি না খাওয়ার জন্য বললেন না কেন ?
ক. নিজে মিষ্টি খেতেন সে জন্য খ. নিজে সেটা করে অন্যকে নিষেধ করা ঠিক না
গ. মিষ্টি খাওয়া সুন্নাত বলে ঘ. মিষ্টি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো বলে

১০. মহানবী (সাঃ) মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দিলেন কেন ?
ক. স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খ. ছেলেটির মিষ্টি খাওয়া কমাবার জন্য
গ. ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হয় ঘ. আল্লাহ্ অসুন্তুষ্ট হন।

১১. মা-বাবার মনে কষ্ট দিলে কি হয় ?
ক. বিপদ হয় খ. স্বাস্থ্য খারাপ হয়
গ. ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হয় ঘ. আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
১) একদিন ------- কাছে এলেন এক --------। সাথে তার ছোট--------।
২) ----াওয়া কিন্তু ----। যারা --- বেশি -- খায়, বড় হলে -- এক রকম----। এ ----- বলা হয় --।
৩) মহানবীর ---ঘটনা --বললেন। --- করলেন --জন্য---- করতে। যেন ছেলের --- ইচ্ছা কমে যায়।
৪) কারণ-- নিজেও -- পর --- খেতেন। তিনি-- পছন্দ করতেন। খাওয়ার পর -- এবং -- খাওয়া --।

www.nagorikpathagar.org

গ. ডান পাশের অংশের সাথে বামপাশের অংশের মিল করন।

ছেলেটির মিষ্টির ওপর বড় লোভ	অনুরোধ করলেন ছেলেটির জন্যে দোয়া করতে।
মিষ্টি না পেলে সে চিৎকার করবে। কাঁদবে	সে মিষ্টি খুবই পছন্দ করে।
যারা ছোটবেলা বেশি মিষ্টি খায়, বড় হলে	মায়ের আঁচল ধরে টানবে।
মহানবীর কাছে তিনি সব ঘটনা খুলে বললেন	তাদের এক রকম অসুখ হয়।
নিজে মিষ্টি খেয়ে ছেলেটির মিষ্টি খাওয়ার	মহানবী (সাঃ) মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দিলেন।
ছেলেটিকে নিয়ে তার মা বলে যাওয়ার পর	অভ্যাস কমাবার জন্যে নিষেধ ও দোয়া করা ঠিক হবে না।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. ছেলেটি দেখতে কেমন ?
২. ছেলেটি মায়ের আঁচল ধরে টানবে কেন ?
৩. ছোটবেলা মিষ্টি বেশি খেলে কি হয় ?
৪. বহুমূত্র রোগ কী ?
৫. মা'র কিসে আনন্দ ?
৬. মায়ের মনে দুঃখ কেন ?
৭. মহানবীর নিকট মহিলা কেন এলেন ? / মহিলা কি কারণে মহানবীর (সাঃ) নিকট এসেছিলেন ?
৮. খাওয়ার পর কি খাওয়া সুন্নাত ?
৯. মহানবী (সাঃ) কী পছন্দ করতেন ?
১০. মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দেয়া কষ্টকর নয়- কে বুঝলেন ?
১১. কিসে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হোন ?

ঙ. রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. মহানবীর (সাঃ) নিকট মহিলার আসার কারণ কি বর্ণনা কর
২. বহুমূত্র রোগ কী। এ রোগের লক্ষণ সমূহ বর্ণনা কর।
৩. মহিলার কথা শোনার পর মহানবীর (সাঃ) কোন কথা না বলার কারণ কী লেখ।
৪. ছেলেকে কয়েকদিন পরে নিয়ে আসতে বলার কারণ কি বর্ণনা কর।
৫. মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছা কমিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া না করার কারণ কী ? বর্ননা দাও।
৬. মহানবী (সাঃ) কখন ছেলেটির জন্য দোয়া করলেন ? বর্ণনা কর।
৭. ছেলেটির মিষ্টি খাওয়ার জন্যে জেদ না ধরার কারণ কী লেখ। কিসে কঠিন গুনাহ হয় বর্ণনা কর।

www.nagorikpathagar.org

নবী ও ভিখারী

আমাদের নবী (সাঃ) বসে আছেন মদীনার মসজিদে। তাঁর সাথে আছেন বহু সংখ্যক সাহাবী। নবীর সঙ্গী-সাথীদেরকে বলা হয় সাহাবী। তাঁরা জীবন কিভাবে সুন্দর হয়, মহৎ হয়, সে আলোচনা করছিলেন।

এমন সময় মসজিদের সামনে এলো এক ভিখারী। মসজিদে এসে সে কিছু চাইলো।

রাসূল (সাঃ) দেখলেন, লোকটি রোগা বা দুর্বল নয়। ইচ্ছা করলে সে কাজ করতে পারে। রাসূল জানতে চাইলেন, কেন সে ভিক্ষা মাগে।

ভিখারী বললোঃ কোন কাজ পাই না। কেউ কাজ দেয় না। তাই ভিক্ষা করি । রাসূল জানতে চাইলেন, তার ঘরে বেচার মতো কি জিনিস আছে।

ভিখারী জানালো ঃ একটি কম্বল আছে।

রাসূল তাকে কম্বলটি নিয়ে আসতে বললেন।

ভিখারী কম্বল নিয়ে এলো

রাসূল মসজিদে হাজির সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কেউ কম্বলটি কিনতে রাজী আছে কিনা। অনেকে রাজী হলো। যে সবচেয়ে বেশী দাম দিতে চাইলো, তার কাছে কম্বলটি বিক্রি করে দিতে রাসূল ভিখারীকে বললেন।

ভিখারী রাসূলের কথা শুনলো এবং কম্বলটি বিক্রি করে দিলো।

বাজার ছিলো কাছেই। রাসূল ভিখারীকে বললেন একটি কুড়াল কিনে আনতে। সে কুড়াল কিনে আনলে রাসূল নিজে হাতল লাগিয়ে দিলেন।

কুড়াল কিনেও কিছু টাকা ছিলো। সে টাকায় কিছু খাবার কিনে তাকে খেতে দিলেন। আর ভিখারীকে বললেন বনে যেতে, কাঠ কেটে নিয়ে আসতে।

ভিখারী বন থেকে অনেক লাকড়ি কেটে আনলো। বাজারে বিক্রি করলো। অনেক পয়সা পেলো।

রোজ সে এখন কাঠ কেটে আনে। বাজারে বিক্রি করে অনেক টাকা পায়।

পয়সা জমিয়ে সে কম্বল কিনলো। চাদর কিনলো। নতুন জামা কিনলো। আরো অনেক কিছু কিনলো।

এখন তাকে আর ভিখারী বলেই মনে হয় না। দেখে মনে হয় শরীফ। তাকে দেখলে অন্যেরা আগে সালাম দেয়। ইজ্জত করে।

ভিখারীর আর কোন অভাব রইলো না। সে নতুন ঘর বানালো, চমৎকার বাড়ী করলো। তার সকল অভাব দূর হলো। জীবন সুন্দর হলো।

নবী আমাদেরকে মেহনত করতে উপদেশ দিয়েছেন। মেহনত ছাড়া জীবনে উন্নতি করা সম্ভব নয়।

www.nagorikpathagar.org

অনুশিলনী

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের বা পার্শে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. মহানবী (সাঃ) কোথায় বসে ছিলেন ?

ক. মাঠে
খ. কা'বা ঘরে-
গ. মদীনার মসজিদে
ঘ. মসজিদ চত্বরে।

২. কাদেরকে সাহাবী বলা হয়-

ক. নবীর সঙ্গী- সাথীদের
খ. নবীর আত্নীয়-স্বজনকে
গ. নবীর ছোট বেলার সহপাঠীকে
ঘ. নবীর বংশীয় লোকদেরকে।

৩. ভিখারীর ঘরে কি ছিল ?

ক. একটি কম্বল
খ. একটি চাদর-
গ. একটি কলস
ঘ. একটি কুড়াল।

৪. কম্বল বিক্রি করে কি করা হল ?

ক. কুড়াল কেনা হল
খ. জামাকাপড় কেনা হল
গ. বাজার করা হল
ঘ. দান করা হল।

৫. কুড়ালের হাতল কে লাগিয়ে দিল ?

ক. সাহাবী (রাঃ)
খ. রাসূল (সাঃ)
গ. ওমর (রাঃ)
ঘ. আবুবকর (রাঃ)

৬. ভিখারী বন থেকে কি কেটে আনত ?

ক. গাছ কেটে আনত
খ. লাকড়ি কেটে আনত
গ. কাঠ কেটে আনত
ঘ. সবগুলোই।

৭. ভিখারী লাকড়ি কি করে ?

ক. ঘর তৈরি করে
খ. কাঠ তৈরি করে
গ. জমা করে
ঘ. বাজারে বিক্রি করে।

৮. নবী আমাদেরকে কি করতে উপদেশ দিয়েছেন ?

ক. কাজ করতে
খ. মেহনত করতে
গ. বসে থাকতে
ঘ. ওয়াজ শুনতে।

৯. কি ছাড়া জীবনে উন্নতি করা সম্ভব নয় ?

ক. ব্যবসা ছাড়া
খ. ইবাদাত ছাড়া
গ. মেহনত ছাড়া
ঘ. চাকরি ছাড়া

www.nagorikpathagar.org

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১) আমাদের নবী (সাঃ) -- আছেন --- । --- মাসে আছেন বহু সংখ্যক --- । নবীর ---- বলা হয়---- ।

২) রাসূল --- হাজির --- জিজ্ঞেস করলেন কেউ ---- কিনতে রাজি আছে ---- ।

৩) --- ছিলো কাছেই । ---- ভিখারীকে বললেন একটি --- কিনে আনতে ।

সে--- কিনে আনলে --- নিজে --- লাগিয়ে দিলেন ।

৪) ভিখারী --- অনেক --- আনলো । বাজারে --- । --- পয়সা পেল ।

৫) --- আমাদেরকে --- করতে --- দিয়েছেন । --- ছাড়া --- উন্নতি ---- নয় ।

গ. ডান পাশের অংশের সাথে বামপাশের অংশের মিল করন ।

১) আমাদের নবী (সাঃ) বসে আছেন মদীনার মসজিদে	১) কম্বলটি বিক্রি করে দিতে রাসুল ভিখারীকে বললেন ।
২) রাসূল (সাঃ) দেখলেন, লোকটি রোগা বা দুর্বল নয় ।	২) তাঁর সাথে আছেন বহুসংখ্যক সাহাবী ।
৩) সে সবচেয়ে বেশি দাম দিতে চাইলো তার কাছে	৩) ইচ্ছা করলে সে কাজ করতে পারে ।
৪) রোজ সে এখন কাঠ কেটে আনে ।	৪) চাদর কিনলো । নতুন জামা কিনলো ।
৫) পয়সা জমিয়ে সে কম্বল কিনলো ।	৫) বাজারে বিক্রি করে অনেক টাকা পায় ।
৬) তাকে দেখলে অন্যেরা আগে	৬) বাড়ী করলো ।
৭) সে নতুন ঘর বানালো, চমৎকার	৭) সালাম দেয় । ইজ্জত করে ।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. নবী (সাঃ) কোথায় বসেছিলেন ? কাদের সাথে বসে ছিলেন ?

২. কাদেরকে সাহাবী বলা হয় ?

৩. লোকটি কেন ভিক্ষা করে ?

৪. লোকটির নিকট রাসূল (সাঃ) কী জানতে চাইলেন ?

৫. কম্বলটি কিনলো কে ?

৬. লোকটিকে কি কিনতে বললেন ?

৭. লোকটিকে দেখে শরীফ মনে হওয়ার কারণ কী ?

ঙ. রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. কারা, কোথায়, কী আলোচনা করছিলেন ? বর্ণনা দাও ।

২. লোকটির ভিক্ষা করার কারণ কী বর্ণনা কর ।

৩. লোকটি কম্বল বিক্রি করলো কেন ? বর্ণনা দাও ।

৪. লোকটির অভাব কীভাবে দূর হলো ? বর্ননা দাও ?

৫. "তাকে দেখে সবাই ইজ্জত করে"- কাকে, কেন বর্ণনা দাও ।

৬. কীভাবে ভিখারী জীবন সুন্দর হলো বর্ণনা কর ।

৭. নবী আমাদেরকে কী নির্দেশ দিয়েছেন ? কেন ? বর্ণনা দাও ।

www.nagorikpathagar.org

১৪

রাসূলের রসিকতা

মদীনায় ছিলেন এক বুড়ি। তিনি বাচ্চাদের খুব আদর করতেন। তাদেরকে গল্প শোনাতেন। পিঠা বানিয়ে খাওয়াতেন।

ঐ বুড়ি খুবই পরহেজগার ছিলেন। কাউকে কড়া কথা বলতেন না। কারও বদনাম করতেন না। নামাজ পড়তেন বেশী। কুরআন তিলাওয়াত করতেন হামেশা। আমাদের নবী (সাঃ) তাকে খুব সম্মান দেখাতেন।

একদিন ঐ নেককার বুড়িকে দেখে রাসূল (সাঃ) একটু রসিকতা করলেন। তিনি বললেন ঃ বুড়ি বেহেশতে যাবে না। বুড়ি শুনে আশ্চর্য হলেন। বুড়ি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কি বেহেশ্তে যেতে পারবো না?

রাসূল (সাঃ) সে কথার কোনো জবাব দিলেন না। তিনি বললেন ঃ 'কোনো বুড়িই বেহেশতে যাবে না।' এবার বুড়ি ভয় পেলেন। বুড়ি বললেন ঃ 'তাহলে আমি কি বেহেশ্তে যেতে পারবো না ?'

রাসূল বললেন ঃ 'আমি তো বলিনি, তুমি বেহেশ্তে যেতে পারবে না। আমি বলেছি, কোনো বুড়ি বেহেশ্তে যেতে পারবে না।'

বুড়ি বললেনঃ 'আমি তো বুড়ি। যদি কোনো বুড়িই বেহেশ্তে না যায় ; তাহলে আমি কি করে বেহেশ্তে যাবো ?' এ বলেই বুড়ি কেঁদে ফেললেন।

বুড়ির কান্না দেখে রাসূল হেসে উঠলেন। রাসূলের হাসি দেখে বুড়ি বুঝলেন, রাসূলের কথায় কোনো রহস্য আছে। কারণ, রাসূল তো কারো দুঃখে হাসেন না। যারা তাঁকে কষ্ট দেয়, তাদের দুঃখেও না।

বুড়ি আসল কথা কি জানতে চাইলেন। এবার রাসূল (সাঃ) রহস্যটা খুলে বললেন।

শেষ বিচারের পর নেককার বুড়িদেরকে আল্লাহ্ বেহেশ্তে পাঠাবার হুকুম দেবেন। বেহেশ্তে যাবার আগেই তারা সব যুবতী হয়ে যাবে। বিয়ের আগে যে বয়স থাকে, তাদের সে বয়স হয়ে যাবে। বিয়ের কনে যেমন দামী শাড়ি-কাপড় পরে, তাদেরকে তেমনি জামা কাপড়ে সাজানো হবে।

কত হীরা-জহরত-সোনা, মণি-মাণিক্যের অলংকার পরানো হবে। কুঁজো বুড়িরাও নেককার হলে যুবতী হয়ে বেহেশ্তে যাবে। বেহেশ্ত যবুক-যুবতীদের রাজ্য হবে।

এবার বুড়ি আসল ব্যাপারটা বুঝলেন। আবার যুবতী হবেন শুনে হেসে উঠলেন। মনের আনন্দে টুক টুক করে বাড়ি চলে গেলেন। বেশী করে মজার মজার মিষ্টি পিঠা বানালেন- পাড়ার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সে পিঠা বিলালেন। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা মজা করে সে পিঠা খেলো।

www.nagorikpathagar.org

অনুশিলনী

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের বা পার্শে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. পিঠা বানিয়ে খাওয়াতেন-

ক. এক মহিলা | খ. এক বুড়ি
গ. এক সাহাবী | ঘ. এক দোকানী।

২. বুড়ি কি ছিলেন-

ক. পরহেজগার | খ. আল্লাহওয়ালা
গ. ধার্মিকা | ঘ. মুত্তাকি।

৩. বুড়িকে দেখে রাসূল (সাঃ) কি করলেন ?

ক. খারাপ ভাব করলেন | খ. রসিকতা করলেন
গ. হাসি ঠাট্টা করলেন। | ঘ. গল্পগুজব করলেন।

৪. রাসূল (সাঃ) কী বলে রসিকতা করলেন ?

ক. কোনো বুড়িই বেহেশ্‌তে যাবে না | খ. কোনো মানুষই বেহেশতে যাবে না
গ. কোনো মহিলাই বেহেশতে যাবে না | ঘ. সবাই বেহেশ্‌তে যাবে।

৫. বেহেশত কাদের রাজ্য হবে-

ক. বুড়া-বুড়িদের | খ. যুবক-যুবতীদের
গ. নবীনদের | ঘ. বয়স্কদের।

৬. বুড়ি হেসে উঠলেন কেন ?

ক. রূপবতী হবেন শুনে | খ. বয়স কমে যাবে শুনে
গ. যুবতী হবেন শুনে | ঘ. স্বাস্থ্যবান হবেন শুনে।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১) মদীনায় ছিলেন এক----। তিনি ----- খুব --- করতেন। তাদেরকে ----- শোনাতেন। ---- বানিয়ে ----।

২) রাসূল (সাঃ) সে ---- কোন ---- দিলেন না। ---- কোন ------ বেহেশ্‌তে ----।”

৩) --- কান্না দেখে -- হেসে উঠলেন। --- হাসি দেখে ---- রাসূলের কথায় কোনো --- আছে। কারণ------ কারো ---- হাসেন না। যারা তাঁকে ---- তাদের ---- না।

৪) শেষ বিচারের পর ---- আল্লাহ্--- পাঠাবার হুকুম ----। --- যাবার আগেই---- হয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

গ. ডান পাশের অংশের সাথে বামপাশের অংশের মিল করন।

১) এক দিন ঐ নেককার বুড়িকে দেখে	১) তুমি বেহেশ্তে যেতে পারবে না।
২) বুড়ি বললেন ঃ তাহলে আমি	২) কি বেহেশতে যেতে পারবো না ?
৩) রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ 'আমি তো বলিনি,	৩) রাসূল (সাঃ) একটু রসিকতা করলেন।
৪) বেহেশতে যাবার আগেই	৪) করে বাড়ি চলে গেলনে।
৫। কুঁজো বুড়িরাও নেককার হলে	৫) তারা সব যুবতী হয়ে যাবে।
৬। মনের আনন্দে টুক টুক	৬) ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সে পিঠা বিলালেন।
৭) মজার মজার মিষ্টি পিঠা বানালেন- পাড়ার	৭) যুবতী হয়ে বেহেশ্তে যাবে।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. বুড়ি কী করতেন ?
২. বুড়ি কেমন ছিলেন ?
৩. রাসূল (সাঃ) কী রসিকতা করলেন ?
৪. রাসূলের রসিকতা শুনে বুড়ি কি বললেন ?
৫. বুড়ি কেঁদে ফেললেন কেন ?
৬. বেহেশতে কারা যাবে ?

ঙ. রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. নবী (সাঃ) কাকে সম্মান করতেন ? কেন ? বর্ননা দাও।
২. রাসূল (সাঃ) এর রসিকতা সম্পর্কে যা জান লেখ।
৩. 'তাহলে আমি কি বেহেশতে যেতে পারবো কে বললেন, কেন, লেখ।
৪. বেহেশতিদের অবস্থা কেমন হবে বর্ননা কর।
৫. বুড়ির হেসে ওঠার কারণ কী বর্ণনা কর।
৬. রাসুলের (সঃ) রসিকতার রহস্য কী বর্ণনা কর।

চ. ব্যাখ্যা

১) " কোনো বুড়িই বেহেশ্তে যাবে না।"

www.nagorikpathagar.org

নবী ও শিশু

হাসান আর হোসেন। সকল মুসলমানের কাছে দু'টি আদরের নাম। সব মুসলমানই তাঁদেরকে ভালোবাসেন। কারণ, তাঁরা ছিলেন আমাদের নবীর খুব আদরের নাতি। হযরত ফাতিমা (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)'র পুত্র।

হাসান-হোসেন (রাঃ) আমাদের নবীর কোলে বসে, পিঠে চড়ে মানুষ হয়েছেন।

হাসান-হোসেন দু'জনেই একদিন একই ঘোড়ায় উঠে বসেছেন।

একজন বলল ঃ হট হট। ঘোড়া সামনে এগিয়ে চল।

অন্য জন বলছে ঃ না, ঘোড়া পেছনের দিকে চল।

ঘোড়াটি কিন্তু খুব ভাল ; দু'জনেরই কথা শোনে।

একজন বলছে ঃ ঘোড়া তাড়াতাড়ি চল। না হলে পিটাবো। তার হাতে খেজুর গাছের কচি ডাল। ভয়ে ঘোড়া জোরে ছুটলো।

অন্যজন বলছে ঃ এই ঘোড়া, আমি যে পড়ে গেলাম। আস্তে হাঁট, না হয় পিটাবো। ঘোড়া গতি কমিয়ে দেয়।

এইভাবে ঘোড়া সামনে-পিছে, আস্তে জোরে দু'জনেরই নির্দেশ মত চলছে। হাসান-হোসেন ঘোড়া-দৌড়িয়ে আনন্দ পাচ্ছে আর খিল খিল করে হাসছে।

সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন হযরত উমর (রাঃ) তাদের হাসি শুনে সেদিকে এগিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি ? অত হাসছো কেন দু'জনে।

ব্যাপার দেখে তিনি তো তাজ্জব। চোখ দু'টি ছানাবড়া। একটু চুপ করে থেকে নিজেই হেসে উঠলেন।

কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। বললেন ঃ হাসান- হোসেন, খুব ভাল করে এই ঘোড়া দৌড়িয়ে নাও। এমন দামী ঘোড়া সারা জাহানে দু'টি হয়নি, আর হবেও না।

হাসান-হোসেনের ঘোড়া কিন্তু কথা বলতে পারে।

ঘোড়া বললেন ঃ উমর, শুধু ঘোড়া দেখছো, সওয়ারী দেখছো না ? সওয়ারী দু'টিও কম দামী নয়।

এবার বুঝতে পারছো, হাসান-হোসেনের এই ঘোড়াটি কে ? ঘোড়াটি হলো তাঁদের পরম আদরের নানা, দুনিয়ার সবচেয়ে ভাল মানুষ আমাদের নবী হযরত মুহম্মাদ (সাঃ)।

www.nagorikpathagar.org

নবী (সাঃ) যখন নামাজ পড়তেন, হাসান-হোসেন (রাঃ) অনেক সময় তাঁর পাশে বসে থাকতেন। তিনি অনেকক্ষণ সিজদায় থাকতেন। ঐ সময় একজন নানার পিঠে উঠে গলা ধরে শুয়ে থাকতো। কখনও দেখা গেছে, নবী (সাঃ) সিজদায় গেছেন, এক ফাঁকে হোসেন (রাঃ) তাঁর পিঠে উঠে ছালা-বুড়ি হয়ে বসলো।

নবী (সাঃ) তাকে সরিয়ে দিতেন না। সিজদা হতে উঠে দাঁড়াচ্ছেন তিনি। হোসেন (রাঃ) কিন্তু তাঁর পিঠ ছাড়ছে না, গলায় ঝুলে থাকে।

ঝুলে থাকতে থাকতে হয়তো পড়ে যেতে পারেন এই ভয়ে নবী, নামাজের মধ্যেই এক হাত পিঠের দিকে দিয়ে তাকে ধরে থাকতেন।

হাসান-হোসেন (রাঃ) তাদের নানাকে নানাভাবে ব্যস্ত রাখতো। কিন্তু আমাদের নবী (সাঃ) কখনও বিরক্ত হতেন না। তিনি যে শুধু হাসান-হোসেনকে ভালবাসতেন, তা নয়। তিনি সব শিশুকে ভালবাসতেন। শিশুরাও আমাদের নবীকে খুব ভালবাসতো। তারা তাঁকে ঘিরে থাকতো। তিনি তাদেরকে সুন্দর সুন্দর ইতিহাসের ঘটনা শুনাতেন। গল্প-পাগল শিশুরাও ছিলো তাঁর জন্যে পাগল।

তিনি সাহাবীদের জিজ্ঞেস করতেন ঃ তাঁরা শিশুদেরকে আদর করে কিনা, চুমো দেয় কিনা। যদি জানতেন, কোন সাহাবী শিশুদেরকে আদর করে না, চুমো দেয় না, তিনি দুঃখ পেতেন।

অনুশিলনী

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের বা পার্শে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. সকল মসলমানের কাছে দুটি আদরের নাম কি ক ?

ক. তালহা-যুবায়ের　　খ. আল-ওসমান
গ. খাদিজা-ফাতিমা　　ঘ. হাসান-হোসেন।

২. আমাদের নবীর কোলে বসে, পিঠে চড়ে মানুষ হয়েছেন কে কে ?

ক. ফাতিমা (রাঃ)　　খ. আলী (রাঃ)
গ. হাসান-হোসেন (রাঃ)　　ঘ. উমামা (রাঃ)।

৩. ঘোড়া সাজতেন কে ?-

ক. আলী (রাঃ)　　খ. রাসূল (সাঃ)
গ. হাসান (রাঃ)　　ঘ. হাসান-হোসেন (রাঃ)।

www.nagorikpathagar.org

৪. ঘোড়া দৌড়িয়ে আনন্দ পেতেন কে ?

ক. রাসূল (সাঃ) খ. আলী (রাঃ)
গ. হাসান (রাঃ) ঘ. হাসান-হোসেন (রাঃ)।

৫. এমন দামী ঘোড়া সারাজাহানে দু'টি হয়নি -কে বললেন ?

ক. আবুবকর (রাঃ) খ. আব্দুর রহমান (রাঃ)
গ. ওমর (রাঃ) ঘ. হামযা (রাঃ)।

৬. সিজদার সময় কে পিঠে উঠে বসত ?

ক. হাসান (রাঃ) খ. হোসেন (রাঃ)
গ. খালেদ (রাঃ) ঘ. ইব্‌রাহিম (রাঃ)।

৭. সকল শিশুরাই ভালোবাসত কাকে ?

ক. নবী (সাঃ) কে খ. ওমর (রাঃ) কে
গ. ওসমান (রাঃ) কে ঘ. আলী (রাঃ) কে।

৮. রাসূল (সাঃ) দুঃখ পেতেন কি না করলে ?

ক. শিশুদেরকে আদর না করলে খ. শিশুদেরকে মারধর করলে
গ. শিশুদেরকে ভালোবাসলে ঘ. শিশুদেরকে চুমা দিলে।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১) হাসান-হোসেন (রাঃ) ----- নবীর ------ পিঠে------- মানুষ হয়েছেন।
২) একজন বলল-------। ------ এগিয়ে চল। ------ বলছে ঃ না ------ পেছনের ------।
৩) ------ ঘোড়া দৌড়িয়ে -------- আর ------- করে-------।
৪) ব্যাপার দেখে ----- তো --------। চোখ দু'টি ------। একটি -- নিজেই ----- উঠলেন।
৫) বললেনঃ --- খুব ভালো করে ---- নাও। এমন ------ সারা জাহানে ----- আর ------ না।

গ. ডান পাশের অংশের সাথে বামপাশের অংশের মিল করুন।

১) তাঁরা ছিলেন আমাদের	১) কোলে বসে, পিঠে চড়ে মানুষ হয়েছেন।
২) হাসান- হোসেন (রাঃ) আমাদের নবীর	২) নবীর খুব আদরের নাতি।
৩) এই ভাবে ঘোড়া সামনে পিছে, আস্তে	৩) আর খিল খিল করে হাসছে।
৪) হাসান-হোসেন ঘোড়া দৌড়িয়ে আনন্দ পাচ্ছে	৪) জোরে দু'জনেরই নির্দেশ মত চলছে।
৫) তাদের হাসি শুনে সে দিকে এগিয়ে	৫) সওয়ারী দেখছো না ?
৬) উমর - শুধু ঘোড়া দেখছো।	৬) আসতে আসতে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি ?

www.nagorikpathagar.org

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. কাদেরকে সব মুসলমানই ভালোবাসেন ?
২. নবীর কোলে-পিঠে চড়ে মানুষ হয়েছেন কে ?
৩. হযরত ওমর (রাঃ) তাজ্জব হলেন কেন ?
৪. রাসূল (সাঃ) কী বললেন ?
৫. ঘোড়াটি কে ?

ঙ. রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. হাসান-হোসেন (রাঃ) পরিচয় তুলে ধর।
২. হাসান-হোসেন (রাঃ) ঘোড় সওয়ারের ঘটনাটি বর্ণনা কর।
৩. ঘোড়ার সামনে পিছে, আস্তে-জোরে চলার কারণ কী বর্ণনা কর।
৪. এমন দামী ঘোড়া সারা জাহানে দুটি হয়নি, আর হবেও না কথাটি কে বললেন, কেন বর্ননা দাও।
৫. নামাজের সময় হাসান-হোসেন (রাঃ) কী করতেন- বর্ণনা দাও।
৬. নামাজের মধ্যেই বা হাত পিঠের দিকে রাখার কারণ কী বর্ণনা কর।
৭. রাসূল (সাঃ) এর কখনো বিরক্ত না হওয়ার কারণ কী ?
৮. রাসূল (সাঃ) দুঃখ পেতেন কেন ? বর্ণনা কর।

www.nagorikpathagar.org

নবী ও এতিম ছেলে

ঈদের দিন। সবার মনে আনন্দ। কারো বাড়িতে রান্না হয়েছে খিচুড়ি, সেমাই; কারো বাড়িতে হালুয়া-রুটি। আবার কেউ রান্না করে গোস্ত, আরও কতো কি। যারা যা পছন্দ, তা'ই মজা করে খায়।

ছেলে-বুড়ো ঈদের দিনের সুন্দর জামা-কাপড় পরে। ভালো জামা ধুয়ে ইস্তারী করে নেয়। দামী জামা ট্রাঙ্ক-সুটকেস থেকে নামিয়ে পরে। অনেকে নতুন জামা কিনেছে। নতুন জামা পরে ছেল-মেয়েরা ঈদের জামাতে নামজ পড়তে চলেছে। আমাদের নবীও চলেছেন ঈদের জামাতে। তিনি দেখলেন, দূর গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে একটি বালক, একা। ঈদের দিনে বালকেরা একা থাকে না, হৈ চৈ করে। গল্প করতে করতে মাঠে যায়। কিন্তু এ ছেলেটি একা দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ ভার।

নবী (সাঃ) তার কাছে গেলেন। বালকটির মাথায় হাত বুলালেন। জিজ্ঞেস করলেন, একা দাঁড়িয়ে কি করছো ? সকাল বেলা কি খেয়েছে ?

নবীর হাতের পরশে তার মনের দুঃখ আরও বৃদ্ধি পেলো। সে কেঁদে উঠলো। জানালো ঃ অন্য ছেলেরা সুন্দর জামা-কাপড় পরে আনন্দ করছে। তার তো ভালো জামা-কাপড় নেই।

নবী (সাঃ) তার বিষয় জানত চাইলেন। তার বাবা ছিলো কাফির। সে নবীকে মারার জন্যে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু, যুদ্ধে নজেহ মরে গেছে।

তার মা আগেই মারা গিয়েছিল। সে এখন সম্পূর্ণ এতিম। নবী (সাঃ) সকল ছেলে-মেয়েকে আদর করতেন। যাদের মা-বাবা নেই, তাদেরকে বেশী আদর করতেন। এতিমকে আদর করা আমাদের নবীর সুন্নত।

নবী তাকে বললেন ঃ তিনি তাকে তার বাবার মত আদর করবেন এবং বিবি আয়েশা তাকে মায়ের মত আদর করবেন। সে কি নবীর বাড়িতে যাবে ? ছেলেটি রাজি হলো। নবী (সাঃ) ছেলেটিকে আদর করে বাড়ি নিয়ে গেলেন। বিবি আয়েশাকে (রাঃ) বললেন, তাঁর জন্যে একটি ছেলে আল্লাহ্ মিলিয়ে দিয়েছেন।

বিবি আয়েশার কোন ছেলে ছিলো না। তিনি এ ছেলেটিকে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন, তাকে কোলে তুলে নিলেন। নিজ হাতে আদর করে গোসল করালেন। ঘরের কাছেই ছিল দোকান। দোকান হতে তার জন্যে নতুন জামা-কাপড় কিনে আনালেন।

বিবি আয়েশা (রাঃ) ছেলেটির চুল আঁচড়িয়ে দিলেন। চোখে সুরমা লাগালেন। নতুন কাপড় পরিয়ে সুগন্ধি মাখিয়ে দিলেন। কোলে নিয়ে চুমো খেলেন। তাকে খাইয়ে ঈদের মাঠে যেতে বললেন।

এবার ছেলেটির মনে কি আনন্দ। নতুন জামা পরে সে আর হাঁটে না। খুশীতে ইচ্ছা মত লাফায়। দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে পৌঁছলো ঈদের মাঠে।

অন্য ছেলেরা তো দেখে অবাক। কিছুক্ষণ আগে তাকে দেখেছে মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে থাকতে। এখন তার মুখে খৈ ফোটে। সে চোখে-মুখে কথা বলে।

www.nagorikpathagar.org

সে নবী (সাঃ) ও বিবি আয়েশার আদরের কথা খুলে বললো। শুনে ছেলেরা তো আরও অবাক। কেউকেউ বলে ফেললোঃ আমাদের যদি বাবা-মা না থাকতো- তাহলে তো আমরাও নবী ও বিবি আয়েশার ছেলে হতে পারতাম। আর এমন সুন্দর জামা পেতাম। তখন কি মজা হতো।

এটা অবশ্য কথার কথা। সব শিশুরাই নিজের মা-বাবাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে।

অনুশিলনী

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের বা পার্শে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. ঈদের দিনে সবার মনে-

ক. দুঃখ　　খ. খুশি

গ. আনন্দ　　ঘ. বিষন্ন।

২. ছেলেমেয়েরা ঈদের দিন কোথায় চলেছে ?

ক. নামাজ পড়তে　　খ. ফুটবল খেলতে

গ. ক্রিকেট খেলতে　　ঘ. হৈ চৈ করতে।

৩. গাছের নীচে কে দাঁড়িয়ে ছিল ?-

ক. বালক　　খ. মানুষ

গ. মেয়ে　　ঘ. মহিলা।

৪. নবীর হাতের পরশে বালকটির মনের অবস্থা কিরূপ হয় ?

ক. দুঃখ বৃদ্ধি পায়　　খ. খুশি বৃদ্ধি পায়

গ. কি রাগ বৃদ্ধি পায়　　ঘ. কষ্ট বৃদ্ধি পায়।

৫. ছেলেটির বাবা কি ছিল ?

ক. কাফির　　খ. মুশরিক

গ. মুসলিম　　ঘ. ঈমানদার

৬. এতীমকে আদর করা কি ?

ক. সুন্নত　　খ. নফল

গ. মুস্তাহাব　　ঘ. ওয়াজিব।

www.nagorikpathagar.org

৭. বিবি আয়েশা (রাঃ) ছেলেটিকে কি করলেন ?

ক. কাছে টেনে নিলেন   খ. দূরে ঠেলে দিলেন

গ. কোলে তুলে নিলেন   ঘ. সবগুলোই।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১) ঈদের --- । সবার মনে --- । --- রান্না হয়েছে --- ; কারো বাড়ীতে--- ।

২) আমাদের ---- চলেছেন ---- । ---দেখলেন, ----নীচে দাঁড়িয়ে ---- । একা।

৩) ---- তার কাছে গেলেন। ---- মাথায় ---- । জিজ্ঞেস করলেন একা--- করছো ?

৪) নবী (সাঃ) সকল ----- আদর করতেন। যাদের --- নেই, ---- বেশি---- করতেন।

৫) --- বললেন, ---- জন্যে একটি--- --- মিলিয়ে দিয়ছেন।

গ. ডান পাশের অংশের সাথে বামপাশের অংশের মিল করন।

১) নবী (সাঃ) সকল ছেলে-মেয়েকে	১) আমাদের নবীর সুন্নত।
২) এতীমকে আদর করা	২) আদর করতেন।
৩) তিনি এ ছেলেটিকে পেয়ে যেন	৩) জামা-কাপড় কিনে আনালেন।
৪) দোকান হতে তার জন্যে নতুন	৪) আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন।
৫) কিছুক্ষণ আগে তাকে দেখেছে	৫) আদরের কথা খুলে বললো।
৬) সে নবী (সাঃ) ও বিবি আয়েশার	৬) মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে থাকতে।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. ঈদের দিন বাড়ীতে কী রান্না করা হয় ?
২. ছেলে-বুড়ো ঈদের দিন কী করে ?
৩. গাছের নীচে কে দাঁড়িয়ে ছিলো ?
৪. নবী (সাঃ) বালকটির নিকটকী জিজ্ঞাসা করলেন ?
৫. নবী (সাঃ) বালকটিকে কোথায় নিয়ে গেলেন ?
৬. ছেলেরা অবাক হলো কেন ?

ঙ. রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. ঈদের দিনে সবার মনে আনন্দ কেন ? কীভাবে তারা ঈদের জামাতে যায় বর্ণনা দাও।
২. বালকটি গাছের নীচে গোমড়া মুখে দাড়িয়ে ছিলো কেন বর্ণনা কর।
৩. নবীর হাতের পরশে ছেলেটির মনে দুঃখ বৃদ্ধি পাওার কারণ কী লেখ।
৪. নবী (সাঃ) কাদেরকে বেশি আদর করতেন ? কেন, বর্ণনা কর।
৫. আয়েশা (রাঃ) কীভাবে ছেলেটিকে আদর করলেন ? বর্ণনা দাও।
৬. ছেলেটিকে কীভাবে ঈদের জামাতে পাঠালেন ? বর্ণনা কর।
৭. ছেলেটির কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

www.nagorikpathagar.org

১৭

নবী ও নারী

চৌদ্দশ’ বছর আগের কথা। আরব দেশে তখন মানুষ বেচা-কেনা হতো। মেয়ে বিক্রি হতো বেশী। যে যতো বেশী ইচ্ছে কাজের মেয়ে কিনে নিতে পারতো, বুড়ো হলে বা পছন্দ না হলে যে কোনো সময় ইচ্ছে মত বিক্রি করে দিতো।

মেয়েদের অবস্থা ছিলা গরু-ছাগলের মতো। বরং তার চেয়েও খারাপ। দুনিয়ার অন্যান্য দেশেও মেয়েদের অবস্থা এর চেয়ে ভালো ছিল না। ইউরোপের লোকেরা মনে করতো মেয়েরা হলো শয়তান। কেউ কেউ মনে করতো নারী সকল নষ্টের মূল। আর পাদ্রীরা বলতো মেয়েদের প্রাণ বলে কিছু নেই।

আমাদের নবীর বয়স যখন ছয় বছর, তখন তাঁর মা আমেনা মারা যান। বাবা তাঁর জন্মের আগেই মারা যান। তিনি ছিলেন একজন দুঃখী মানুষ। তাঁর মা ছিলো না। বাবা ছিলো না। ভাই ছিলো না। বোন ছিলো না। মেয়েদের দুঃখ দেখে তাঁর মন কাঁদতো। মায়ের কথা মনে পড়তো। তিনি ভাবলেন যদি তাঁর একটি বোন থাকতো।

আমাদের রাসূল (সাঃ) যাদের দুঃখ কষ্ট বেশী দেখলেন তারা হলো, গোলাম এবং বিশেষ করে নারী। তখনকার দিনে শুধু যে কিনে নেয়া নারীদের অবস্থা খারাপ ছিলো তা নয়, ঘরের বউ, নিজের মেয়ে এবং মায়ের অবস্থাও ছিলো খুব খারাপ।

পুরুষ সবচেয়ে বেশী ভালবাসে নিজের মেয়েকে। রাসুলের সময় আরবরা এত বেশী খারাপ ছিলো যে, নিজের মেয়ে পর্যন্ত জীবন্ত কবর দিতো।

একদিন রাসূল (সাঃ) খবর পেলেন একজন প্রতিবেশী নিজের মেয়েকে জীবন্ত মাটির নীচে পুতে ফেলেছে। খবর শুনে তাঁর চোখে পানি এলো। দুঃখে তাঁর হৃদয় মুচড়ে উঠলো। তিনি দৌড়ে ঘরে গিয়ে কন্যা ফাতেমাকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁকে বুকে রেখে নিজের মনের দুঃখ ভুলতে চেষ্টা করলেন।

আমরা সাধারণত সম্মান দেখাই মুরুব্বীদের এবং বাইরের মেহমানদের। তাঁরা ঘরে এলে দাঁড়িয়ে যাই এবং তাঁদেরকে বসতে বলি। আমাদের রাসূল (সাঃ) কিন্তু নিজের মেয়েকে দেখে শুধু যে খুশী হতেন তা নয়, দাঁড়িয়ে যেতেন। তাঁর ঘরে চেয়ার টেবিল ছিলো না। রাসূল (সাঃ) খেঁজুর পতার মাদুরে বসতেন। কন্যা ফাতেমা এলে তিনি নিজের চাদর গা থেকে খুলে বসার জন্যে বিছিয়ে দিতেন।

তখনকার দিনে মানষ মেয়েদেরকে সম্পত্তির অংশ দিতো না। রাসূল বলতেন মেয়েরাও সম্পত্তির অংশ পাবে।

আরব দেশে সেকালে লেখাপড়া ছিলো কম। রাসূল (সাঃ) বলতেন ছেলেদের ন্যায় মেয়েদেরকেও লেখাপড়া শিখতে হবে। আমাদের দেশ আজও তখনকার দিনের আরবদের ন্যায় মেয়েদের শিক্ষার প্রতি মনযোগ দেয়া হয় কম। ছেলেকে বাড়িতে রেখে এস.এস.সি. পাশ করাই। আর মেয়েকে পাঠশালা, স্কুলে থাকতেই কিংবা এস.এস.সি. পাশ করার পরেই বিয়ে দিয়ে পরের বাড়ি পাঠিয়ে দেই।

যাদের মেয়ে মারা যেতো তাদের দুঃখে রাসূলের বড়ো কষ্ট হতা। তিনি বলতেন যার বেশ ক’টি মেয়ে মারা গেছে, সেরূপ দুঃখী মানুষকে আল্লাহ্ অবশ্যই বেহেশত নসীব করবেন।

www.nagorikpathagar.org

তখনকার দিনে অনেক বাপ বহু টাকা পয়সা নিয়ে নিজের মেয়েকে গুন্ডা বদমায়েশের কাছে বিয়ে দিয়ে দিতো। তারা বিয়ে করে নিয়ে কারণে-অকারণে বউকে কিল ঘুষি লাগাতো, লাথি মারতো। হাজার রকমের কষ্ট দিতো।

আমাদের নবী (সাঃ) বললেন, তা হবে না। মেয়ের বয়স যদি ১২ বছরের কম হয়, না-বালিকা হয়, তাহলে তার অমতে কেউ তাকে বিয়ে দিতে পারবে না। জোর করে বিয়ে দিলে তা বিয়ে হবে না।

রাসূল (সাঃ) পুরুষের জন্য সিল্কের কাপড় পরা, সোনার আংটি পরা হারাম করে দিয়েছেন। কারণ, পুরুষকে কষ্ট করতে হবে। লেখাপড়া শিখে বড় হতে হবে, আরাম করলে চলবে না। বড় হয়ে নিজের ছেলে-মেয়েকে খাওয়াতে হবে। বাবা না থাকলে মাকে, ছোট বোনকে খাওয়াতে হবে।

পুরুষের জন্য বিলাসিতা, বাবুয়ানা হারাম। সুন্দর কাপড়-চোপড় পরব, সেজে থাকবে তো মেয়েরা। তাই রাসূল (সাঃ) মেয়েদের সোনার গহনা পরার অনুমতি দিলেন। তারা হীরার আংটি পরতে পারবে। রং বেরংয়ের শাড়ি পরতে পারবে।

অনেকে বাইরের লোকের সাথে ভদ্র ব্যবহার করে। আর ঘরের বউয়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। তারা ভাবে বউয়ের সঙ্গে আর ভদ্রতা কি, সেতো নিজের লোক, ঘরের মানুষ।

রাসূল (সাঃ) বললেন, তা হবে না। সবচেয়ে ভাল ব্যবহার পাওয়ার হকদার হলো বউ। কারণ সেই তো সবার জন্য বেশী কষ্ট করে। অন্যদের সাথে যেরূপ ভাল ব্যবহার করা হয়, বউয়ের সাথে তার চেয়ে আরও ভাল ব্যবহার করতে হবে।

আগের দিনে কেউ একটি মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসতো। কিছুকাল পর তাকে তাড়িয়ে দিতো। বলতো তোর সাথে আমার কি সম্পর্ক। কেউ কেউ বলতো, তোকে আমি বিয়ে করিনি। মেয়েরা তো দুর্বল। এইসব খারাপ স্বামীর হাতে পায়ে ধরে তারা কান্নাকাটি করতো। তবু ঐসব নিষ্ঠুর স্বামীর মন গলতো না। মেয়েরা আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ঘরের বের হ'য়ে যেতো।

রাসুল (সাঃ) হুকুম দিলেন গোপনে বিয়ে করা যাবে না। বিয়ে করতে হলে সাথে করে লোক নিয়ে যেতে হবে। বিয়ের সময় সাক্ষী রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, চুক্তি করতে হবে। কাবিন দিতে হবে। ওয়ালীমার খাবার খাওয়াতে হবে- যাতে পরে কোন দুষ্ট স্বামী না বলতে পারে এ মেয়েকে আমি বিয়ে করিনি।

বহু বদলোক বউ তাড়িয়ে না দিলেও ঠিকমত খাবার দিতো না, কাপড় দিতো না। ভাল খাবা ও পরার জন্যে টাকা চাইলে বউকে ধমক দিতো, মারধর করতো।

রাসূল (সাঃ) বললেন, এটাও অন্যায়। বিয়ে করার আগেই জামাইকে বলতে হবে, বউকে কিভাবে রাখবে, জীবন যাত্রার মান কি হবে। কি ধরণের শাড়ি দেবে, হাত খরচা কত টাকা দেবে। বউকে একা রেখে অনেক দিন বাইরে থাকতে পারবে না। এ সব বলতে হবে।

রাসূল (সাঃ) এর সময় আরবেরা অনেকগুলো বিয়ে করতো। বাবা মারা যাওয়ার পর এক বউ এর ছেলে তার সৎমাদেরকে হয় বাঁদী বানিয়ে রাখতো অথবা পছন্দ হল তারা সৎ মাকে বিয়ে করতো, নতুবা তাড়িয়ে দিতে। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর কোন সম্মানই থাকতো না। সম্পত্তির তারা কিছুই পেত না। রাসূল (সাঃ) ঘোষণা করলেন এটাও অন্যায়। স্বামী মারা গেলে বউ অবশ্যই স্বামীর সম্পত্তি পাবে।

অনেক বেতমিজ ছেলে আছে যারা বিয়ের পর বউ এর কথা মত কাজ করে। মার কথা শোনে না। এ ধরনের ছেলে গুনাহ্‌গার। আল্লাহ্‌ তাদের পছন্দ করেন না, ভালবাসেন না। ভাল ছেলে হ'তে হ'লে মায়ের কথা শুনতেই হবে।

www.nagorikpathagar.org

ছেলেকে শুধু মার কথা মতো চললে হবে না। তাকে এমন মেয়ে বিয়ে করতে হবে যে তার মায়ের কথা মতো চলে, মায়ের সব কাজ করে দেয়। এটা বিয়ের আগেই ঠিক করে নিতে হয়।

বিয়ের আগে মেয়েকে, মেয়ের বাবাকে এবং ভাইকে জানিয়ে দিতে হবে যে তার বউকে অবশ্যই তার মায়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, খিদমত করতে হবে এবং মায়ের কথামত চলতে হবে। যদি কোন মেয়ে রাজী হয়, তবে তাকে বিয়ে করা যাবে, না হলে নয়। আর বিয়ের আগে রাজী হয়ে পরে যদি কথা না রাখে, তাহলে এমন বউ-এর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা যাবে না, যদি মা তা না পছন্দ করেন।

কোন কোন মা হয়তো বউ-এর প্রতি সুবিচার করতে পারেন না। কিন্তু, তাই বলে মায়ের উপর রাগ করা চলবে না। সুবিচারের জন্য মাকে অনুরোধ করতে হবে। ধৈর্য্য ধরতে হবে। মা খারাপ হ'লেও মায়ের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করা চলবে না।

আরব দেশের অনেক দুষ্ট ছেলে ছিলো। তারা বাবার ভয়ে মায়ের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতো। কারণ মা নালিশ করলে বাবা ছেলেকে শাস্তি দিত। কিন্তু বাবা মারা গেলে আর মায়ের কথা তারা শুনতো না। অনেকে তো মায়ের সাথে শুধু খারাপ ব্যবহারই করতো না, এমনকি মাকে ধরে মারতো পর্যন্ত।

রাসূল (সাঃ) ঘোষণা করলেন- তা হবে না। বাবা না থাকলেও মার কথা ছেলেকে শুনতেই হবে। শুধু ছোট থাকতে শুনলেই হবে না। ছেলে বুড়ো হয়ে গেলেও মায়ের কথা শুনতে হবে।

মহানবী (সাঃ) বলেছেন, মায়ের পায়ের তলায় সন্তানের বেহেশত। সন্তান যত ভাল কাজই করুক না কেন, হাজার ভাল কাজ করলেও বেহেশতে যেতে পারবে না, লক্ষ কোটি ভাল কাজ করলেও বেহেশ্তে যেতে পারবে না, যদি একটি খারাপ কাজ করে- তা হলো মায়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা এবং মায়ের কথা না শোনা।

ফুটবলে লাথি দিলে যে রকম বল উড়ে যায়, মায়ের এক লাথিতে ছেলের বেহেশ্তও তেমনি উড়ে যাবে। শুধু উড়ে যাবে না, কাঁচের জগ মাথায় তুলে আছাড় দিলে যে রকম টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তেমনিভাবে মায়ের লাথিতেও ছেলের বেহেশত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

আমাদের নবীর মা আমিনা তাঁর ছয় বছর বয়সের সময় মারা যান। কিন্তু দুধ মা হালিমা (রাঃ) বহু দিন বেঁচে ছিলেন। রাসূল এই দুধ মায়ের কত আদর করতেন। কত সম্মান দেখাতেন। তাঁর কন্যা ফাতেমা (রাঃ) বেড়াতে এলে বসার জন্য তিনি গায়ের চাদর বিছিয়ে দিতেন। আর দুধ মা হালিমা (রাঃ) এলে মাথার পাগড়ি খুলে তা বিছিয়ে দিতেন। এতই সম্মান করতেন তিনি মেয়েদের, নারীদের।

অনুশিলনী

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের বা পার্শে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. আরব দেশে কী বেচাকেনা হতো ?

ক. উট　　খ. ঘোড়া

গ. মানুষ　　ঘ. খচ্চর।

www.nagorikpathagar.org

২. কি বেশি বিক্রি হতো - ?

ক. ছেলে খ. মেয়ে
গ. তরুন ঘ. তরুনী।

৩. আরব দেশে মেয়েদের অবস্থা ছিল কি ?

ক. পশু পাখির মত খ. গরু-ছাগলের মত
গ. বকন-বকরীর মত ঘ. হাস-মুরগির মত।

৪. ইউরোপের লোকেরা মেয়েদেরকে কি মনে করত ?

ক. ফেরেশতা খ. শয়তান
গ. উন্নত মানুষ ঘ. নিচু মনের মানুষ।

৫. নবীর মায়ের নাম কি?

ক. আছিয়া খ. মাফিয়া
গ. আমিনা ঘ. জারিয়া

৬. কত বছর বয়সে রাসূলের মা মারা যান ?

ক. ৭ বছর খ. ৬ বছর
গ. ৮ বছর ঘ. ৫ বছর

৭. রাসূলের বাবা মারা যান জন্মের কয় মাসে?

ক. জন্মের ৬ মাস পরে খ. জন্মের ৬ মাস আগে
গ. জন্মের ৭ মাস পরে ঘ. জন্মের ৭ মাস আগে।

৮. আল্লাহর নবীর কাজ কী ?

ক. মানুষকে সুখী করা খ. মানুষের অভাব মুক্ত করা
গ. মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট দূর করা ঘ. নারী অধিকার সংরক্ষণ করা।

৯. পুরুষের জন্য সিল্কের কাপড় পরা, সোনার আংটি পরা কি?

ক. হালাল খ. কবিরা গুনাহ
গ. হারাম ঘ. মাকরুহ

১০. সবচেয়ে ভালো ব্যবহার পাওয়ার হকদার হোল কে ?

ক. মা খ. বোন
গ. বউ ঘ. খালা।

১১. গোপনে বিয়ে করা যাবে না কার হুকুম ?

ক. সরকারের খ. প্রেসিডেন্টের
গ. রাসূলের ঘ. আলেম-উলামার।

www.nagorikpathagar.org

১২. স্বামী মারা গেলে বউ অবশ্যই স্বামীর সম্পত্তি পাবে- এ ঘোষণা কার ?

ক. রাসূলের খ. কাজীর

গ. মাতবরের ঘ. সরকারের।

১৩. মায়ের পায়ের তলায় সন্তানের কি ?

ক. মেয়ের বেহেশত খ. ছেলের বেহেশত

গ. সন্তানের বেহেশত ঘ. বউয়ের বেহেশত।

১৪. রাসূল (সাঃ) মাথার পাগড়ি খুলে বিছিয়ে দিতেন কার জন্য ?

ক. দুধমা হালিমার বসার জন্য খ. ফাতিমার বসার জন্য

গ. খাজিদার (রাঃ) বসার জন্য ঘ. আয়েশার (রাঃ) বসার জন্য।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১) ---- বছর আগের------। ---- তখন মানুষ বেচা-কেনা হতো। --- হতো বেশি।

২) মেয়েদের অবস্থা ছিল ----- মতো। ---- লোকেরা মনে করত ----- হলো------।

৩) আমাদের ---- বয়স -----, তখন তাঁর ----- মারা যান। ----- তাঁর ---- আগেই ----- যান।

৪) তিনি ----- একজন ------। তাঁর ----- ছিলো না। ----- ছিলো না। ----- ছিলো না।

৫) তাঁর --- যখন ---, তাঁকে জানিয়ে ---- তিনি হলেন ---- এবং তাঁর ---- হবে --- দুঃখ-দুর্দশা--- করা ।

গ. ডান পাশের অংশের সাথে বামপাশের অংশের মিল করন।

১) একদিন রাসূল (সাঃ) খবর পেলেন, একজন প্রতিবেশী	১) খুলে বসার জন্যে বিছিয়ে দিতেন।
২) আমাদের রাসূল (সাঃ) কিন্তু নিজের মেয়েকে দেখে শুধু	২) সোনার আংশটি পরা হারাম করে দিয়েছেন।
৩) কন্যা ফাতেমা এলে তিনি নিজের চাদর গা থেকে	৩) নিজের মেয়েকে জীবন্ত মাটির নীচে পুঁতে ফেলেছে।
৪) রাসূল (সাঃ) পুরুষের জন্য সিল্কের কাপড় পরা,	৪) যে খুশী হতেন তা নয়, দাঁড়িয়ে যেতেন।
৫) বহু বদলোক বউ তাড়িয়ে দিলেও ঠিকমত	৫) পছন্দ হলে তারা সৎমাকে বিয়ে করতো।
৬) সৎমাদেরকে হয় বাঁদী বানিয়ে রাখতো অথবা	৬) খাবার দিতো না, কাপড় দিতো না।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. কোথায়, কখন, কী বেচাকেনা হতো ?

২. চৌদ্দশ বছর আগে আরব দেশে মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল ?

৩. মেয়েদেরকে কী মনে করা হতো ?

৪. রাসূল ছোটবেলা কী হারান ?

৫. কত বছর বয়সে কাকে, কী জানিয়ে দিলেন ?

৬. নারীদের অবস্থা কেমন ছিলো ?

৭. রাসূলের হৃদয় মুচড়ে উঠলো কেন ?

৮. ফাতেমাকে জড়িয়ে ধরলেন কেন ?

৯. মেয়েদের লেখাপড়া সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) কী বলেন ?

১০. রাসূল (সাঃ) কী হুকুম দিলেন ? কেন ?

www.nagorikpathagar.org

১১. বিয়ে করার আগে জামাইকে কী বলতে হবে ?
১২. বাবা মারা যাওয়ার পর সৎমায়ের সাথে কী রূপ ব্যবহার করতে হবে ?
১৩. কোন ছেলেরা গোনাহগার বা গোনাহগার কারা ?
১৪. রাসূল (সাঃ) কী ঘোষণা করলেন ?
১৫. বেহেশত কোথায় ? কে বলেছেন ?
১৬. ছেলের বেহেশত কীভাবে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ?
১৭. পাগড়ী বিছিয়ে কাকে বসাতেন ?

ঙ. রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. আরব দেশের অবস্থা কেমন ছিল সে সম্পর্কে আলোচনা কর।
২. মেয়েদের সম্পর্কে আরব-ইউরোপীয়দের কী ধারণা ছিল বর্ণনা কর।
৩. রাসূল (সাঃ) ছোট বেলার অবস্থা বর্ণনা কর।
৪. রাসূল (সাঃ) কখন নবুওয়াত লাভ করেন ? নবীর কাজ কী বর্ণনা কর।
৫. রাসূল (সাঃ) কাদের দুঃখকষ্ট দেখলেন ? নারীদের অবস্থা কেমন ছিলো বর্ণনা কর ?
৬. রাসূল (সাঃ)- এর চোখে পানি আসার কারণ কী ? কীভাবে মনের দুঃখ ভুলার চেষ্টা করলেন ?
৭. ফাতেমার (রাঃ) সাথে রাসূল (সাঃ) কেমন ব্যবহার করতেন বর্ণনা কর।
৮. মেয়েদের লেখাপড়া সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) কী বলতেন বর্ননা কর।
৯. টাকা পয়সা দিয়ে কাদের সাথে মেয়েকে বিয়ে দিতো ? তাদের সাথে তারা কেমন ব্যবহার করত বর্ণনা কর।
১০. পুরষের জন্য সিল্কের কাপড়, সোনার আংটি পরা হারাম কেন ? বর্ণনা কর।
১১. মেয়েরা কী কী পরতে পারবে ? কেন ? বর্ণনা কর।
১২. ভালো ব্যবহারের হকদার কে ? কেন ? বর্ণনা দাও।
১৩. বিয়ের পর মেয়েদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হতো বর্ণনা কর।
১৪. বিয়ে সম্পর্কে রাসূল কী বলেন বর্ণনা দাও।
১৫. বিয়ের পূর্বেই জামাইকে কি কি বলতে হবে বর্ণনা দাও।
১৬. বাবা মারা যাওয়ার পর আরবরা সৎমায়ের সাথে কীরূপ ব্যবহার করত সে সম্পর্কে বর্ণনা দাও।
১৭. কোন ছেলেরা গোনাহগার ? ভালো ছেলে হতে হলে কী করতে হবে ?
১৮. বিয়ের পূর্বে মেয়ে, মেয়ের বাবা-ভাইকে কী জানিয়ে দিতে হবে তা বর্ণনা কর।
১৯. মায়ের কথা শোনা সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) কী ঘোষণা করেন ? বর্ণনা কর।
২০. খারাপ কাজ কোনটি যা করলে বেহেশতে যাওয়া যাবে না- বর্ণনা দাও।
২১. রাসূল (সাঃ) কীভাবে নারীর সম্মান করতেন উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

www.nagorikpathagar.org

নবী ও সাহাবী

আমাদের নবীর সঙ্গীদেরকে বলা হয় সাহাবী। সাহাবী শব্দের অর্থ হ'ল সঙ্গ। রাফিক, রাদিব এই আরবী শব্দগুলোর অর্থও সঙ্গী। সাহাবী শব্দটি শুধুমাত্র আমাদের নবীর (সাঃ) সঙ্গীদের বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সাহাবীগণ আমাদেরনবীর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন, তাঁর কথা মন দিয়ে শুনতেন, কেউ কেউ লিখে রাখতেন এবং সকলেই মুখস্থ করতেন। নবীর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন, তাঁর কথা মন দিয়ে শুনতেন, কেউ কেউ লিখে রাখতেন এবং সকলেই মুখস্থ করতেন। নবীর যে সমস্ত কথা সাহাবিগণ বলেছেন এবং লিখে রেখেছেন ঐ সমস্ত কথাকে বলা হয় হাদীস। আর নবীর চাল-চালন, কাজ-কর্ম, কথাবার্তা সব কিছুকে এক কথায় বলা হয় সুন্নাহ।

একজন মানুষ সম্বন্ধে তারাই সবচেয়ে বেশী জানে যারা তাঁর সঙ্গী এবং কাছাকাছি থাকে। ভালো মানুষকে তাঁর সঙ্গীরা ভালোবাসে। তাঁর জন্যে কষ্ট করে।

আমাদের নবীকে তাঁর সঙ্গীরা কতটুকু ভালোবাসতেন ?

মানুষ সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে নিজেকে, নিজের জীবনকে। কিন্তু আমাদের নবীর সঙ্গীরা তাঁদের জীবন থেকেও তাঁকে বেশী ভালোবাসতেন।

মক্কার খারাপ লোকেরা দেখলো আমাদের নবী (সাঃ) খারাপ কাজের বিপক্ষে কথা বলেন। তাঁর কথা শুনে বহু মজলুম খারাপ কাজের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করল। খারাপ লোকগুলো দেখল তারা আর জুলুম করতে পারবে না, খারাপ কাজ করতে পারবে না।

তারা আমাদের নবীকে বাধা দিল। নবী (সাঃ) বাধা মানলেন না। খারাপ লোকেরা ঠিক করল তারা নবীকে খুন করবে।

আল্লাহ্‌র হুকুমে নবী মক্কা থেকে মদীনা রওয়ানা হলেন। একমাত্র সঙ্গীহযরত আবু বকর (রাঃ)। তিনি ছিলেন আমাদের নবীর অত্যন্ত প্রিয় সঙ্গী।

আমাদের নবী তাঁর দেশ, ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন, তবু খারাপ লোকগুলো তুষ্ট নয়। তারা তাঁকে ধরে খুন করবে, ঠিক করল। এলান করে দিল নবীকে যে ধরে এনে দিতে পারবে তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে। আর খুন করে মাথাটা যদি কেউ এনে দিতে পারে তবু একশত উট দেওয়া হবে। কী ভয়ঙ্কর ছিল লোকগুলো !

নবী ওদের বদ মতলব অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি মক্কা হতে রওয়ানা হয়ে বহু দূর গেলেন না। তিনি এক গুহায় আশ্রয় নিলেন। গুহাটির নাম সওর গুহা। গুহায় ছিল সাপের গর্ত। বিপদের উপর বিপদ। পালিয়ে বাঁচার জন্যে গুহায় আশ্রয় নিলেন। আর সেখানেও কিনা সাপের ভয়।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবু বকর গর্তের কাছে কান পেতে শোনেন- সাপ হিস্ হিস্ করছে। সকাল হয়ে এসেছে। নবীর চোখে ঘুম। সারা রাত জেগে ছিলেন তিনি। আবু বকর (রাঃ) নবীর মাথা নিজের কোলে তুলে নিলেন।

সাপ গর্ত হতে বের হয়ে নবীকেও তো কামড়াতে পারে। এই ভয়ে আবু বকর গর্তের মুখে পা চেপে ধরলেন। সাপটি বারবার আবু বকরের পায়ে ছোবল মারছিল। বিষে তাঁর সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছিল। তবু তিনি পা সরালেন না। একটু নড়েও বসলেন না। পাছে নবীর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

বিষের যন্ত্রণায় আবু বকরের চোখ থেকে পানি পড়ছিল। তিনি চোখের পানি মুছছিলেন। চোখের পানি যে বাঁধ মানে না। কয়েক ফোটা পড়লো নবীর মুখে। নবী জেগে উঠলেন এবং কি হয়েছে জানলেন। সঙ্গে সঙ্গে গর্তের মুখ থেকে পা সরিয়ে নিতে বললেন। সাপটি গর্তের মুখ খোলা পেয়ে দৌড়ে বের হয়ে গেল।

নবী তখন দোয়া করলেন, আল্লাহ্ তাঁর দোয়া শুনলেন। আবু বকরের শরীরে বিষের ব্যথা কমে গেল।

আরবের লোকজন আমাদের নবীর কাছে টাকা পয়সা, দামী জিনিস আমানত রাখতো। দুশমনেরাও রাখতো- কারণ, তারা জানতো, তাঁর কাছে আমানত রাখলে কখনো নষ্ট হবে না।

যে রাতে কাফেরগণ আবু জাহেলের পরামর্শে ঠিক করলো নবীকে খুন করবে, সে রাতেই নবী গোপনে মক্কা ত্যাগ করলেন। কিন্তু যারা তাঁর কাছে টাকা পয়সা আমানত রেখেছিল সেগুলো কি করবেন ? তিনি লোকদের সব টাকা আর পয়সা আর জিনিস হযরত আলীর কাছে দিয়ে বললেন- সকাল হলে যার জিনিস তাকে ফেরত দিও।

কাফেরগণ নবীর ঘরের দরজায় পাহারা বসালো- যাতে নবী কোন দিক না যেতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আল্লাহ্‌র হুকুমে তিনি অন্ধকারের মধ্যে চলে গেলেন। কেউ দেখতে পেল না। হযরত আলী নবীর চাদরটি গায়ে দিয়ে তাঁর বিছানায় শুয়ে পড়লেন। পাহারাদারগণ জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে দেখে - আর ভাবে নবীই ঘুমিয়ে আছেন বিছানায়। রাতটা শেষ হোক না - তখন দেখা যাবে মজা।

সকালবেলা দরজা ঠেলে তারা ঘরে ঢুকে পড়লো। আবু জাহেল এক টানে চাদর তুলে দূরে ফেলে দিল। কিন্তু নবী কোথায়, তাঁর বিছানায় যে আলী শুয়ে আছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, বল নবী কোথায় ? আলী (রাঃ) বললেন ঃ আমি কি করে বলবো ? তোমরা কি আমাকে পাহারায় নিযুক্ত করেছিলেন ? যাদেরকে পাহারায় রেখেছিলে তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর।

চাদর না তুলেই যদি তারা তলোয়ারের আঘাত করতো, বা বল্লম মারতো তবে তো হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হয়ে যেতেন। এটা ছিলো অত্যন্ত বিপদজনক। তবু হযরত আলী (রাঃ) নিজের জানের মায়া করলেন না। নবীকে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিলেন। আহা, তাঁর কতো গভীর ভালোবাসা ছিল নবীর জন্যে, মুহূর্তের জন্যও নিজের জানের মায়া করলেন না।

ওহোদের যুদ্ধের এক পর্যায়ে কাফিরগণ নবীজিকে জখম করে ফেলে। তাদের ছুড়ে মারা প্রস্তরের আঘাতে নবীর একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। তাঁর মাথায় ছিল লোহার টুপি। উপর তলোয়ারের আঘাত লাগে। ফলে, টুপির পেরেক তাঁর মাথায় ঢুকে যায়। তখন কয়েকজন সাহাবী এসে নবীকে এমনভাবে ঘিরে দাঁড়ালেন যে, তাঁদেরকে না মেরে নবীর গায়ে একটি আচড়ও দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁরা দেয়ালের মত তাঁকে ঘিরে

www.nagorikpathagar.org

রইলেন। নিজেরা বল্লমের আঘাত খেলেন। কেউ কেউ তলোয়ারের আঘাতে শহীদ হলেন, তবু সরলেন না। কী গভীর ভালোবাসা ছিল তাঁদের নবীর জন্যে, ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

হযরত ওয়ায়েসকরনীর মা ছিলেন অসুস্থ। নবী সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন মায়ের খিদমত করতে। তাই তিনি নবীর কাছে এসে থাকতে পারতেন না। নবীর কোন খিদমত তিনি করতে পারতেন না। দূরে থেকেও তিনি নবীকে ভালোবাসতেন।

সেই ওয়ায়েসকরনী খবর পেলেন ওহোদ যুদ্ধে নবীর একটি দাঁত ভেঙে গেছে। শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন। নবীর ভাঙা দাঁতের কথা চিন্তা করে এত দুঃখিত হলেন যে, তিনিও নিজের একটি দাঁত ভেঙে ফেললেন।

বেলালের (রাঃ) নাম কে না জানে। তাঁকে এবং খাব্বাব (রাঃ) কে তাঁদের মালিক হাজার রকমের শাস্তি দিত। কখনও মরুভূমির আগুনের ন্যায় গরম বালির উপর, কখনও জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর চেপে ধরতো।

খাব্বাব (রাঃ) বিছানায় পিঠ লাগিয়ে ঘুমাতে পারতেন না। পিঠের চামড়া পুড়ে শুকিয়ে যাবার আগে আবার তাঁকে আগুনে শোয়ান হতো। ফলে তাঁর পিঠে সব সময় ঘা থাকতো। তাঁর চামড়া বারবার পুড়ে একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছিল। এমন অমানুষিক শাস্তি দিয়েও কাফিরগণ নবীর পথ থেকে তাঁকে সরাতে পারলো না।

নবীকে, নবীর আদর্শকে ভালোবেসে অনেকে হাসিমুখে শাহাদৎ বরণ করেছেন। সকলের আগে কাফিরদের হাতে শহীদ হন বিবি সুমাইয়া নাম্নী একজন মহিলা সাহাবী। তাঁর স্বামী ইয়াসির (রাঃ) হলেন ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় শহীদ।

সুমাইয়াকে কিনে এনে দাসী বানিয়েছিলেন আবু হুজাইফা। তিনি মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দুশমন আবু জেহেলের চাচা। সুমাইয়া (রাঃ) গোপনে মুসলমান হন। তাঁর মালিকের বাড়ি ছিল নবীর বাড়ির কাছে। সুমাইয়া (রাঃ) প্রায়ই হযরত খাদিজার ঘরে আসতেন। তাঁর স্বামী ইয়াসির (রাঃ) পুত্র আম্মারও আসতেন সেখানে। এভাবে তাঁরা নবীকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন।

যাঁরা রাসূলকে জানতেন এবং মুসলমান হয়েছিলেন তাঁদের উপর নানা ধরনের অমানুষিক নির্মম জুলুম করে কাফিরেরা কারো কাছ থেকে নবী সম্বন্ধে একটি খারাপ কথা বলাতে পারতো না। এ নিয়ে একদিন আলোচনা করছিল উৎবা, শায়বা, এবং আবু জেহেল।

আবু জেহেল বড়াই করে, আমি মুসলমানদের মুখ দিয়ে মুহাম্মাদ সম্বন্ধে খারাপ কথা বের করতে পারব। আমার চাচার বাঁদী সুমাইয়াকে দিয়ে মুহাম্মাদকে গালি দেয়াবো।

উৎবা এবং শায়বা বললঃ না, পারবে না। এখন পর্যন্ত কেউ পারেনি।

আবু জেহেল বলল, আমি পারব। অন্য দু'জন বলল, না পারবে না। এ নিয়ে বাজী ধরা হলো। উৎবা আবু জেহেলকে বললো- যদি কোন মুসলমান দ্বারা আমাদের দেবতা ও মুর্তিগুলোর প্রশংসা করাতে এবং মুহাম্মাদকে গালি দেয়াতে পারো - আমি তোমাকে বিশটি উট দেব।

শায়বা বলল, আমিও বিশটি উট দেব। চল্লিশটি উটের লোভে আবু জেহেল সমুাইয়া, ইয়াসির এবং আম্মার এই তিন নিরীহ হাবশী মুসলমানের উপর অমানুষিক মারধর শুরু করলো।

www.nagorikpathagar.org

পোড়া কয়লা দিল তাঁদের পিঠে। বল্লমের ধারাল মাথা তাঁদের শরীরে ঢুকাল, তবু কিন্তু কিছুতেই রাসূল (সাঃ) সম্বন্ধে একটি খারাপ কথাও বলাতে পারল না।

আবু জেহেলের রাগ তাতে আরও বেড়ে গেল। শেষে সে বল্লমের মাথা সুমাইয়ার তল পেটের নিচে ঢুকিয়ে ঘুরাতে লাগল। আর বলল, 'মুহাম্মাদ মিথ্যাবাদী' এরূপ কথা একবার বললে তোকে ছেড়ে দেব। তা না হলে এভাবে কষ্ট দিয়ে তিলে তিলে তোকে মারবো।

কী অমানুষিক কষ্ট ! একটি সুঁচ আংগুলে ঢুকালে কত ব্যথা হয়। আর একটি বল্লম শরীরে ঢুকান হচ্ছে। অত কষ্ট পেয়েও জীবন বাঁচানোর জন্য নবী (সাঃ) সম্বন্ধে একটি খারাপ কথাও সুমাইয়া (রাঃ) উচ্চারণ করলেন না।

কষ্ট পেতে পেতে তিনি বেহুশ হয়ে পড়লেন এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হলেন।

সুমাইয়াকে খুন করে আবু জেহেল তাঁর স্বামী ইয়াসিরকে ধরলো। কতভাবে তার উপর জুলুম করলো, কিন্তু রাসূল সম্বন্ধে কিছুতেই খারাপ কথা বলাতে পারলো না।

শেষে আবু জেহেল ইয়াসিরকে (রাঃ) খুন করার এক বদ উপায় বের করলো। বদ লোকদের কত রকম বদ খেয়াল হয়।

আবু জেহেল দু'টি উট এনে ইয়াসিরের দু'টি পা উটের পায়ের সঙ্গে বাঁধলো। তারপর তাঁকে বলা হল উট দু'টি দু'দিকে তাড়িয়ে দিয়ে তাঁকে দু-টুকরো করে ফেলা হবে। বাঁচতে চাইলে তাঁকে বলতে হবে 'মুহাম্মাদ মিথ্যাবাদী' অথবা যে কোন খারাপ কথা বলে মুহাম্মাদকে গালি দিলেও তাঁকে ছেড়ে দেয়া হবে।

তাতেও কাজ হলো না। ইয়াসির (রাঃ) মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যে নবী (সাঃ) সম্বন্ধে একটি খারাপ কথাও বলতে রাজী হলেন না।

আবু জেহেল উট দু'টিকে তাড়িয়ে আস্তে আস্তে কষ্ট দিয়ে ইয়াসিরকে দু'টুকরো করে ফেললো। তবুও তাঁর মুখ থেকে নবী সম্বন্ধে একটি খারাপ কথাও বের করতে পারলো না। উট দিয়ে এভাবে টেনে একটা মানুষকে কষ্ট দেয়া এবং দু'টুকরো করে ফেলার নজির দুনিয়ার ইতিহাসে বোধ হয় আর নেই। মানুষের প্রতি মানুষের অতো ভালোবাসার ইতিহাসও বোধ হয় আর নেই।

অনুশিলনী

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের বা পার্শে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. নবীর সঙ্গীদের বলা হয়-

ক. সঙ্গী　　খ. সাথী

গ. সাহাবী　　ঘ. বন্ধু।

www.nagorikpathagar.org

২. সাহাবী শব্দের অর্থ-

ক. সাথী | খ. সঙ্গী
গ. সহ পাঠী | ঘ. বন্ধু।

৩. হাদিস কাকে বলা হয় ?

ক. নবীর কথা | খ. ফেরেশতার কথা
গ. সাহাবীদের কথা | ঘ. খলীফাদের কথা!

৪. সুন্নাহ কাকে বলা হয় ?

ক. সাহাবীর কথাবার্তা, কাজ কর্ম চালচলনকে খ. নবীর চাল-চলন, কাজকর্ম, কথাবার্তাকে
গ. খলীফাদের কথাবার্তা, কাজকর্ম চালচলনকে ঘ. সবগুলোই ঠিক ?

৫. মক্কা থেকে মদীনা রওয়ানা হলেন - ?

ক. নিজের ইচ্ছায় | খ. প্রাণের ভয়ে
গ. লোকদের ভয়ে | ঘ. আল্লাহ্র হুকুমে।

৬. মদীনা যাওয়ার সময় একমাত্র সঙ্গী ছিলেন কে ?

ক. আবু বকর (রাঃ) | খ. ওসমান (রাঃ)
গ. আলী (রাঃ) | ঘ. ওমর (রাঃ)

৭. এলান করা হলো যে নবীকে ধরে আনতে পারবে তাকে কি পুরষ্কার দেয়া হবে ?

ক. একশো উট | খ. ২০০ উট
গ. দেড় শো উট | ঘ. ৩০০ উট

৮. নবী (সাঃ) যে গুহায় আশ্রয় নিলেন তার নাম কি ?

ক. হেরাগুহা | খ. সওর গুহা
গ. পর্ব্বত গুহা | ঘ. কালো গুহা।

৯. নবীর (সাঃ) চাদর গায়ে দিয়ে তাঁর বিছানায় কে শুয়ে ছিলেন ?

ক. আনাস (রাঃ) | খ. আলী (রাঃ)
গ. ওমর (রাঃ) | ঘ. ওসমান (রাঃ)।

www.nagorikpathagar.org

১০. নবীকে বাচাবার জন্য নিজের জীবনের ঝুকি কে নিয়েছিলেন ?

ক. ওমর (রাঃ) খ. আবু বকর (রাঃ)

গ. আলী (রাঃ) ঘ. আব্বাস (রাঃ)

১১. কোন যুদ্ধে রাসূল (সাঃ)-এর দাত ভেঙে যায়-

ক. বরের যুদ্ধে খ. হুসায়েনের যুদ্ধে

গ. ওহুদের যুদ্ধে ঘ. খন্দকের যুদ্ধে।

১২. ওহুদের যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) এর একটি দাঁত ভাঙ্গার কথা শুনে ওয়ায়েসকরণী কী করলেন ?-

ক. নিজের একটি দাঁত ভাঙ্গলেন খ. সবগুলো দাঁত ভাঙ্গলেন

গ. সামনের দাঁত ভাঙ্গলেন ঘ. কয়েকটি দাঁত ভাঙ্গলেন।

১৩. কাফিররা কাকে আগুনে শোয়াতো ?-

ক. বেলাল (রাঃ) খ. হানজালা (রাঃ)

গ. খাব্বাব (রাঃ) ঘ. মিরকাত (রাঃ)

১৪. কারা হাসিমুখে শাহাদাৎ বরণ করতেন ?

ক. সাহাবীরা খ. আত্মীয়-স্বজন

গ. স্ত্রী-পুত্র ঘ. বন্ধু-বান্ধব।

১৫. ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ কে ?

ক. সুরাইয়া (রাঃ) খ. সুমাইয়া (রাঃ)

গ. উসামা (রাঃ) ঘ. সায়মা (রাঃ)

১৬. ইসলামের প্রথম শহীদ কে ?

ক. হানজালা (রাঃ) খ. খাব্বাব (রাঃ)

গ. ইয়াসির (রাঃ) ঘ. সুমাইয়া (রাঃ)

১৭. ইসলামের দ্বিতীয় শহীদ কে ?

ক. হামযা (রাঃ) খ. সুহাইল (রাঃ)

গ. সুমাইয়া (রাঃ) ঘ. ইয়াসির (রাঃ)

www.nagorikpathagar.org

১৮. আবু জেহেল সুমাইয়া, ইয়াসির এবং আম্মার-এর ওপর কিসের জন্য নির্যাতন করে ?

ক. ঈমান ছেড়ে দেয়ার জন্য খ. মুহাম্মাদ (সাঃ)কে খারাপ কথা ও গালি দেয়ার জন্য

গ. কাজ ছেড়ে দেয়ার জন্য ঘ. পুরস্কার পাবার জন্য।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১) আমাদের নবীর --- বলা হয় ----। --- শব্দের অর্থ হল ----। -- -- এই আরবী ---- অর্থও ----।

২) উৎবা--- বললো যদি কোনো--- দ্বারা আমাদের --- ও ---- প্রশংসা করাতে এবং --- গালি দেয়াতে পারো --- তোমাকে ---- দেব।

৪। ----- দিল তাঁদের ---। --- মাথা তাঁদের --- ঢুকাল, তবু কিন্তু কিছুতেই ---- সম্বন্ধে একটি ----- কথাও --- পারল না।

৫) কী----- । একটি ----- আঙুলে ---- কত ----- হয়, আর একটি ---- শরীরে ---- হচ্ছে।

গ. ডান পাশের অংশের সাথে বামপাশের অংশের মিল করন।

১) হযরত আবু বকর গর্তের কাছে কান	১) যাতে নবী কোন দিক যেতে না পারেন।
২) সাপটি বার বার আবু বকরের পায়ে ছোবল	২) পেতে শোনেন-সাপ হিস্‌হিস্ করছে।
৩) কাফেরগণ নবীর ঘরের দরজায় পাহারা বসালো	৩) মারছিল। বিষে তাঁর সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছিল।
৪) নবীর ভাঙা দাঁদের কথা চিন্তা করে এত দুঃখিত	৪) বিবি সুমাইয়া নাম্নী একজন মহিলা সাহাবী।
৫) সকলে আগে কাফিরদের হাতে শহীদ হন	৫) হলেন যে, তিনিও নিজের একটি দাঁত ভেঙে ফেললেন।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. সাহাবী কাকে বলে ?
২. হাদীস কাকে বলে ?
৩. সুন্নাহ্ বলতে কী বুঝ ?
৪. একশ' উট পুরস্কার দেয়া হবে- ঘোষণা করা হল কেন ?
৫. গুহায় আশ্রয় নিলেন কেন ? গুহার নাম কী ?
৬. আবু বকর (রাঃ) গুহার মুখে পা চেপে ধরলেন কেন ?
৭. নবীর মুখে কী পড়লো ?
৮. বিছানায় কে শুয়েছিলো ? কেন ?
৯. ওহুদ যুদ্ধে সাহাবীরা রাসুল (সাঃ) কে ঘিরে দাঁড়ালেন কেন ?
১০. ওয়ায়েসকরনী নিজের দাঁত ভাঙলেন কেন ?
১১. খাব্বাব (রাঃ) বিছানায় পিঠ লাগিয়ে ঘুমাতে পারতেন না কেন ?

www.nagorikpathagar.org

১২. ইসলামের প্রথম ও দ্বিতীয় শহীদের নাম কী ?
১৩. আবু জেহেল কী বড়াই করেছিল ?
১৪. উৎবা আবু জেহেলকে কী বলেছিল ?

ঙ. **রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখ ?**

১. সাহাবী বলতে কী বুঝ ? সাহাবীদের গুনাগুন বর্ণনা কর- ।
২. সাহাবীরা নবীকে কীরূপ ভালোবাসত বর্ণনা কর ।
৩. নবীকে খুন করতে চাওয়ার কারণ কী বর্ণনা কর ।
৪. রসূলের মক্কা ছেড়ে মদীনায় যাওয়ার ঘটনাটি বর্ণনা কর ।
৫. বিষের যন্ত্রণায় আবুবকর (রাঃ)'র অবস্থা কেমন হয়েছিল বর্ণনা কর ।
৬. মক্কা ত্যাগের পূর্বে রাসূল (সাঃ) আমানত সম্পর্কে কী করলেন ? তা বর্ণনা কর ।
৭. নবীর বিছানায় কে ছিলেন ? কেন, বর্ণনা দাও ।
৮. নবীর বিছানায় শোয়া বিপদজনক ছিলো - ব্যাখ্যা কর
৯. ওহোদ যুদ্ধে রাসুল (সাঃ)-এর জখমের ঘটনাটি বর্ণনা কর ।
১০. নবীর প্রতি ওয়ায়েসকরনীর ভালোবাসা সম্পর্কে যা জান লেখ ।
১১. ওয়ায়েসকরনী কেন সবগুলো দাঁত ভেঙে ফেললেন, বর্ণনা দাও ।
১২. বেলাল ও খাব্বাব (রাঃ)'র ওপর কাফেরদের নির্যাতনের বর্ণনা দাও ।
১৩. সুমাইয়া (রাঃ) কে কীভাবে শহীদ করা হয় তার বর্ণনা দাও ।
১৪. ইয়াসির (রাঃ) কে কীভাবে শহীদ করা হয় তার বর্ণনা দাও ।

www.nagorikpathagar.org

১৯

নবী ও কুরআন

দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো মানুষ হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ গৃহ হল পবিত্র কাবা। আর মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বোত্তম গ্রন্থ হলো আল-কুরআন।

আমাদের নবী (সাঃ) কারও নিকট লেখাপড়া শিখেন নি। আল্লাহ্ তাঁকে মানব জাতির শিক্ষক করে পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ্ নিজেই ছিলেন আমাদের নবীর (সাঃ) এর শিক্ষক। অক্ষর জ্ঞান তিনি মানুষ শিক্ষকের নিকট হতে পাননি। যেহেতু তাঁর কোন মানুষ-শিক্ষক ছিলেন না, এবং আল্লাহ্ চাননি যে তিনি কারও ছাত্র হবেন, তাই, আমাদের নবী (সাঃ) ছিলেন উম্মী বা নিরক্ষর, কিন্তু মহাজ্ঞানী।

আল্লাহ্‌র গোটা সৃষ্টিই ছিল মহানবীর গ্রন্থ। তিনি তা দেখতেন, চিন্তা করতেন ও জ্ঞান অর্জন করতেন। গ্রন্থের মধ্যে একটি গ্রন্থ আবৃত্তি করতেন যা কোন মানুষ রচনা করেননি। আল্লাহ তা নাযিল করেছেন এবং এ গ্রন্থটি হলো আল-কুরআন।

আমাদের নবী (সাঃ) নিরক্ষর হয়েও কুরআন কি সুন্দর ভাবেই না আবৃত্তি করতেন। সমগ্র কুরআন ছিল তাঁর মুখস্থ। তিনি ছিলেন আমাদের ইতিহাসে সর্ব প্রথম হাফিজ।

যাঁরা শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করতে পারেন তাঁদেরকে বলা হয় কারী। আমাদের নবী (সাঃ) ছিলেন মুসলমান ইতিহাসের সর্ব প্রথম কারী। তাই আমাদের সমাজে কারী ও হাফিজদের এতো সম্মান। আমাদের নবীর কথা স্মরণ করে কারী ও হাফিজকে সম্মান দেখানো হলে তাতে তাঁকেই সম্মান দেখানো হয়, এবং এতে আল্লাহ্ আমাদের প্রতি খুশী হন।

আমাদের নবী (সাঃ) অবসর পেলেই কুরআন আবৃত্তি করতেন। অন্যদেরকে সময় পেলেই কুরআন তিলাওয়াত করতে উপদেশ দিতেন। যে সমস্ত মুসলমান ভালো কুরআন তিলাওয়াত করেন তাঁদেরকে তিনি তুলনা করেছেন উত্তম কমলা লেবুর সঙ্গে যা সুস্বাদু ও যার মধ্যে সুগন্ধ আছে।

যারা মানুষ হিসাবে ভালো কিন্তু কুরআন তিলওয়াত করেন না তাদেরকে রাসূল (সাঃ) তুলনা করেছেন খেঁজুরের সাথে, যাতে স্বাদ আছে কিন্তু সুগন্ধ নেই।

যারা সময় পেলেই কুরআন তিলাওয়াত করেন, কিন্তু মানুষ হিসাবে ভালো নয় তাদেরকে রাসুল (সাঃ) তুলনা করেছেন মাকাল ফলের সঙ্গে। মাকাল ফল হলো লাল রঙের দেখতে খুব সুন্দর। কিন্তু কোন মানুষ তো তা খেতেই পারে না, কুকুর বিড়ালও তা খায় না।

আমাদের ছেলে-মেয়েরা কবিতা, ছড়া মুখস্ত করতে পারে এবং করে থাকে। কিন্তু পুরা প্রবন্ধ বা গল্প কি মুখস্থ করে থাকে ? দু'পৃষ্ঠার কবিতা মুখস্থ করা অপেক্ষা এক পৃষ্ঠা গল্প মুখস্থ করা কঠিন। ছন্দ এবং মিল থাকলে মুখস্থ করা সহজ হয়। আল-কুরআন যদিও গদ্য গ্রন্থ, কিন্তু পদ্যের মতো সুন্দর ছন্দ আছে। ১৪০০ বছর আগে আল-কুরআন নাযিল হয়। এখন যে আধুনিক কবিতা লেখার চর্চা চলছে তা অনেকটা আল-কুরআনের রচনা রীতির অনুকরণ।

www.nagorikpathagar.org

আল-কুরআনের ভাষা এমন যে তা মুখস্থ করা সম্ভব। আরবী ভাষা বা দুনিয়ার অপর কোনো ভাষায় এরূপ সুন্দরভাবে কোন গ্রন্থ লেখা হয়নি।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দুনিয়ার কোন ভাষায় আজ পর্যন্ত এমন কোন্ বই লেখা হয়েছে যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লোকে মুখস্থ করতে পারে এবং করে থাকে ? যতবারই প্রশ্ন করা হোক না কেন উত্তর আসবে – আল-কুরআন, আল-কুরআন, আল-কুরআন।

কারণ, প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত নির্ভূলভাবে মুখস্থ করা যায় এবং হাজার হাজার হাফিজ তা করে থাকে, এরূপ গ্রন্থ আল-কুরআন ছাড়া আর একটিও নেই।

হিফ্জ সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন। দুনিয়ায় এমন কোন গ্রন্থ কি আছে যা শুধুমাত্র সে ভাষা -ভাষীরাই নয়, যারা তা বুঝে না তারাও মুখস্থ করে থাকে ? এরও একমাত্র জবাব হবে- আল-কুরআন।

বুঝে মুখস্থ করা সহজ, মনে রাখতে সুবিধা হয়, কিন্তু শুধু আমাদের দেশ নয়, দুনিয়ার সব দেশে, হাজার হাজার লোক, যারা আরবী ভাষা বুঝে না তারাও কুরআন মুখস্থ করতে পারে।

হিফজ সম্বন্ধে তৃতীয় প্রশ্ন ঃ এ দুনিয়ার এমন কোন্ পুস্তকের নাম করা যায় যা শুধু ঐ ভাষায় যারা কথা বলে, তারা নয়, যারা বুঝতে পারে না তারাও নয়, যারা জীবনে কোনোদিন একটি অক্ষরও দেখেনি, এমনকি জন্মান্ধও মুখস্থ করতে পারে ? এর জবাবও হবে মাত্র একটি-আল-কুরআন।

হিফজ সম্বন্ধে চতুর্থ প্রশ্নঃ দুনিয়ায় কি এমন আরেকটি পুস্তক আছে যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামাজে প্রার্থনায়, পাঠ করা হয় - যেমন সমস্ত কুরআন খতম করা হয় তারাবি নামাজে ? উত্তর হবে - নেই।

বিভিন্ন পুস্তক হতে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় এবং সুন্দরভাবে আবৃত্তি করার নিয়ম আছে। কিন্তু কুরআন আবৃত্তির ব্যাপারে শুধু নিয়ম নয় বরং একটি শাস্ত্র বা বিজ্ঞান আছে - যাকে আরবীতে বলা হয় 'ইলমুল কিরআত' বা কুরআন আবৃত্তি বিজ্ঞান।

যেমন- সমাজ বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় আছে, তেমনি কুরআন যাতে শুদ্ধভাবে, সুন্দর করে পড়া যায়, সেজন্যে আবৃত্তি-বিজ্ঞান সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বিজ্ঞান যারা চর্চা করে তাদেরকে বলা হয় ক্বারী।

কুরআন পাঠে এবং আল-কুরআনের প্রতিটি অক্ষর বা শব্দ উচ্চারণে শুধু আরববাসী নয় অন্য দেশের লোকেরাও যতটুকু সাবধানতা অবলম্বন করে থাকে এমন কোনো দ্বিতীয় গ্রন্থ আছে কি যাতে সেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হয় ? না, তা নেই।

অপ্রয়োজনীয় কথা যে বার বার বলে থাকে তাকে ঠাট্টা করে বলা যায় বাচাল। খুব ভাল কবিতা বা গান বার বার শুনতে বা পড়তে ভাল লাগে – কিন্তু কতো বার ? এমন কি অতি প্রিয় কোন কবিতা বা গান শত শত বার শুনলে বিরক্তি আসবে। কিন্তু কুরআনের ভাষা এমন যে হাজার বার শুনলেও বিরক্তি আসে না।

দোয়া ইউনুস লক্ষ বার পাঠ করা হয়। আমরা সূরা ফাতিহা দিনে কতো বার পড়ি ? সারাটি জীবন ধরে সূরা ফাতিহা এবং সূরা ইখলাস মুসলমান গণ কতো হাজার হাজার বার পড়ে থাকেন। কিন্তু কোনো মুসলমান কি সূরা ফাতিহা বা সূরা ইখলাস পড়ে কোনো দিন ক্লান্ত হয়েছে এবং বলেছে বাবা অত পড়লাম, আর কতো?

যদি জিজ্ঞেস করা হয়, মানব সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ বইটি সবচেয়ে বেশী পাঠ করা হয়েছে ? উত্তর হবে আল-কুরআন। প্রতিদিনই সকাল বেলা কুরআন তিলাওয়াত করছে দুনিয়ায় লক্ষ কোটি মানুষ।

www.nagorikpathagar.org

মুসলমান বিশ্বের বহু দেশে আন্তর্জাতিক কিরআত প্রতিযোগিতা হয়। দুনিয়ার ইতিহাসে এমন কি আরেকটি গ্রন্থ আছে যার অংশবিশেষ আবৃত্তি করার জন্য অত সান-শওকত করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আবৃত্তি বা কিরআত প্রতিযোগিতা হয় ? খুব সম্ভব আর নেই।

যদি প্রশ্ন করা হয় মানব জাতির ইতিহাসে বিশেষ গ্রন্থগুলোর মধ্যে কোন্ গ্রন্থটিকে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী মানুষ চুমু খায়, গিলাফ দিয়ে মুড়িয়ে রাখে ? উক্ত গ্রন্থ কুরআন।

কুরআনের দিকে পা দিয়ে কেউ শোয় না, অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করে না। হাত থেকে পড়ে গেলে বুকে তুলে নেয়, সম্মান করে, ইজ্জত করে। এমন ইজ্জত আর কোনো গ্রন্থের ভাগেই জোটেনি।

আর-কুরআন এমন একটি গ্রন্থ, যার সঙ্গে অন্য কোন গ্রন্থের তুলনা হয় না। ইহা অপূর্ব, অনন্য এবং অতুলনীয়। তাই এর তিলাওয়াতে এতো ফজিলত, এত গুণ এবং আমাদের নবীর (সাঃ) নিকট ছিলো তা এতো প্রিয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মুসলমানদেরকে বলেছিলেন, তিনি তাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছেন – একটি হলো আল-কুরআন, আর একটি হলো তাঁর সুন্নাহ্। এ দু'টি জিনিস অনুসরণ করলে বিশ্ব মুসলমান কখনো ভুল করবে না, বা বিপথগামী হবে না।

অনুশিলনী

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের বা পার্শে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোনটি ?

ক. হোয়াইট হাউজ　　খ. মসজিদে নব্বী

গ. কাবা　　ঘ. বঙ্গভবন।

২. সবোত্তম গ্রন্থ কোনটি ?

ক. ইঞ্জিন　　খ. আল-কুরআন

গ. তাওরাত　　ঘ. যাব্বুর।

৩. কাকে মানবজাতির শিক্ষক করে পাঠিয়েছিলেন ?

ক. মূসা (আঃ) কে　　খ. ইব্রাহিম (আঃ) কে

গ. মুহাম্মাদ (সাঃ) কে　　ঘ. ইসা (আঃ) কে।

৪. আল্লাহ কার শিক্ষক ছিলেন ?

ক. সক্রেটিসের　　খ. ইব্রাহিমের (আঃ) এর

গ. মুহাম্মাদ এর (সাঃ)　　ঘ. ইসার (আঃ) এর

৫. রাসূল (সাঃ) কাদেরকে মাকাল ফলের সাথে তুলনা করেছেন ?

ক. কুরআন তিলাওয়াত করেন কিন্তু মানুষ হিসাবে ভালো নয়

খ. কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং মানুষ হিসাবে ভালো।

www.nagorikpathagar.org

গ. কুরআন তিলাওয়াত করেন না তবে মানুষ হিসাবে ভালো।
ঘ. কুরআন তিলাওয়াত করেন না এবং মানুষ হিসাবে ভালো না।

৬. মাকাল ফল কে খায় ?
ক. মানুষে খায়
খ. কুকুর বিড়ালে খায়
গ. পশু পাখি খায়
ঘ. কেউ খায় না।

৭. কুরআন মুখস্ত করে কারা ?
ক. আরবি ভাষীরা
খ. অন্য ভাষীরা
গ. আরবী যারা বোঝে না
ঘ. সব ভাষাভাষীরা

৮. ইলমুল কিরআত অর্থ
ক. বিজ্ঞান
খ. কুরআন
গ. কুরআন আবৃত্তি বিজ্ঞান
ঘ. সুর বিজ্ঞান।

৯. ইলমূল কুরআন যারা চর্চা করেন তারা হলেন-
ক. হাফিজ
খ. ক্বারী
গ. সুরকার
ঘ. নামাযী।

১০. মৃত্যু পূর্বে রাসূল বলেছিলেন তোমাদের জন্য কি রেখে যাচ্ছি ?
ক. দু'টি জিনিস
খ. তিনটি জিনিস
গ. একটি জিনিস
ঘ. চারটি জিনিস।

১১. কী (জিনিস) অনুসরণ করলে মুসলমানরা কখনো বিপদগামী হবে না ?
ক. কুরআন ও সুন্নাহ
খ. কুরআন ধনসম্পদ।
গ. কুরআন ও দোআকালাম
ঘ. টাকা-পয়সা।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
১) আমাদের--- মানবতায় মহত্তম ----। তাঁর চেয়ে --- অতীতে কখনও --- করেননি।
২) আল্লাহ তাঁকে --- ---- করে ----। আল্লাহ --- আমাদের নবী (সাঃ) এর ----।
৩) যাঁরা ---- ---- পাঠ করতে ---- তাঁদেরকে বলা হয় -----।
৪) ---বছর আগে ---- নাযিল হয়।
৫) --- তিনি --- বলেছিলেন --- তাদের জন্য --- রেখে যাচ্ছেন
একটি হলো --- আর একটি হলো তাঁর -------।

www.nagorikpathagar.org

গ. ডান পাশের অংশের সাথে বামপাশের অংশের মিল করন।

১) যাঁরা শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করতে	১) এবং হাজার হাজার হাফিজ তা করে থাকে, এরূপ গ্রন্থ আল কুরআন ছাড়া আর একটিও নেই।
২) নবীর কথা স্মরণ করে ক্বারী ও হাফিজকে	২) পারেন তাঁদেরকে বলা হয় ক্বারী।
৩) প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত নির্ভূলভাবে মুখস্ত করা যায়	৩) সম্মান দেখানো হলে তাতে তাঁকেই সম্মান দেখানো হয়।
৪) হাজার হাজার লোক যারা আরবী ভাষা বুঝে না	৪) তারাও কুরআন মুখস্ত করতে পারে।
৫) অপ্রয়োজনীয় কথা যে বার বার বলে থাকে	৫) কখনো ভুল করবে না, বা বিপদগামী হবে না।
৬) এ দুটি জিনিস অনুসরণ করলে বিশ্ব মুসলমান	৬) তাকে ঠাট্টা করে বলা যায় বাচাল।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো মানুষ কে ?
২. মানবজাতির সর্ব শ্রেষ্ঠ গৃহ ও সর্বোত্তম গ্রন্থ -এর নাম কি ?
৩. মানবতার মহোত্তম আদর্শ কে ? তাঁর গ্রন্থের নাম কি ?
৪. নবীর শিক্ষা কি ?
৫. সর্ব প্রথম ক্বারী কে ?
৬. মাকাল ফল কি ?
৭. আল কুরআন কখন নাযিল হয় ?
৮. 'ইলমুল কিরআত' কি ?

ঙ. রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখ ?

১. সর্বোত্তম গ্রন্থের নাম কি ? কে নাযিল করেছেন বর্ণনা দাও।
২. তিনি কারও ছাত্র হবেন তিনি চাননি ? কে চাননি, কেন বর্ণনা কর।
৩. ক্বারী ও হাফিজদের এতো সম্মান কেন বর্ণনা দাও।
৪. উত্তম কমলা লেবুর সাথে কাদের তুলনা করা হয়েছে ? কেন, বর্ণনা কর।
৫. খেজুরের সাথে কাদের তুলনা করা হয়েছে ? কেন, বর্ণনা কর।
৬. মাকাল ফল বলতে কি বুঝানো হয়েছে বর্ণনা দাও।
৭. দুটি জিনিস কি যা অনুসরণ করলে মুসলমান কখনো বিপদগামী হবে না, বর্ণনা কর।

www.nagorikpathagar.org

লেখক পরিচিতি

'ছোটদের মহানবী' এর রচয়িতা এ. জেড. এম. শামসুল আলম বাংলাদেশ সরকারের একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব হলেও ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে বহুল পরিচিতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও যুক্তরাষ্ট্রের উইলিয়াম কলেজ থেকে তিনি অর্থনীতি এবং উন্নয়ন অর্থনীতিতে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ঢাকা কলেজ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেন।

১৯৬৩ সনে সরকারী চাকুরীতে (সিএসপি) যোগ দিয়ে বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ধর্ম মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন, বস্ত্র মন্ত্রাণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের সচিব পর্যায়ের সংস্থা প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সরকারী চাকুরী জনাব শামসুল আলমের পেশা হলেও ইসলাম সম্পর্কে পড়া এবং লেখা ছিল তাঁর নেশা। একজন লেখকের অন্যতম বড় পরিচয় হলো তাঁর রচনা। তিনি ছোট বড় ৭৯টি প্রকাশিত পুস্তকের রচয়িতা। ইংরেজী ভাষায় তাঁর রচিত পুস্তকগুলোর মধ্যে রয়েছে 'তাবলীগ এন্ড দাওয়াহ' (১৩৫৮ পৃঃ), 'ইসলামিক থট্‌স' (১০৪৫ পৃঃ), 'মাল্টিপ্লেক্স থট্‌স' (৯৫১ পৃঃ) 'ফেমিলি ভেল্যুজ' (৩০১ পৃঃ), ডেমোক্রেসি এন্ড ইলেকশন (১৮০ পৃঃ), 'ব্যুরোক্রেসি ইন বাংলাদেশ' (২৩৯ পৃঃ), 'এডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এথিক্স' (১৯৫ পৃঃ), 'ইসলাম এন্ড ফেমিলি প্লানিং' (১০০ পৃঃ), 'ইসলামী পাবলিক স্কুল' (৯০ পৃঃ),'এনট্রেপ্রেনিউরিয়াল সেভিংস' (৬০ পৃ:), 'মক্স এন্ড ইয়থ' (৭০ পৃঃ) ইত্যাদি।

জনাব শামসুল আলম রচিত বাংলা পুস্তকগুলোর মধ্যে রয়েছে 'ইসলামী চিন্তাধারা' (৮৯২ পৃঃ) 'ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা' (৩২৩ পৃঃ), 'ইসলামী রাষ্ট্র' (২৬০ পৃঃ), 'ব্যবহারিক ইসলাম' (৩৬৬ পৃঃ), 'হজরত শাহজালাল' (রহঃ)' (২৪৯ পৃঃ), 'ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা' (অনুবাদ-৩৫১ পৃঃ), পরিকল্পিত পরিবার গঠন, মেজর আবদুল গনি', 'নবাব সৈয়দ শামসুল হুদা', 'ইসলাম ও সঙ্গীত চর্চা', 'আফগান তালিবান', 'আফগানিস্তান ও তালিবান', 'মসজিদ পাঠাগার', 'মহিলা মাদ্রাসা', 'ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন' ইত্যাদি।

জনাব শামসুল আলম রচিত শিশু সাহিত্যগুলোর মধ্যে আছে 'ছোটদের ইসলাম', 'ছোটদের মহানবী', 'ইংলিশ হরফ', 'বর্ণ পরিচয়' (১ম ভাগ), 'বর্ণ পরিচয়' (২য় ভাগ) ইত্যাদি।

জনাব শামসুল আলমের লেখা সহজ, সরল ও সুখপাঠ্য। তাঁর লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তত্ত্বকথা অত্যন্ত সহজ করে বলার দক্ষতা। জনাব শামসুল আলম ছত্রিশটি দেশ ভ্রমণ করেছেন। দেশ বিদেশের সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, পারিবারিক মূল্যবোধ কাছে থেকে দেখার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য যুক্তি প্রধান, বস্তুনিষ্ঠ, উপমা-উদাহরণ সমকালীন পরিবেশ হতে গৃহীত এবং আধুনিক মনের গ্রহণযোগ্য।

ইতোপূর্বে 'ছোটদের মহানবী' পুস্তকটির তিনটি ইস্যু প্রকাশনার কয়েক মাসের মধ্যেই পাঠকেদের হাতে চলে গিয়েছিল। এ সংস্করণটির জনপ্রিয়তাও আশা করা যায় অনুরূপই হবে।

যেসব শিশু-কিশোর আল্লাহর প্রিয় নবী সম্বন্ধে লেখা এ পুস্তক পাঠ করবে আল্লাহ তাদের নেক আমল কবুল করুন, আমাদের শিশু-কিশোরদের মহৎ হওয়ার, ভাল হবার এবং নবীর জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার তৌফিক দিন।

BCBS

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা